“টাঙ্গাইলের তাঁতশিল্প শ্রমিকদের পেশাগত ঝুঁকি ও পেশা পরিবর্তনের সম্ভাবনা: একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা”

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে এম.ফিল. ডিগ্রি প্রাপ্তির জন্য আংশিক শর্তপূরণে দাখিলকৃত অভিসন্দর্ভ।

গবেষক

আব্দুল মোমেন মিয়া
রেজিস্ট্রেশন নং- ১১৭
শিক্ষাবর্ষ- ২০১৩-২০১৪

সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নভেম্বর, ২০১৮

“টাঙ্গাইলের তাঁতশিল্প শ্রমিকদের পেশাগত ঝুঁকি ও পেশা পরিবর্তনের সম্ভাবনা: একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা”

গবেষক

আব্দুল মোমেন মিয়া
রেজিস্ট্রেশন নং- ১১৭
শিক্ষাবর্ষ- ২০১৩-২০১৪

তত্ত্বাবধায়ক

ড. সালমা বেগম
অধ্যাপক
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নভেম্বর, ২০১৮

সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৯৬৬১৯০০-৭৩/৬৫৭৫, ৬৫৭৬

DEPARTMENT OF SOCIOLOGY
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone : 9661900-73/6575, 6576
Fax : 880-2-8615583
E-mail : duregstr@bangla.net

তারিখ.....২০

Dated, the.....20

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, আব্দুল মোমেন মিয়া কর্তৃক প্রনীত **"টাঙ্গাইলের তাঁতশিল্প শ্রমিকদের পেশাগত ঝুঁকি ও পেশা পরিবর্তনের সম্ভাবনা: একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। আমি উক্ত গবেষনা কর্মটি যথাযথ পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছি। এ অভিসন্দর্ভের তথ্যসমূহ গবেষকের নিজস্ব প্রচেষ্টায় সংগৃহীত হয়েছে এবং এটি একটি মৌলিক রচনা।

আমার জানামতে এ অভিসন্দর্ভটি কিংবা এর কোন অংশ গবেষক অন্যকোন ডিগ্রি লাভ অথবা প্রকাশনার জন্য ব্যবহার করেনি। এ অভিসন্দর্ভ রচনার জন্য আব্দুল মোমেন মিয়া কে এম.ফিল ডিগ্রি প্রদান করতে আমি সুপারিশ করছি।

আমি তার সর্বাঙ্গীন সাফল্য ও মঙ্গল কামনা করি।

ঢাকা
তারিখ: ১৮ই নভেম্বর, ২০১৮ইং

(অধ্যাপক ড. সালমা বেগম)
গবেষনা তত্ত্বাবধায়ক
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, **"টাঙ্গাইলের তাঁতশিল্প শ্রমিকদের পেশাগত ঝুঁকি ও পেশা পরিবর্তনের সম্ভাবনাঃ একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে ইতিপূর্বে উক্ত শিরোনাম ও বিষয়ে কোন ব্যক্তি বা সংস্থা গবেষনাকর্ম পরিচালনা করেনি। এই অভিসন্দর্ভটি আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে এম.ফিল ডিগ্রি নেওয়ার উদ্দেশ্যে আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় রচিত। আমি এই অভিসন্দর্ভটি বা এর কোন অংশ অপর কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন ডিগ্রি বা প্রকাশনার জন্য উপস্থাপন করিনি।

ঢাকা
তারিখ: ১৮ই নভেম্বর, ২০১৮ইং

(আব্দুল মোমেন মিয়া)
এম.ফিল গবেষক
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধেয় বাবা-মা এবং গুরুজনদের প্রতি

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমি সর্বপ্রথম গবেষণাকর্মটি পরিচালনা করার অনুমতি প্রদানের জন্য সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. সালমা বেগমের প্রতি। তিনি অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে পুরো গবেষনা রিপোটটি পাঠ করে অনেক মূল্যবান মতামত ও উপদেশ প্রদান করেছেন যা গবেষণা কর্মটির গুণগতমান উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে বলে আমার বিশ্বাস। উল্লেখ্য, আমার তত্ত্বাবধায়কের প্রতিনিয়ত পরামর্শ ও সহযোগিতা ছাড়া এই গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না। সেজন্য তাঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই বিভাগীয় অধ্যাপক ড. আ ক ম জামাল উদ্দীন স্যারকে। তিনি আমার গবেষনা কর্মটি পরিচালনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নানা ধরনের তথ্যবহুল ও বিশ্লেষণধর্মী তথ্য ও উপদেশ প্রদান করেছেন যা এই গবেষণা রির্পোটে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

এছাড়াও গবেষনা কর্মটি পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত তথ্য, উপাত্ত, ও গ্রন্থের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় সমিতি, বাংলাদেশ হ্যান্ডলুম বোর্ড, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ কর্পোরেশন, বাংলাদেশ স্মল ও কর্টেজ ইন্ডাস্ট্রিজ করর্পোরেশন, বাংলাদেশ মেশিন টুলস্ ফ্যাক্টরি, বাংলাদেশ শিল্প মন্ত্রণালয় এর সাহায্য নেয়া হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত গবেষণা কর্মটিকে আরও তথ্য নির্ভর করে তুলেছে। তাই আমি এসকল প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। ধন্যবাদ জানাই গবেষণা কর্মটির তথ্য ও উপাত্ত প্রক্রিয়াজাতকরন ও বিশ্লেষনে পরিসংখ্যানবিদ জনাব আনোয়ার হোসেনকে তাঁর অপরিসীম সহযোগিতার জন্য। গবেষনা কর্মটি প্রিন্টিং ও টাইপিংয়ের জন্য বিশেষ ধন্যবাদ জানাই মোঃ নোমান হোসেন এবং এম সাইফুর রহমানকে।

সর্বশেষে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই গবেষণা এলাকার উত্তরদাতা, গবেষণা এলাকার অধিবাসী, তাঁতশিল্প সংগঠনের ব্যক্তিবর্গ, তাঁতমালিক ও শ্রমিকদেরকে যাদের সহযোগিতা ছাড়া তথ্য সংগ্রহ করা কোনভাবেই সম্ভব ছিলনা।

আব্দুল মোমেন মিয়া
শিক্ষাবর্ষ- ২০১৩-২০১৪
এম.ফিল গবেষক
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সার সংক্ষেপ

বাংলাদেশে হ্যান্ডলুম শিল্পটির অতীত গৌরবময়। পাশাপাশি এর ভবিষ্যত ঝুঁকিপূর্ণ এবং অনিশ্চিত। এই গবেষণায় সেই প্রধান কারণগুলোকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে যা ধীরে ধীরে এই শিল্পের চাকার গতিকে মন্থর করে দিচ্ছে দিনের পর দিন। এদের মধ্যে কাজের জন্য পর্যাপ্ত মূলধনের অভাব, কাঁচামাল সংগ্রহের উচ্চমূল্য, নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন, পুঁজিবাদী নিয়ন্ত্রণ, মজুরি হ্রাস, সাংগঠনিক ক্ষমতার অভাব, অপর্যাপ্ত প্রযুক্তি ও দক্ষতা এবং নীতিমালার অভাব হলো প্রধান কারণ যা হ্যান্ডলুম শিল্পকে মারাত্মকভাবে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে এবং হ্যান্ডলুম শিল্পীদের পেশাকে করে দিচ্ছে ভীষণভাবে অনিশ্চিত। এসব কারণে ব্যাপকভাবে পেশা পরিবর্তন করে অন্য পেশায় চলে যাচ্ছে অনেক তাঁতশিল্প শ্রমিক।

হ্যান্ডলুম পণ্য বাংলাদেশের বৃহত্তম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কুটির পণ্য, যেখানে বেনারশী এবং জামদানি বিখ্যাত হ্যান্ডলুম পণ্য হিসেবে সারাদেশে এমনকি বিদেশেও সমাদৃত। হ্যান্ডলুম পণ্য বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখে। এই পণ্য গ্রামীণ মানুষের জীবিকা বণ্টন এবং বস্ত্রের স্থানীয় চাহিদা মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের তাঁতশিল্প বর্তমানে জাতীয় উৎপাদনেও উল্লেখযোগ্য অবস্থান ধরে রেখেছে। অনেক মানুষ সরাসরি টেক্সটাইল উৎপাদন কার্যক্রমে নিযুক্ত। তুলা এবং সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যের জন্য কৃষিভিত্তিক কাঁচামাল উৎপাদনেও জড়িত একটা উল্লেখযোগ্য জনশক্তি। বাংলাদেশের টেক্সটাইল শিল্পে দুইটি প্রধান সেক্টর- মিল সেক্টর এবং হ্যান্ডলুম সেক্টর। হ্যান্ডলুম বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী শিল্প এবং এটি আমাদের দেশের গ্রাম ও শহরে লাখ লাখ মানুষের কর্মসংস্থানের উৎস। কিন্তু বর্তমানে শিল্পায়ন ত্বরান্বিত হবার পর হ্যান্ডলুম ও পাওয়ারলুম শিল্প হ্রাস পেয়েছে। বর্তমান গবেষণাটি বাংলাদেশের টাঙ্গাইল জেলার তাঁতশিল্প অধ্যুষিত দুটি গ্রামের হ্যান্ডলুম শিল্পের বিভিন্ন সমস্যা এবং সেখানকার তাঁতশিল্প শ্রমিকদের পেশাগত ঝুঁকি ও পেশা পরিবর্তনের চিত্র তুলে ধরার একটি প্রচেষ্টা।

বর্তমান গবেষণাটির প্রকৃতি বর্ণনামূলক তাই সাক্ষাৎকার এবং জীবন অধ্যয়ন পদ্ধতি ব্যবহারের (কেস স্টাডি) মাধ্যমে গবাষণার তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। গবেষণাটি প্রধানত প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক উভয় ধরনের তথ্যের উপর ভিত্তি করে পরিচালনা করা হয়েছে। টাঙ্গাইল জেলার দুটি তাঁতশিল্পপ্রধান পাথরাইল ও নলশোধা গ্রামের মোট ১২০ জন হ্যান্ডলুম শিল্পীদের বাছাইয়ের জন্য যথাযথ নমুনায়ন কৌশল অবলম্বন করা হয়। সামাজিক বিজ্ঞান পরিসংখ্যান প্রোগ্রাম (এসপিএসএস) ব্যবহার করে তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণায় দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে ৮৫% একক পরিবারে বসবাস করে এবং বাকী ১৫% উত্তরদাতা যৌথ পরিবারে বসবাস করে। উত্তরদাতাদের অধিকাংশই দৈনিক ৮-১০ ঘন্টা কাজ করে থাকে। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৯৮% নিম্নবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্য। এদের মধ্যে ৯৫% এর মাসিক আয় অত্যন্ত কম ৫০০০-১০০০০ টাকা। ৯৮% উত্তরদাতা মনে করেন এই শিল্পে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা অপর্যাপ্ত। পেশা সংশ্লিষ্ট ৯০% তাঁতিই মনে করেন তাদের এই পেশা লাভজনক নয়। উত্তরদাতাদের ৯৬% মনে করেন এ শিল্পের বর্তমান অবস্থা অসন্তোষজনক। এবং ৮৮% তাঁতী মনে করেন তাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাহীন। গবেষনা এলাকার ৭৮% তাঁত শ্রমিক তাদের পেশা পরিবর্তনের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন। পরিবর্তনের কারন হিসেবে তাদের ৮৯% আয় কম এবং ১১% স্বাস্থ্য ঝুঁকির কথা জানিয়েছেন।

উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬৭% মনে করেন বিক্রি হওয়ার কারনে এই শিল্পের বর্তমান অবস্থা খারাপ। ৯৭% তাঁতী মনে করেন বর্তমান প্রেক্ষিতে তাঁতশিল্পের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কিন্তু নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার কারনে এ শিল্প দিন দিন পিছিয়ে পড়ছে। তবে আশংকাজনকভাবে দেখা যায় যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে প্রায় সকলই তাদের সন্তান অর্থাৎ পরবর্তী প্রজন্মকে এ পেশায় আনার বিষয়ে অসম্মতি প্রকাশ করেন।

গবেষণার প্রধান ফলাফলগুলোতে দেখা যায় যে, বেশ কিছু সমস্যা থাকার কারণে এই ক্ষেত্রটি এখন বিলুপ্তির পথে। হ্যান্ডলুম বয়ন এখন আগের তুলনায় অনেকটাই অলাভজনক। এ কারণে অধিকাংশ তাঁতশিল্প শ্রমিকই পেশা পরিবর্তন করে অন্য পেশা বেছে নিয়েছেন বা নিতে আগ্রহী। এই শিল্পের বিলুপ্তি রোধকল্পে সামাজিক, ব্যক্তি এবং সরকারি পর্যায়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ অতীব জরুরি। যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এই ঐতিহ্যবাহী পেশার শ্রমজীবী মানুষদেরকে লাভজনকভাবেই এই পেশায় ধরে রাখা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে উৎপাদিত পণ্যের বাজার সম্প্রসারিত হলে এবং বিভিন্ন উৎপাদন উপকরন যেমন, সূতা রং ডিজাইন প্রভৃতির সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা গেলে এবং অত্র গবেষণায় প্রদত্ত সুপারিশমালা বাস্তবায়িত হলে এই শিল্প আবার ঘুরে দাড়াতে সক্ষম হবে।

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
ঘোষণাপত্র	iv
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	vi
সার সংক্ষেপ	vii
সূচিপত্র	ix
সারনী সমূহের তালিকা	xv
লেখচিত্র সমূহের তালিকা	xvi
ছবির তালিকা	xviii
অধ্যায় এক: ভূমিকা	**০১-০৮**
১.১ ভূমিকা	০২
১.২ গবেষণা সমস্যার প্রেক্ষাপট	০৩
১.৩ গবেষণার যৌক্তিকতা	০৫
১.৪ গবেষণার উদ্দেশ্য	০৬
১.৫ গবেষণার ব্যবহৃত প্রত্যয়সমূহের ধারণাগত সংজ্ঞা	০৭
১.৫.১ তাঁত	০৭
১.৫.২ তাঁতশিল্প	০৮
১.৫.৩ তাঁতি	০৮
১.৫.৪ পেশাগত ঝুঁকি	০৮
১.৫.৫ পেশা পরিবর্তন	০৮
অধ্যায় দুই: প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা	**০৯-২০**
অধ্যায় তিন: গবেষণার ধারণাগত ও তাত্ত্বিক কাঠামো	**২১-২৯**
৩.১ গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো	২২
৩.১.১ এমিল ডুর্খেইম –এর শ্রম বিভাজন তত্ত্ব	২৩
৩.১.২ কার্ল মার্ক্স –এর শ্রেণিতত্ত্ব	২৫
৩.১.৩ কার্ল মার্ক্স –এর বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রত্যয়	২৬
অধ্যায় চার: গবেষণা পদ্ধতি	**৩০-৩৩**
৪.১ গবেষণা এলাকা	৩১
৪.২ তথ্যের উৎস	৩২
৪.২.১ প্রাথমিক তথ্যের উৎস	৩২
৪.২.২ গৌন তথ্যের উৎস	৩২

৪.৩ তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরন এবং বিশ্লেষণ ৩২
৪.৩.১ গবেষণার গুণগত (কোয়ালিটেটিভ) পদ্ধতি ৩২
৪.৩.২ পরিমাণগত তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ৩৩
৪.৪ তথ্য বিশ্লেষণ ৩৩
৪.৫ সীমাবদ্ধতা ৩৩

অধ্যায় পাঁচ: টাঙ্গাইলে তাঁতশিল্পের উৎপত্তি ও প্রসার ৩৪-৩৯

৫.১ টাঙ্গাইলের তাঁতশিল্পের বৈশিষ্ট্য ও বর্তমান অবস্থা ৩৫
৫.২ টাঙ্গাইলের তাঁতশিল্পের ঐতিহ্যগত ধারনা ৩৬

অধ্যায় ছয়: টাঙ্গাইলের তাঁতশিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি ৪০-৪৯

৬.১ তাঁতশিল্প শ্রমিকদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্যাবলীর ধারণা ৪১
৬.১.১ উত্তরদাতাদের বয়স সম্পর্কিত ধারণা ৪২
৬.১.২ উত্তরদাতাদের ধর্ম বিষয়ক ধারনা ৪২
৬.১.৩ উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ধারনা ৪৩
৬.১.৪ উত্তরদাতাদের বৈবাহিক অবস্থার ধারনা ৪৪
৬.১.৫ উত্তরদাতাদের লিঙ্গ বিষয়ক ধারনা ৪৪
৬.১.৬ উত্তরদাতাদের পরিবারের ধরণ বিষয়ক ধারনা ৪৫
৬.১.৭ উত্তরদাতাদের সন্তান সংখ্যা বিষয়ক ধারনা ৪৬
৬.২ তাঁতশিল্প শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ধারনা ৪৬
৬.২.১ পরিবারের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কিত ধারনা ৪৬
৬.২.২ পরিবারের মাসিক আয় ৪৭
৬.২.৩ বাসস্থানের ধরণ সম্পর্কিত ধারনা ৪৮
৬.২.৪ পরিবারে চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা সম্পর্কিত ধারনা ৪৮
৬.২.৫ উত্তরদাতাদের চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তি সম্পর্কিত ধারনা ৪৯

অধ্যায় সাত: তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ ৫০-৭২

৭.১ তাঁতশিল্প শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ সম্পর্কিত তথ্যাবলী ৫১
৭.১.১ তাঁতশিল্প শ্রমিকদের কাজের অভিজ্ঞতার সময়কালের ধারনা ৫১
৭.১.২ তাঁত শিল্প পেশায় জড়িত হবার কারণ বিষয়ক ধারনা ৫২
৭.১.৩ কাজের চাপ সংক্রান্ত তথ্যাবলীর ধারনা ৫২
৭.১.৪ উত্তরদাতাদের তৈরি পণ্য সম্পর্কিত ধারনা ৫৩

৭.২ মজুরি ও কর্ম পরিবেশ সম্পর্কিত ধারনা ৫৩
৭.২.১ তাঁত ইউনিটের মালিকানা সংক্রান্ত ধারনা ৫৪
৭.২.২ শ্রমিকদের মজুরি প্রাপ্তির ধারনা ৫৪
৭.২.৩ মজুরি প্রাপ্তির সময়াগত ধারনা ৫৫
৭.২.৪ প্রাপ্ত মজুরী সম্পর্কে শ্রমিকদের মূল্যায়ন ৫৬
৭.২.৫ তাঁতশিল্প শ্রমিকদের দৈনিক কর্মঘণ্টার ধারনা ৫৬
৭.২.৬ তাঁতশিল্প শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রের পরিবেশগত ধারনা ৫৭
৭.২.৭ মালিকের সাথে তাঁতশিল্পীর সম্পর্ক ৫৭
৭.৩ তাঁতশিল্পে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যার ধারনা ৫৮
৭.৩.১ তাঁতশিল্পে বিদ্যমান প্রযুক্তিগত সমস্যার ধারনা ৫৮
৭.৩.২ তাঁতশিল্পে বিদ্যমান নকশাজনিত সমস্যা ৫৯
৭.৩.৩ তাঁতশিল্পে বিদ্যমান সংশ্লিষ্ট পরিবহন ব্যবস্থা সংক্রান্ত ধারনা ৬০
৭.৩.৪ তাঁত শিল্পে প্রচার প্রচারণা সম্পর্কিত সমস্যার ধারনা ৬০
৭.৩.৫ তাঁতশিল্পে পণ্যের বাজারজাতকরণে চলমান সমস্যা সমূহ ৬১
৭.৩.৬ তাঁতশিল্পের উন্নয়নে গৃহীত সরকারি কার্যক্রম সংক্রান্ত ধারনা ৬১
৭.৩.৭ তাঁতশিল্প শ্রমিকদের নিরাপত্তাহীনতা সংক্রান্ত তথ্যাবলী ৬২
৭.৪ তাঁতশিল্প শ্রমিকদের পেশাগত অবস্থার ধারনা ৬৩
৭.৪.১ তাঁতশিল্পে মূলধণের যোগান সম্পর্কিত ধারনা ৬৩
৭.৪.২ তাঁতশিল্পে ঋণের সরবরাহ সম্পর্কিত ধারনা ৬৪
৭.৪.৩ শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামালের উৎস সংক্রান্ত তথ্য ৬৪
৭.৪.৪ তাঁতশিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামালের সরবরাহ সংক্রান্ত ধারনা ৬৫
৭.৪.৫ তাঁতশিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামালের মূল্য সংক্রান্ত ধারনা ৬৬
৭.৪.৬ তাঁতশিল্পে উৎপাদিত পণ্য বিক্রির স্থান সম্পর্কিত ধারনা ৬৬
৭.৪.৭ তাঁতশিল্পে লুম ব্যবহারের ধরন সম্পর্কিত ধারনা ৬৭
৭.৫ তাঁতশিল্প শ্রমিকদের পেশাগত ঝুঁকি ও অভিবাসন সম্পর্কিত ধারনা ৬৮
৭.৫.১ তাঁত শিল্পপণ্যের নির্ধারিত বিক্রয় মূল্য সম্পর্কিত ধারনা ৬৮
৭.৫.২ তাঁতশিল্প পেশা লাভজনক কিনা সংক্রান্ত ধারনা ৬৯
৭.৫.৩ তাঁতশিল্পের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ধারনা ৬৯
৭.৫.৪ তাঁতশিল্প পেশার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারনা ৭০
৭.৫.৫ তাঁতশিল্প শ্রমিকদের অভিবাসন সম্পর্কিত ধারনা ৭১
৭.৫.৬ তাঁতশিল্প শ্রমিকদের অভিবাসিত হওয়ার কারণ সম্পর্কিত ধারনা ৭১

অধ্যায় আট: টাঙ্গাইলের তাঁতশিল্প শ্রমিকদের পেশা পরিবর্তনের সম্ভাবনা সংক্রান্ত তথ্য ৭৩-৯৫

৮.১ তাঁতশিল্প শ্রমিকদের পেশা পরিবর্তনের সম্ভাবনা সম্পর্কিত ধারনা ৭৪
৮.২ শ্রমিকদের পেশা পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কিত ধারনা ৭৫
৮.৩ শ্রমিকদের পেশা পরিবর্তনের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কিত ধারনা ৭৫
৮.৪ বিভিন্ন বয়সী শ্রমিকদের মধ্যে পেশা পরিবর্তনের প্রবণতার ধারনা ৭৬
৮.৫ শ্রমিকদের মাসিক আয়ের সাথে পেশাগত সম্পর্কের ধারনা ৭৭
৮.৫.১ শ্রমিকদের মাসিক আয় এবং বর্তমান মজুরির পর্যাপ্ততা সংক্রান্ত ধারনা ৭৭
৮.৫.২ শ্রমিকদের মাসিক আয় ও নিরাপত্তাহীনতা সম্পর্কিত ধারনা ৭৮
৮.৫.৩ তাঁতশিল্প শ্রমিকদের মতে বাজারে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা সংক্রান্ত ধারনা ৭৯
৮.৫.৪ তাঁতশিল্প শ্রমিকদের মতে বর্তমান পেশা লাভজনক কিনা সংক্রান্ত ধারনা ৭৯
৮.৫.৫ তাঁতশিল্প শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার ব্যাপারে ধারনা ৮০
৮.৫.৬ তাঁতশিল্প শ্রমিকদের মতে এই পেশার বর্তমান অবস্থার ধারনা ৮১
৮.৫.৭ বিভিন্ন আয়ের তাঁতশিল্প শ্রমিকদের মতে তাঁতশিল্প পেশার ঝুঁকি সংক্রান্ত ধারনা ৮২
৮.৫.৮ বিভিন্ন আয়ের উত্তরদাতাদের মতে তাঁত শিল্পের ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত ধারনা ৮২
৮.৫.৯ বিভিন্ন আয়ের তাঁতশিল্প শ্রমিকদের পেশা পরিবর্তনের সম্ভাবনা সংক্রান্ত ধারনা ৮৩
৮.৫.১০ বিভিন্ন আয়ের তাঁতশিল্প শ্রমিকদের মতে তাঁতশিল্পের বর্তমান অবস্থার ধারনা ৮৪
৮.৬ তাঁতশিল্পে নিয়োজিত পেশা পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কিত ধারনা ৮৫
৮.৬.১ তাঁত শ্রমিকদের পেশায় জড়িত থাকা সময়ের সাথে পেশা পরিবর্তনের সম্পর্ক ৮৫
৮.৬.২ বর্তমান মজুরির সাথে পেশা পরিবর্তনের সম্পর্কের ধারনা ৮৬
৮.৬.৩ মূলধণের যোগানের অপর্যাপ্ততার কারণে পেশা পরিবর্তন সম্পর্কিত ধারনা ৮৭
৮.৬.৪ বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার কারণে পেশা পরিবর্তনের ধারনা ৮৭
৮.৬.৫ বাজারে অপ্রতুল চাহিদার কারণে পেশা পরিবর্তন সংক্রান্ত ধারনা ৮৮
৮.৬.৬ নিরাপত্তাহীনতার কারণে পেশা পরিবর্তন সংক্রান্ত ধারনা ৮৯
৮.৬.৭ আগের তুলনায় বর্তমান অবস্থার অবনতির কারণে পেশা পরিবর্তন সম্পর্কিত ধারনা ৮৯
৮.৬.৯ পেশা লাভজনক না হবার কারণে পেশা পরিবর্তন সংক্রান্ত ধারনা ৯০
৮.৬.১০ ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অনিশ্চিত হওয়ার কারণে পেশা পরিবর্তন সংক্রান্ত ধারনা ৯১
৮.৬.১১ তাঁতশিল্পের প্রয়োজনীয়তা ও পেশা পরিবর্তন সংক্রান্ত ধারনা ৯২
৮.৬.১২ সার্বিক বিবেচনায় বর্তমান অবস্থা ও পেশা পরিবর্তনের আগ্রহ সম্পর্কিত ধারনা ৯৩
৮.৬.১৩: বিভিন্ন সমস্যার ফলশ্রুতিতে পেশা পরিবর্তনের আগ্রহ সংক্রান্ত ধারনা ৯৩
৮.৬.১৪ কাঁচামালের দামবৃদ্ধির ফলে পেশা পরিবর্তন সংক্রান্ত ধারনা ৯৫

অধ্যায় নয়: তাঁতশিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের পেশাগত ঝুঁকির সার্বিক প্রেক্ষাপট ৯৬-১০৮
৯.১ তাঁতশিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের পেশাগত ঝুঁকির অতীত ও বর্তমান প্রেক্ষাপট ৯৭
৯.২ বর্তমান প্রেক্ষিতে তাঁতশিল্পের প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত ধারনা ৯৮

৯.৩ বর্তমান পেশায় ঝুঁকি আছে কিনা সংক্রান্ত ধারনা ৯৯
৯.৪ তাঁতশিল্পের ভবিষ্যৎ ৯৯
৯.৫ সন্তানদেরকে তাঁতশিল্প পেশায় না আনার কারণ সংক্রান্ত ধারনা ১০০
৯.৬ টাঙ্গাইলের তাঁতিদের ক্রমবর্ধমান পেশাগত ঝুঁকি সংক্রান্ত ধারনা ১০১
৯.৭ তাঁত পেশায় ঝুঁকি বৃদ্ধির কারণ সংক্রান্ত ধারনা ১০২
৯.৭.১ তাঁতশিল্পে আধুনিক প্রযুক্তির প্রভাবের অভাব সংক্রান্ত ধারনা ১০২
৯.৭.২ তাঁতশিল্পে সরকারি সহায়তা ও ঋণের অভাব ১০২
৯.৭.৩ তাঁতশিল্পে সুতার ক্রমবর্ধমান দাম সংক্রান্ত ধারনা ১০৩
৯.৭.৪ তাঁতশিল্পে মজুরি ব্যবস্থা সংক্রান্ত ধারনা ১০৩
৯.৭.৫ তাঁতশিল্পে শিথিল প্রশাসন ও বিদেশি কাপড়ের অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত তথ্য ১০৩
৯.৭.৬ তাঁতশিল্পে তৈরি পোশাকশিল্পের সাথে প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত ধারনা ১০৪
৯.৭.৭ তাঁতশিল্পে উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তন সংক্রান্ত ধারনা ১০৪
৯.৭.৮ মানুষের রুচিবোধের পরিবর্তন ও পরিকল্পনার অভাব সংক্রান্ত ধারনা ১০৪
৯.৭.৯ আমদানিকৃত কাপড়ের উন্নতমানের ডিজাইন, মান ও গুণ সংক্রান্ত ধারনা ১০৪
৯.৭.১০ তাঁতপণ্যে ডিজাইনের বৈচিত্র্যের অভাব সংক্রান্ত ধারনা ১০৫
৯.৭.১১ তাঁতশিল্পের ক্ষেত্রে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ও ঋণের অনুপস্থিতি সংক্রান্ত ধারনা ১০৫
৯.৭.১২ তাঁতশিল্পে সাংগঠনিক অনুপস্থিতি সংক্রান্ত ধারনা ১০৫
৯.৭.১৩ তাঁতশিল্পে অপর্যাপ্ত প্রযুক্তিএবং দক্ষতা ও নীতিমালার অভাব সংক্রান্ত ধারনা ১০৬
৯.৭.১৪ তাঁত শিল্পীদের অন্য পেশায় নিয়োজিত হওয়ার সাফল্য সংক্রান্ত ধারনা ১০৬
৯.৭.১৫ তাঁতশিল্পীদের ভারতে গমন সুবিধা সংক্রান্ত ধারনা ১০৬
৯.৮ পেশা পরিবর্তনকারী তাঁতিদের বিকল্প পেশাসমূহ সংক্রান্ত ধারনা ১০৭
৯.৯ তাঁতিরা সহজে অন্য পেশায় যোগ দিতে পারেন কিনা সংক্রান্ত ধারনা ১০৭

অধ্যায় দশ : উপসংহার ও সুপারিশমালা ১০৮-১১৫

উপসংহার ১০৯
১০.১ সুপারিশসমূহ ১১০
গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography) ১১৩

অধ্যায় এগার: কতিপয় জীবন অধ্যয়ন ১১৬-১৩০

৯.১ কেস স্টাডি-১ ১১৭
৯.২ কেস স্টাডি-২ ১২০
৯.৩ কেস স্টাডি-৩ ১২২
৯.৪ কেস স্টাডি-৪ ১২৪
৯.৫ কেস স্টাডি-৫ ১২৬

৯.৬ কেস স্টাডি-৬ ১২৮
৯.৭ কেস স্টাডি-৭ ১৩০

সংযুক্তিসমূহ

সংযুক্তি ১: সম্মতিপত্রও সাক্ষাৎকার অনুসূচী ১৩২
সংযুক্তি ২: গবেষণা এলাকার মানচিত্র ১৪১
সংযুক্তি ৩: গবেষণা সংশ্লিষ্ট ছবি ১৪৪

সারনী সমূহের তালিকা

সারনী-৬.১: পরিবারেচিত্তবিনোদন সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস ৪৮
সারনি- ৭.১: তাঁতশিল্প কারখানায় কাজের চাপ সংক্রান্ত তথ্যাবলী ৫৩
সারনী-৮.১: শ্রমিকদের পেশা পরিবর্তনের সম্ভাবনা সম্পর্কিত ধারনা ৭৫
সারনী-৮.২: শ্রমিকদের পেশা পরিবর্তন সম্পর্কিত ধারনা ৭৬
সারনী-৮.৩: শ্রমিকদের মাসিক আয় ও বর্তমান মজুরী সম্পর্কিত ধারনা ৭৮
সারনী ৮.৪: শ্রমিকদের মাসিক আয়ও নিরাপত্তাহীনতা সম্পর্কিত ধারনার তথ্য বিন্যাস ৭৮
সারনী ৮.৫ : শ্রমিকদের মাসিক আয় ও উৎপাদিত পণ্যের বাজার চাহিদা সম্পর্কিত তথ্যাবলীর বিন্যাস ৭৯
সারনী ৮.৬: শ্রমিকদের মতে তাঁতশিল্প পেশা লাভজনক কিনা সম্পর্কিত তথ্যাবলীর বিন্যাস ৮০
সারনী ৮.৭: শ্রমিকদের কর্তৃক মোকাবেলাকৃত সমস্যা সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস ৮১
সারনী ৮.৮: তাঁতশিল্প পেশার বর্তমান অবস্থার ধারনা সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস ৮১
সারনী ৮.৯: তাঁতশিল্প পেশার ঝুঁকিসম্পর্কিত তথ্যাবলীর বিন্যাস ৮২
সারনী ৮.১০: তাঁতশিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ধারনা সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস ৮৩
সারনী ৮.১১: তাঁতশিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের পেশা পরিবর্তনের কারন সম্পর্কিত তথ্যাবলীর বিন্যাস ৮৪
সারনী ৮.১২: শ্রমিকদের মতে তাঁতশিল্পের বর্তমান অবস্থা সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস ৮৫
সারনী ৮.১৩: তাঁতশিল্পে নিয়োজিত থাকাকালীন পেশা পরিবর্তনের কারন সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস ৮৬
সারনী ৮.১৪: বর্তমান মজুরী ও পেশা পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস ৮৬
সারনী ৮.১৫: মূলধনের স্বল্পতার কারনে পেশা পরিবর্তন সম্পর্কিত তথ্যাবলীর বিন্যাস ৮৭
সারনী ৮.১৬: বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার কারনে পেশার পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস ৮৮
সারনী ৮.১৭: বাজারচাহিদা ও পেশা পরিবর্তন সম্পর্কীত তথ্যাবলীর বিন্যাস ৮৮
সারনী ৮.১৮: উত্তরদাতাদের নিরাপত্তাহীনতার কারনে পেশা পরিবর্তন সম্পর্কিত তথ্যাবলীর বিন্যাস ৮৯
সারনী ৮.১৯: অবস্থার অবনতি ও পেশা পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস ৯০
সারনী ৮.২০: পেশা অলাভজনক ও পেশা পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস ৯১
সারনী ৮.২১: ভবিষ্যতে অনিশ্চিত সম্ভাবনা ওপেশা পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস ৯২
সারনী ৮.২২: তাঁতীদের মতে তাঁত শিল্পের প্রয়োজনীয়তা ও পেশা পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস ৯২
সারনী ৮.২৩: সার্বিক বিবেচনায় বর্তমান অবস্থা ও পেশা পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস ৯৩
সারনী ৮.২৩: বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখিদের পেশা পরিবর্তনের আগ্রহ সংক্রান্ত ধারনার বন্টন ৯৪
সারনী ৮.২৪: কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি ও পেশা পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস ৯৫
সারনী- ৯.১: তাঁতশিল্পের ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত তথ্যের বন্টন ১০০

লেখচিত্রসমূহের তালিকা

লেখচিত্র-৬.১: উত্তরদাতাদের বয়স সম্পর্কিত তথ্যাবলীর বিন্যাস ৪২
লেখচিত্র- ৬.২: উত্তরদাতাদের ধর্ম সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস ৪৩
লেখচিত্র-৬.৩: উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত তথ্যাবলীর বিন্যাস ৪৩
লেখচিত্র-৬.৪: উত্তরদাতাদের বৈবাহিক অবস্থা সম্পর্কিত তথ্যাবলীর বিন্যাস ৪৪
লেখচিত্র- ৬.৫:উত্তরদাতাদের লিঙ্গ বিষয়ক তথ্যাবলীর বিন্যাস ৪৫
লেখচিত্র-৬.৬: উত্তরদাতাদের পরিবারের ধরণ সম্পর্কিত তথ্যাবলীর বিন্যাস ৪৫
লেখচিত্র-৬.৭: উত্তরদাতাদের পরিবারের সন্তান সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস ৪৬
লেখচিত্র-৬.৮: উত্তরদাতাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস ৪৭
লেখচিত্র-৬.৯: উত্তরদাতাদের পরিবারের মাসিক আয় সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস ৪৭
লেখচিত্র-৬.১০: উত্তরদাতাদের বাসস্থানের ধরণ সম্পর্কিত তথ্যাবলীর বিন্যাস ৪৮
লেখচিত্র- ৭.১:উত্তরদাতাদের কাজের অভিজ্ঞতার বছর সম্পর্কিত তথ্যাবলীর বিন্যাস ৫১
লেখচিত্র- ৭.২: তাঁতশিল্প পেশায় জড়িত হবার কারণ সম্পর্কিত তথ্যাবলীর বিন্যাস ৫২
লেখচিত্র-৭.৩: উত্তরদাতাদেরতৈরিপণ্য সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস ৫৩
লেখচিত্র-৭.৪: তাঁত ইউনিটের মালিকানা সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস ৫৪
লেখচিত্র-৭.৫: তাঁতশিল্প শ্রমিকদের মজুরী প্রাপ্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস ৫৫
লেখচিত্র-৭.৬: তাঁতশিল্প শ্রমিকদের মজুরী প্রাপ্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস ৫৫
লেখচিত্র-৭.৭: প্রাপ্ত মজুরী সংক্রান্ত ধারনার বন্টন ৫৬
লেখচিত্র-৭.৮: তাঁতশিল্প শ্রমিকদের কর্মঘণ্টা সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস ৫৬
লেখচিত্র-৭.৯: তাঁতশিল্প শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রের পরিবেশগত তথ্যাবলীর বিন্যাস ৫৭
লেখচিত্র-৭.১০: শ্রমিক ও মালিকের সাথে সম্পর্ক সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস ৫৮
লেখচিত্র-৭.১১: তাঁতশিল্পে বিদ্যমান প্রযুক্তিগত সমস্যার তথ্যাবলীর বিন্যাস ৫৯
লেখচিত্র-৭.১২: তাঁতশিল্পে নকশাজনিত সমস্যা সম্পর্কিত ধারনার বিন্যাস ৫৯
লেখচিত্র.৭-১৩: তাঁতশিল্পে বিদ্যমান পরিবহন ব্যবস্থা সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস ৬০
লেখচিত্র-৭.১৪: তাঁতশিল্পে বিদ্যমান প্রচার প্রচারণা সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস ৬০
লেখচিত্র-৭.১৫ তাঁতপন্যের বাজারজাতকরনে সমস্যা সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস ৬১
লেখচিত্র-৭.১৬:তাঁতশিল্পের উন্নয়নে সরকারি কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাবলী ৬২
লেখচিত্র-৭.১৭: তাঁতশিল্প শ্রমিকদের নিরাপত্তাহীনতা সংক্রান্ত তথ্যাবলী ৬২
লেখচিত্র-৭.১৮: তাঁতশিল্পে মূলধনের যোগান সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস ৬৩
লেখচিত্র-৭.১৯: তাঁতশিল্পে ঋণের সরবরাহ সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস ৬৪
লেখচিত্র.৭-২০: শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামালের উৎস সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস ৬৫
লেখচিত্র-৭.২১: তাঁতশিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামালের সরবরাহ সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস ৬৫
লেখচিত্র-৭.২২: তাঁতশিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামালের মূল্য সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস ৬৬
লেখচিত্র-৭.২৩: তাঁতশিল্পে উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের স্থান সম্পর্কিত তথ্যাবলীর বিন্যাস ৬৭

লেখচিত্র-৭.২৪: তাঁতশিল্পে লুম ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্যাবলীর বিন্যাস ৬৮
লেখচিত্র-৭.২৫: তাঁতপণ্যের নির্ধারিত বিক্রয় মূল্য সম্পর্কিত তথ্যাবলীর বিন্যাস ৬৮
লেখচিত্র-৭.২৬: তাঁতশিল্প পেশা লাভজনক কিনা সে ব্যাপারে তথ্যাবলীর বিন্যাস ৬৯
লেখচিত্র-৭.২৭: তাঁতশিল্পের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কিত তথ্যাবলীর বিন্যাস ৭০
লেখচিত্র-৭.২৮: তাঁতশিল্পপেশার ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত তথ্যাবলীর বিন্যাস ৭০
লেখচিত্র-৭.২৯: তাঁতশিল্প শ্রমিকদের অভিবাসন সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস ৭১
লেখচিত্র-৭.৩০: তাঁতশিল্প শ্রমিকদের অভিবাসিত হওয়ার কারণ সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস ৭২
লেখচিত্র-৮.১: তাঁতশিল্প শ্রমিকদের পেশা পরিবর্তনের সম্ভাবনাসংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস ৭৪
লেখচিত্র-৮.২: তাঁতশিল্প শ্রমিকদের পেশা পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস ৭৫
লেখচিত্র-৮.৩: পেশা পরিবর্তনকারীদেরবর্তমান অবস্থা সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস ৭৬
লেখচিত্র- ৯.১ আগের তুলনায় পেশার বর্তমান অবস্থাখারাপ হওয়ার কারণ সংক্রান্ত তথ্যের বন্টন ৯৭
লেখচিত্র- ৯.২: বর্তমান প্রেক্ষিতে তাঁতশিল্পের প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বন্টন ৯৮
লেখচিত্র- ৯.৩: বর্তমান পেশায় ঝুঁকি আছে কিনা এ সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস ৯৯
লেখচিত্র- ৯.৪: সন্তানদেরকে তাঁতশিল্প পেশায় না আনার কারণ সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস ১০১

মানচিত্রের তালিকা

মানচিত্র ১: বাংলাদেশের মানচিত্র ১৪১
মানচিত্র ২: টাঙ্গাইলের মানচিত্র ১৪২
মানচিত্র ৩: পাথরাইলের মানচিত্র ১৪৩

ছবির তালিকা

ছবি-১: তাঁতে কর্মরত একজন তাঁতশিল্পী ১৪৪
ছবি-২: টাঙ্গাইলের ঐতিহ্যবাহী হ্যান্ডলুম ১৪৪
ছবি-৩: সাক্ষাৎকাররত অবস্থায় গবেষক ১৪৫
ছবি-৪: সাক্ষাৎকাররত অবস্থায় উত্তরদাতার সাথে গবেষক ১৪৫
ছবি-৫: হ্যান্ডলুম ব্যবহার করে শাড়ি বুনছেন এক তাঁতি ১৪৬
ছবি-৬: গবেষকের সাথে একজন উত্তরদাতা ১৪৬
ছবি-৭: এভাবেই দিনরাত হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটেন তাঁতশিল্পীরা ১৪৭
ছবি-৮: বুননরত অবস্থায় এক তাঁতি ১৪৭
ছবি-৯: শাড়ি বুনছেন এক তাঁতশিল্পী ১৪৮
ছবি-১০: শাড়ি বুননরত এক তাঁতশিল্পী ১৪৮
ছবি-১১: শাড়ি বুননরত অন্য এক তাঁতশিল্পী ১৪৯
ছবি-১২: তাঁতীদের উৎপাদিত শাড়ি ১৪৯
ছবি-১৩: শাড়ি বুননরত অন্য এক তাঁতশিল্পী ১৫০
ছবি-১৪: শাড়ি বুননরত অন্য এক তাঁতশিল্পী ১৫০
ছবি-১৫: শাড়ি বুননরত অন্য এক তাঁতশিল্পী ১৫১
ছবি-১৬: শাড়ি বুননরত অন্য এক তাঁতশিল্পী ১৫১
ছবি-১৭: নয়নাভিরাম রঙের টাঙ্গাইলের শাড়ি ১৫২
ছবি-১৮: টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ি বুননের সুতো ১৫২

অধ্যায় এক

ভূমিকা

অধ্যায় এক

ভূমিকা

১.১ ভূমিকা

টাঙ্গাইলের তাঁতশিল্প বাংলাদেশের শিল্পগত ঐতিহ্যের সর্ববৃহৎ সম্ভার। ঐতিহাসিককালের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিকে ধারণ করে আপন প্রতিভায় সমুজ্জ্বল নিপুণ কারিগরদের নিখুঁত বুননে পরিপাটি হয় এখানকার প্রতিটি তাঁতপণ্য। যা দেশ বিদেশে দ্যূতি ছড়িয়ে বাঙালি নারীর কাঙ্খিত পোশাকের তালিকায় টাঙ্গাইলের তাঁতেরশাড়িকে বর্তমান অবধি এক অন্যতম ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী অবস্থানে ধরে রেখেছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, যুগ যুগ ধরে উপেক্ষিত ও অবহেলিতই থেকে যাচ্ছে এই সমৃদ্ধ শিল্পের উৎপাদনের কারিগরেরা অর্থাৎ 'তাঁতি সম্প্রদায়'। জীবন যুদ্ধে পরাজিত হয়ে কিংবা কেউ কেউ উন্নত জীবনের নেশায় এই ঐতিহ্যবাহী পেশা ছেড়ে ভিন্ন পেশা বেছে নিচ্ছে।

তাঁত শিল্পের মানোন্নয়নে বিগত ১৯৭২ সাল থেকেই বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁতের উন্নয়নে ছিলেন গভীরভাবে আগ্রহী[1]। অবশ্য তখন সমবায় সমিতি, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। কিন্তু এ প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ তেমন সফল না হওয়ায় লক্ষ্য অর্জনে ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। দেশের লক্ষ লক্ষ গরীব ও নিঃস্ব তাঁত শিল্পীদের স্ব-পেশায় নিয়োজিত রেখে তাঁদের নিয়মিত প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সেবা সরবরাহের ব্যবস্থা করে, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান ও আধুনিক লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করা এবং উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রীর সুষ্ঠু বাজারজাতকরণে সহায়তা দান ও তাঁদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রদত্ত গুরুত্বানুসারে ১৯৭৭ সালে ৬৩ নং অধ্যাদেশ বলে বাংলাদেশ হ্যান্ডলুম বোর্ড (বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড) গঠিত হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে ২০১৩ সনের ৬৪ নং আইন অনুসারে Bangladesh Handloom Board Ordinance,1977 রহিতকরে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড পুনর্গঠিত হয়।

বাংলাদেশের সামাজিক গবেষণায় গ্রামীন তাঁতশিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকেরা তুলনামূলকভাবে অন্যান্য পেশাজীবিদের চেয়ে কম গুরুত্ব পেয়েছে। গ্রামীন জনপদে বসবাসকারী তাঁতিদের নিয়ে রচিত গ্রন্থ,

[1]মাসিক ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদন, জানুয়ারি ২০১৬, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড।

প্রবন্ধ ও গবেষণার অপ্রতুলতা এবং বিবিধ সমস্যায় এ বিষয়ে গবেষণা চ্যালেঞ্জিং হলেও টাঙ্গাইলের তাঁতিদের পেশাগত ঝুঁকি এবং পেশা পরিবর্তনের প্রবণতা যাচাই এবং মূল্যায়নের লক্ষ্যেআমার এই গবেষণা কর্মটি পরিচালিত হয়েছে। অত্র "টাঙ্গাইলের তাঁতশিল্প শ্রমিকদের পেশাগত ঝুঁকি ও পেশা পরিবর্তনের সম্ভাবনা"শীর্ষক গবেষণায় এর কারণ ও প্রকৃত চিত্র তুলে আনার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

১.২ গবেষণা সমস্যার প্রেক্ষাপট

সমসাময়িককালে বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশের গ্রামীন সমাজ এবং এর উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তন ও বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। "টাঙ্গাইলের তাঁতশিল্প শ্রমিকদের পেশাগত ঝুঁকি ও পেশা পরিবর্তনের সম্ভাবনা" শীর্ষক গবেষণায় তাঁতি সমাজ তথা তাঁতিদের পেশাগত ঝুঁকি ও পেশা পরিবর্তনের নেপথ্যের কারণ অনুসন্ধানে গভীরভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা একান্ত অপরিহার্য। যে কোন সমাজ ব্যবস্থায় তার স্থিতি ও বিকাশের ধারক হচ্ছে তার প্রয়োজনসমূহ। সামাজিক ক্রিয়া ব্যবস্থায় কোন সমাজের মৌলিক প্রয়োজনসমূহ পরিবর্তিত হলে তার বিভিন্ন সামাজিক বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন দেখা যায়। আলোচ্য সমস্যায় এক্ষেত্রে তাঁতিদের ক্রিয়াশীল সমাজ তাঁদেরকে ক্রমেই পেশাগত ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিচ্ছে এবং পেশা পরিবর্তনের দিকে ধাবিত করছে।

বাংলাদেশের একটি বিরাট সম্ভাবনাময় শিল্প হচ্ছে তাঁতশিল্প। দেশের অনেক জেলায় এ তাঁতশিল্প গড়ে উঠেছে। আবহমান কাল থেকে তাঁতি সমাজ তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে দেশের কাপড়ের চাহিদা মিটিয়ে আসছে। দেশের চাহিদা মেটানোর পরেও বিদেশে আমাদের তাঁতজাত কাপড় রফতানি হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে ঢাকাই মসলিন, অধুনা জামদানী সারা বিশ্বে সুপরিচিত।

দেশের মোট কাপড়ের চাহিদার শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ যোগান দিচ্ছে তাঁতশিল্প। ৫০ লাখ লোক সরাসরি তাঁত শিল্পের সাথে জড়িত রয়েছে। এক হিসেব মতে দেখা গেছে আগের তুলনায় এ শিল্পের সাথে জড়িত লোকদের সংখ্যা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। তথাপিও একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এ শিল্পের সাথে এখনো ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে। বর্তমানে বিশ্বায়নের যুগে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁতশিল্প টিকে থাকতে না পারলে তাঁতি পরিবারের ছেলে মেয়েদের কর্মসংস্থানের, জীবিকা নির্বাহের কি ব্যবস্থা হবে সে প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠতে পারে। তাঁরা কি সহজে অন্য পেশা গ্রহণ করতে পারবে? নাকি কর্মসংস্থানহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁদেরকে বেকার হয়ে যেতে হবে? নানা প্রতিকুলতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এ সমাজ টিকে থাকতে পারছে না, তাই

এ পেশা ছেড়ে অনেক তাঁতি অন্য পেশায় যোগ দিচ্ছে বা বেকার হয়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ তাঁদের ঐতিহ্যবাহী পেশাকে কোন মতে আঁকড়ে রয়েছে। অতীতের ঘটনার দিকে আলোকপাত করলে দেখা যায়, কুটির শিল্প হিসেবে হস্তচালিত তাঁতশিল্প বৃটিশ পূর্বকালে কেবল দেশেই নয়, বহির্বাণিজ্যেও বিশেষ স্থান দখল করেছিল। বংশ পরম্পরায় দক্ষতা অর্জনের মধ্য দিয়ে বয়ন উৎকর্ষতায় এ দেশে তাঁতিরা সৃষ্টি করেছিল এক অনন্য স্থান। কিন্তু ব্রিটিশ আমলে অসম করারোপ, তাঁত ব্যবহারের উপর আরোপিত নানা বিধি নিষেধ, বৃটিশ বস্ত্রের জন্য বাজার সৃষ্টির নানা অপকৌশলের কাছে তাঁতি সমাজ তাঁদের ঐতিহ্য ধরে রাখতে পারেনি।

ক্রমান্বয়ে তাঁত শিল্পে সংকট ঘনীভূত হতে থাকে। স্বাধীনতার পরও সে সংকটের তেমন কোন সুরাহা হয়নি। বাজার অর্থনীতিসম্প্রসারণ তাঁতিদের সমস্যা আরো জটিল করে তুলেছে। বর্তমানে মুক্ত বাজার অর্থনীতির আড়ালে হচ্ছে পরোক্ষ আগ্রাসন। নানা ধরণ, নানা রং, নানা ডিজাইনের কাপড়ের অবাধ প্রবেশের ফলে বাজার চলে গেছে সনাতনী তাঁতিদের প্রতিকূলে। মুদ্রা অর্থনীতির প্রসারের ফলে দেখা দিয়েছে পুঁজি সংকট। সে সুযোগে মহাজনের কাছ সেবাদাসে পরিণত হয়েছে অধিকাংশ প্রান্তিক তাঁতি ও তাঁত মালিক। সুতা, রং রসায়নের জন্য মহাজনের কাছে বাধ্য হয়ে বাধা পড়তে হচ্ছে তাঁতিদের। মহাজন ও পাইকারের পাতা জালে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ধরা দিতে হচ্ছে তাঁদেরকে।[2]

উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তন, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, মনমানসিকতা ও চাহিদার পরিবর্তন, ভিন্ন পেশায় সাফল্য প্রভৃতি বিষয়গুলো প্রতিনিয়তই তাঁতি সমাজের ঐতিহ্যবাহী পেশাকে চ্যালেঞ্জ করে নতুন পেশায় আগ্রহী এবং বাধ্য করে তুলছে। এছাড়াও এ শিল্পে ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জাম ও কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি ও দুষ্প্রাপ্যতা মানুষের রুচিবোধের পরিবর্তন ও বাজার সংকোচন, মনোবৃত্তিক স্থবিরতা এবং পৃষ্ঠপোষকতার অভাবের কারণে তাতিদের পেশাগত ঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পেশা পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে প্রকট করে তুলছে।

[2] তাঁত শিল্পের অতীত ও বর্তমান অবস্থা, মিজান রহমান

১.৩ গবেষণার যৌক্তিকতা

একজন গবেষকের জন্য গবেষণা কার্যক্রমে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে গবেষণার সমস্যা নির্বাচন করা। গবেষণা সমস্যা বলতে বুঝায় মূলত গবেষণার বিষয় অর্থাৎ এমন একটি বিষয় যে ব্যাপারে জনমনে ব্যাপক প্রশ্ন রয়েছে এবং তার উত্তর সন্ধান সামাজিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে বিবেচিত। সাধারণত গবেষক এমন একটি বিষয় গবেষণার জন্য নির্বাচন করেন যার থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত কোন না কোন পর্যায়ে সমাজের ব্যাপক জনগোষ্ঠীর কল্যাণে আসতে পারে।

এক্ষেত্রে নির্বাচিত গবেষণার বিষয় হচ্ছে "টাঙ্গাইলের তাঁতশিল্প শ্রমিকদের পেশাগত ঝুঁকি এবং পেশা পরিবর্তনের সম্ভাবনা"। বাংলাদেশের গ্রামীন সমাজে কৃষির পাশাপাশি বিভিন্ন অকৃষিজ এবং ঐতিহ্যবাহী পেশা সুদীর্ঘকালের। আর এসব পেশাগুলোর মধ্যে তাঁতশিল্প অন্যতম। বহুকালপূর্ব থেকেই তাঁত বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিকশিত হয়েছিল। এক্ষেত্রে টাঙ্গাইলের তাঁতিদের হাতে এটি ভিন্নমাত্রা পেয়েছিল। যে কারণে টাঙ্গাইলের তাঁতিদের তৈরি কাপড়ের সুনাম ছিল দেশজুড়ে যা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতায় আবৃত হলেও এখন পর্যন্ত জৌলুস হারায়নি এবং যা ভবিষ্যতেও স্বীয় গৌরব ও ঐতিহ্য ধরে রাখতে বদ্পরিকর। কিন্তু সাম্প্রতিককালে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ ও মানুষের রুচিবোধের পরিবর্তন এবং অন্যান্য বহুবিধ কারণে তাঁতশিল্প শ্রমিকদের পেশাগত ঝুঁকির মাত্রা বেড়ে গেছে এবং ক্রমান্বয়ে তাঁদের মধ্যে পেশা পরিবর্তনের সম্ভাবনা তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। তাই এ সম্পর্কে নানাদিক অনুসন্ধান এবং বিশ্লেষণের কথা বিবেচনা করে বর্তমান বিষয়টি গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে তাঁত শিল্পের ভূমিকা অপরিসীম। হস্তচালিত তাঁতে বছরে প্রায় ৭০ কোটি মিটার বস্ত্র উৎপাদিত হয় যা অভ্যন্তরীণ চাহিদার প্রায় ৪০ ভাগ মিটিয়ে থাকে। এ শিল্প থেকে মূল্য সংযোজন করের পরিমাণ প্রায় ১৫০০.০০ কোটি টাকা। বাংলাদেশের হস্তচালিত তাঁতশিল্প এদেশের সর্ববৃহৎ কুটির শিল্প। সরকার কর্তৃক সম্পাদিত তাঁতশুমারি ২০০৩ অনুযায়ী দেশে বর্তমানে ৫ লক্ষাধিক হস্তচালিত তাঁত রয়েছে তন্মধ্যে সিংহভাগই রয়েছে টাঙ্গাইল জেলাতে। মহিলাদের অংশগ্রহণসহ গ্রামীনকর্মসংস্থানের দিক থেকে এর স্থান কৃষির পরে দ্বিতীয় বৃহত্তম। দেশের প্রায় ১৫ লক্ষ লোক পেশার ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ শিল্পের সাথে জড়িত।

তাঁতশিল্প বাংলাদেশের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী ও সমৃদ্ধশালী শিল্প। আর টাঙ্গাইলে এ পেশাটি উল্লেখযোগ্য মাত্রায় উৎকর্ষ লাভ করেছে। এক্ষেত্রে টাঙ্গাইলের তাঁতশিল্পের প্রাণকেন্দ্র দেলদুয়ার উপজেলার পাথরাইল এবং নলশোধা গ্রামকে গবেষণার কাজে বেছে নেওয়া হয়েছে। এখানে পরিচালিত নিবিড় গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বাংলাদেশের তাঁতশিল্প এবং তাঁতিদের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

এই গবেষণার মাধ্যমে তাঁতিদের পেশাগত ঝুঁকি নিরূপণ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এর ফলে ঝুঁকি প্রতিরোধ এবং মোকাবেলায় পদক্ষেপ নেওয়া সহজ হবে। এই গবেষণার কর্মটির মাধ্যমে গ্রামীন তাঁতিদের মধ্যকার পেশা পরিবর্তনের সম্ভাবনা ও প্রবণতা, পেশা পরিবর্তনের কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। এছাড়াও পেশা পরিবর্তনকারী তাঁতশিল্প শ্রমিকদের পরিবর্তিত পেশা সম্পর্কে জানা সহজ হবে।

এছাড়াও বাংলাদেশের গ্রামীন সমাজের সামাজিক স্থিতিশীলতা রক্ষা, সুষ্ঠু উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ এবং মানব সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁতিদের মত ক্ষুদ্র পেশাজীবীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, অবস্থান, বিবর্তন, পরিবর্তন প্রভৃতি অধ্যয়ন ও গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়াও তাঁতিদের পেশা পরিবর্তনের ফলাফল ও প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে পরিবর্তনকে পরিকল্পিত ও কল্যাণমুখী করার জন্য এ সম্পর্কে গবেষণার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

১.৪ গবেষণার উদ্দেশ্য

গবেষণার উদ্দেশ্য মূলত নির্ভর করে গবেষণার প্রকৃতি ও বিষয়বস্তুর উপর। এই প্রেক্ষিতে বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

- ✓ তাঁতশিল্প সম্পর্কে জানা, টাঙ্গাইলে তাঁতশিল্পের বিস্তার, বর্তমান প্রেক্ষিতে তাঁতশিল্পের প্রয়োজনীয়তা, তাঁতশিল্পের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যতে এ শিল্পের পরিণতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।
- ✓ তাঁতশিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি ও তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, তাঁদের সংস্কৃতি ও অন্যান্য কর্মকান্ড সম্পর্কে জানা।

Dhaka University Institutional Repository

- ✓ তাঁতশিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের পেশাগত ঝুঁকির অতীত-বর্তমান বিশ্লেষণ, ঝুঁকি বৃদ্ধির কারণ এবং পেশা পরিবর্তনের সম্ভাবনা যাচাই করা।
- ✓ টাঙ্গাইলের তাঁতিদের ক্রমবর্ধমান পেশাগত ঝুঁকি এবং সর্বোপরি পেশা পরিবর্তনের সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে পেশা পরিবর্তনের কারণ, ফলাফল এবং পেশা পরিবর্তনের হার নির্ধারণ ও বিশ্লেষণ এই সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার মূল উদ্দেশ্য।

এছাড়াও গবেষণা পরিচালিত গ্রামগুলোর আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে তাঁতিদের অবস্থান এবং পেশা পরিবর্তনকারী তাঁতিদের বিকল্প পেশাসমূহ স্বল্পপরিসরে এই গবেষণায় অনুসন্ধানের প্রয়াস নেয়া হবে।

১.৫ গবেষণায় ব্যবহৃত প্রত্যয়সমূহের ধারণাগত সংজ্ঞা

গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে এর মধ্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রত্যয় সংজ্ঞায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যাবশ্যক কাজ। এটি গবেষণা সমস্যার যথার্থকরণের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ। "টাঙ্গাইলের তাঁতশিল্প শ্রমিকদের পেশাগত ঝুঁকি এবং পেশা পরিবর্তনের সম্ভাবনা" "নামক গবেষণা শিরোনামে প্রত্যয় সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হলো তাঁতশিল্প, তাঁতি, পেশাগত ঝুঁকি, পেশা পরিবর্তন প্রভৃতি। নিম্নে এগুলো সংজ্ঞায়িত করা হলোঃ

১.৫.১ তাঁত

তাঁত হচ্ছে এক ধরণের যন্ত্র যা দিয়ে তুলা বা তুলা হতে উৎপন্ন সুতা থেকে কাপড় বানানো যায়। তাঁত বিভন্ন রকমের হতে পারে। খুব ছোট আকারের হাতে বহনযোগ্য তাঁত থেকে শুরু করে বিশাল আকৃতির স্থির তাঁত দেখা যায়। আধুনিক বস্ত্র কারখানা গুলোতে স্বয়ংক্রিয় তাঁত ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

সাধারণত তাঁত নামক যন্ত্রটিতে সুতা কুণ্ডলী আকারে টানটান করে ঢুকিয়ে দেয়া থাকে। লম্বালম্বি সুতাগুলিকে টানা এবং আড়াআড়ি সুতাগুলিকে পোড়েন বলা হয়। যখন তাঁত চালু করা হয় তখন নির্দিষ্ট সাজ অনুসারে সুতা টেনে নেয়া হয় এবং সেলাই করা হয়। তাঁতের আকার এবং এর ভেতরের কলা কৌশল বিভিন্ন রকমের হতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

১.৫.২ তাঁতশিল্প

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী ও গ্রামীন শিল্পগুলোর মধ্যে তাঁতশিল্প অন্যতম।এটি হচ্ছে এক ধরণের বুনন শিল্প। এতে হস্তচালিত যন্ত্রের মাধ্যমে কাপড় তৈরি করা হয়। এ শিল্পটি বাংলাদেশের গ্রামীন ঐতিহ্যবাহী কুটির শিল্প। বাংলাদেশের টাঙ্গাইল, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, কক্সবাজার, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী প্রভৃতি জেলায় এই পেশার বিকাশ ও উৎকর্ষ লক্ষ্য করা যায়।

১.৫.৩ তাঁতি

"তাঁত বোনা"শব্দটি এসেছে "তন্তু বয়ন"থেকে। তাঁত বোনা যার পেশা সে হল তন্তুবায় বা তাঁতি। আর এই তাঁতের উপর যারা বিশেষ কৌশল প্রয়োগ করে তাঁদেরকে ফেব্রিক ইঞ্জিনিয়ার বলা হয়। তাঁতি বলতে সাধারণত তাঁতশিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদেরকে বুঝানো হয়। গ্রামীন ঐতিহ্যবাহী পেশাজীবীদের মধ্যে বংশগতভাবে যারা তাঁতশিল্পে কর্মরত তাঁরাই মূলত তাঁতি হিসেবে বিবেচিত। তবে কেউ কেউ বংশগত ছাড়াও এই পেশায় আসতে পারে। তাঁতশিল্প শ্রমিক তথা তাঁতিদের মধ্যে একটি বৃহৎ অংশই সমাজের নিম্নবিত্ত পেশাজীবী শ্রেণী যারা সবসময়ই কোন না কোনভাবে অপরের দ্বারা শোষিত হয়ে থাকে।

১.৫.৪ পেশাগত ঝুঁকি

পেশাগত ঝুঁকি বলতে মূলত কোন পেশার অনিশ্চয়তাকে বুঝায়। যার ফলে ঐ পেশার প্রতি পেশাজীবীদের আস্থাহীনতা দেখা দেয়। এক্ষেত্রে পেশাজীবিরা ঐ পেশার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দিহান থাকেন।

১.৫.৫ পেশা পরিবর্তন

পেশা পরিবর্তন বলতে সাধারণত এক পেশা ত্যাগ করে অন্য পেশা গ্রহণকে বুঝানো হয়। মানুষ তার সুযোগ সুবিধা ও পারিপার্শ্বিকতার বিচারে তার পেশা গ্রহণ এবং পরিবর্তন করে থাকে। আমার আলোচ্য গবেষণায় টাঙ্গাইলের গ্রামীনদরিদ্র তাঁতিদের পেশা পরিবর্তন নিয়ে আলোচনার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে

অধ্যায় দুই

প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা

অধ্যায় দুই

প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা

সাহিত্য পর্যালোচনা যে কোন গবেষণার ক্ষেত্রেই একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। কেননা এর মাধ্যমেই কোন গবেষণার বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রচলিত ধারনার সাথে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ সম্বলিত বাস্তব তথ্য পাওয়া যায়। তাই আমাদের অত্র "টাঙ্গাইলের তাঁতশিল্প শ্রমিকদের পেশাগত ঝুঁকি ও পেশা পরিবর্তনের সম্ভাবনা" শীর্ষক গবেষণা ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তাঁতশিল্প বাংলাদেশের প্রাচীনতম ঐতিহ্যের অন্যতম ভান্ডার। বাংলাদেশের গ্রামীন কর্মসংস্থানের এই সমৃদ্ধ জায়গাটি বর্তমানে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতায় আবৃত হয়ে চরম হুমকির সম্মুখীন। বিভিন্ন গবেষক ও সমাজবিজ্ঞানীদের গবেষণা ও প্রবন্ধে এ বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে। বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্পের বর্তমান অবস্থা ও সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে তাঁতশিল্পের প্রয়োজনীয়তা, এ পেশায় ঝুঁকি ও নিয়োজিত শ্রমিকদের পেশা পরিবর্তনের সম্ভাবনা এবং ফলাফল বিভিন্ন জ্ঞানগর্ভ গবেষণার সারবস্তু হিসেবে বিভিন্ন গবেষকের গবেষণাকর্মে ফুটে উঠেছে।

বয়ন শিল্প সম্ভবত মানব সভ্যতার মতো পুরনো। বাংলাদেশ এই প্রাচীন শিল্পের অনেক শাখায় গর্বিতভাবে দাবি করতে পারে, যেগুলো সর্বাধিক জনপ্রিয়। এক্ষেত্রেসর্বাধিক জনপ্রিয় জামদানি, যা ঢাকাই মসলিন বা মুল-মুলের একটি জনপ্রিয় বৈচিত্র্য ধারণ করে।[3] বছরের পর বছর ধরে, তাঁতিরা তাঁদের আরও শৈলীশালী ও জ্যামিতিক নকশা তৈরি করে সরলীকরণ করে আসছে। হ্যান্ডলুম পণ্যগুলি রপ্তানি বাজারে ১৯৭২ সাল থেকে অব্যাহতভাবে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখিয়েছে এবং বাংলাদেশি হ্যান্ডলুম পণ্যগুলি তাঁদের অনন্য নকশা এবং উচ্চতর মানের কারণে বিদেশের বাজারে নিজেদের জন্য একটি আবেদন তৈরি করেছে[4]। হাতলুম শিল্প এখনও বাংলাদেশের টেক্সটাইল শিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, দেশটির অর্থনীতিতে এটি বড় ভূমিকা রাখছে। হ্যান্ডলুম শিল্প হচ্ছে আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় হস্তশিল্প, এটি কৃষির পর গ্রামাঞ্চলের দ্বিতীয় বৃহত্তম কর্মসংস্থানের উৎস। যদিও গত ১৫

[3]Zohir, I. S. (1996): "An Assessment of Industrial Policy in Bangladesh": What Policies are We Talking About? February.

[4]Asian Development Bank (ADB) 2002, '"Strategic Issues and potential Response- Small and medium Enterprise Development and export expansion"', Yearly Report, Research, Asian Development Bank, ADB, Dhaka.

Dhaka University Institutional Repository

বছরে এই সেক্টরে কর্মসংস্থানের সুযোগ হ্রাস পেয়েছে, তবে এই ক্ষেত্রটি এখনও গ্রামীন এলাকায় প্রায় ১০ মিলিয়ন বিভিন্ন বয়সী লোকের কর্মসংস্থান দিচ্ছে।[5]

নূরুদ্দিন চৌধুরী তাঁর (১৯৮৯) লেখায় হ্যান্ডলুম শিল্পের অসম প্রবৃদ্ধি, কাঠামোগত সমন্বয় এবং অর্থনৈতিক গতিশীলতা তুলে ধরেন।[6] তাঁর পত্রিকায় তিনি দেখিয়েছেন যে, প্রধানত বাংলাদেশের গ্রামীন শিল্পের প্রতিক্রিয়া, চূড়ান্ত হস্তক্ষেপ, ব্যাপক দারিদ্র্য এবং উল্লেখযোগ্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং অবকাঠামোর অনুকুলে অর্থনৈতিক উদারীকরণ ও নির্দিষ্ট মাত্রার বিনিয়োগ প্রভৃতির কারণে হস্তশিল্প যান্ত্রিক শিল্পে রূপান্তরিত হচ্ছে।

জাফরুল্লাহ (১৯৯৯) বাংলাদেশে হ্যান্ডলুম বয়ন শিল্প প্রযুক্তিগত দক্ষতা অনুমান করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে বাংলাদেশের হ্যান্ডলুম শিল্পের কারিগরদের কারিগরি দক্ষতার অভাব রয়েছে।[7] এক্ষেত্রে মাত্র ৪১% কারিগর দক্ষএবং তাঁদের প্রযুক্তিগত দক্ষতায়ও পুরুষ ও মহিলা শ্রম অনুপাতে পার্থক্য রয়েছে। রহমান (২০১৩) বাংলাদেশের পাবনা জেলার হ্যান্ডলুম বয়ন শিল্পের সম্ভাবনার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন।[8] এই গবেষণায় তিনি পাবনা জেলার হ্যান্ডলুম শিল্পকর্মের বর্তমান অবস্থাটি বোঝার জন্য সমস্ত অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত বিষয়গুলি চিহ্নিত করেছেন। গবেষণায় দেখা যায় যে, কার্যকরী মূলধনের অভাব, কাঁচামালের উচ্চমূল্য, শ্রমিক সংগঠনের অভাব, অপর্যাপ্ত প্রযুক্তি এবং দক্ষতা, নীতিমালার অভাব, পর্যাপ্ত দক্ষতা ও জ্ঞানের অভাব, বিদ্যুৎ সরবরাহের অপর্যাপ্ততা এবং ঋণ সুবিধার অভাব এই এলাকার হ্যান্ডলুমের প্রধান বৈশিষ্ট্য। খন্দকার এবং সোনোবে (২০১১) উন্নয়নশীল দেশগুলিতে পারিবারিক-ভিত্তিক প্রথাগত মাইক্রো ইকোনমিক্সের প্রজেক্টের উন্নয়ন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করেন।[9]ইসলাম এবং অন্যরা (২০১৩) কুষ্টিয়া জেলা কুমারখালী উপজেলার হ্যান্ডলুম বয়ন

[5]Zohir, I. S. (1996): "An Assessment of Industrial Policy in Bangladesh": What Policies are We Talking About? February.

[6]Chowdhury, N 1989, 'Bangladesh's Handloom Economy in Transition: A Case of Unequal Growth, Structural Adjustment and Economic Mobility Amid Laissez-Fair Markets: A Synthesis ', Special Issue on The Handloom Economy of Bangladesh in Transition, vol XVII, no. 1 & 2, pp. 1-22.

[7]Jaforulla, M. 1999. Production Technology, Elasticity of Substitution and Technical Efficiency of the Handloom Textile Industry of Bangladesh. Applied Economics, 31(4), 437-442.

[8]Rahman, M.M. 2013. *"Prospects of HandloomIndustries in Pabna, Bangladesh."* Global Journal of Management and Business Research Interdisciplinary, vol. 13, Issue -5, version -1.0, Year -2013.

[9]Khondoker,A. M and Sonobe, T. 2011, Determinants of Small Enterprises' Performance in Developing Countries: A Bangladesh Case, The National Graudate Institute For Policy Studies (GRIPS), Tokyo, Japan, January 2011.Online at https://mpra.ub.uni-muenchen.de/44006/ MPRA Paper No. 44006, posted 27 January 2013 00:27 UTC.

Dhaka University Institutional Repository

ইউনিটগুলির খরচ এবং সুবিধার বিশ্লেষণ করেন।[10] খরচ-সুবিধার বিশ্লেষণে দেখা যায় যে হ্যান্ডলুম বয়ন কার্যকলাপ তুলনামূলকভাবে লাভজনক। এক্ষেত্রে বৃহৎ ইউনিটগুলোর তুলনায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি ইউনিটগুলোর লভ্যাংশের পরিমাণ কম এবং এগুলো তুলনামূলকভাবে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। এগুলো অধিকাংশই প্রতিকূলতা মোকাবেলা করতে না পেরে ব্যবসা গুটিয়ে ফেলে এবং সেই সাথে সেখানে কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত পরিবর্তন ত্বরান্বিত হয়।

তাহসিনা ফেরদৌস (২০১৪) বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি থানার তাঁতশিল্প অধ্যুষিত এলাকা কান্দিপাড়া গ্রামের তাঁতি সম্প্রদায়ের উপর তাঁর গবেষণাকর্ম পরিচালিত করেছেন।[11] তিনি দেখিয়েছেন যে,তাঁতি পরিবারের নারী ও পুরুষ সকলেই তাঁত উৎপাদনসহ সংশ্লিষ্ট সকল কার্যপ্রক্রিয়ার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁতি পরিবারের নারীরা তাঁদের দৈনন্দিন গৃহস্থালি কাজের পাশাপাশি তাঁতশিল্প সংশ্লিষ্ট কাজে নিয়োজিত থাকে। একই সাথে এক চুলায় ভাত রান্না করতে এবং অপর চুলায় সুতার ববিন সিদ্ধ করার দৃশ্য এখানে নৈমিত্তিক। কিন্তু এক্ষেত্রে পুরুষের কাজের যে রকম আর্থিক কার্য হিসেবে স্বীকৃতি থাকে, সে রকম নারীদের কাজের আর্থিক কার্য হিসেবে স্বীকৃতি থাকে না। বরং তাঁদের কাজকে ঘর গৃহস্থালির কাজ হিসেবেই মনে করা হয়। এক্ষেত্রেতাঁতি সম্প্রদায়ের মধ্যকার নারীদের কাজের অস্বীকৃতি ও তাঁদের প্রতি ক্রমাগত অবহেলা ও শোষণের চিত্র বিশেষভাবে প্রতীয়মান হয়, ফলে সমাজে নারীদের কোন সামাজিক অবস্থান প্রতিষ্ঠিত হয় না এবং তাঁরা অবৈতনিক গৃহশ্রমিক হিসেবেই প্রজন্ম পরম্পরায় কাজ করে যাচ্ছে।

গবেষণায় দেখা যায়, বাংলাদেশের গ্রামীন তাঁতশিল্প শ্রমিকদের স্বল্প মজুরি,স্বল্প আয় তাঁদেরকে দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দেয় এবং দারিদ্র্য এখানে বিভিন্ন রকম দাম্পত্য কলহ এবং পারিবারিক বিশৃঙ্খলা তৈরির মাধ্যমে তাঁতশিল্প শ্রমিকদের ঐতিহ্যবাহী পেশাকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলে। এখানে তাঁতশিল্প শ্রমিকেরা পারিবারিকভাবেই তাঁদের পৈত্রিক পেশায় নিয়োজিত থাকলেও বিভিন্ন কারণে বর্তমানে অনেকেই অন্যান্য পেশায় জড়িয়ে পড়ছেন। এক্ষেত্রে তাঁদের পরিবারের শিক্ষিত সদস্যদের পছন্দের পেশা হচ্ছে চাকুরী।

---

[10]Islam, M. K. and Hossain, M. E. 2013, Cost-Benefit Analysis of Handloom Weaving Industry in Kumarkhali Upazila of Kushtia District, Bangladesh, Development Compilation, Vol. 09, No. 01, pp 63-72.

[11] Ferdous, Tahsina. 2014. "House hold politics, the market and subordination : A study of weaver community in Bangladesh." M.Phil thesis, Department of Anthropology, University of Dhaka.

ব্যানার্জি এবং অন্যরা (২০১৪) তাঁদের গবেষণায় বাংলাদেশ থেকে তাঁতশিল্প শ্রমিকদের ব্যাপকভাবে ভারতে অভিবাসনের চিত্র তুলে ধরেছেন।[12] তাঁরা বাংলাদেশের টাঙ্গাইল জেলার ঐতিহ্যবাহী তাঁতি সম্প্রদায়ের উপর তাঁদের গবেষণাকর্ম পরিচালনা করেছেন। তাঁদের গবেষণা এলাকায় নলশোধা একটি গ্রাম, যেখানে একসময় প্রায় ৩২০০টি হিন্দু তাঁতি পরিবার বসবাস করত, কিন্তু বর্তমানে দেখা যায় সেখানে মাত্র ২২টি পরিবার টিকে আছে। আর অন্যান্যরা বিভিন্ন সময় নিজ এলাকা ছেড়ে অন্য কোথাও অভিবাসনে চলে গেছে। এদের মধ্যে বেশিরভাগই ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের বর্ধমান জেলায় অভিবাসিত হয়েছে।

টাঙ্গাইলের তাঁতশিল্প শ্রমিকেরা মারাত্মকভাবে ঝুঁকির মধ্যে অবস্থান করছে এবং যার ফলে তাঁরা অভিবাসিত হচ্ছে বা ঐতিহ্যবাহী পেশা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এখানে তাঁতি সম্প্রদায়ের সদস্য সংখ্যা দিন দিন আশংকাজনকভাবে কমে যাচ্ছে। কারণ হিসেবে এখানে উঠে এসেছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি, সরকারি ঋণ সহায়তার অভাব, অপর্যাপ্ত পরিবহন ব্যবস্থা, নিরাপত্তাহীনতা, ভারতে পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা প্রভৃতি বিষয়গুলো। বিশেষ করে এখানকার তাঁতিরা বেশিরভাগই নিরাপত্তার বিষয়ে শংকিত থাকে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও বিভিন্ন কারণে তারা তাঁদের ব্যক্তিগত ও পরিবারিক নিরাপত্তার পাশাপাশি সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতাও চরমভাবে অনুভব করে থাকে। আর এর প্রেক্ষিতে বিপুল সংখ্যক তাঁতি ভারতে চলে যাচ্ছে।যার ফলে এই ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্প ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এর ফলে এশিল্পের পন্য উৎপাদনের বিভিন্ন কলা-কৌশল অন্য দেশের হস্তগত হচ্ছে। পাশাপাশি কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধির কারণেতাঁরা টিকে থাকতে হিমশিম খাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকার প্রদত্ত ঋণ ও অন্যান্য সুবিধা বহুবিধ জটিল প্রক্রিয়ার এবং দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় এবং পক্ষান্তরে ভারতে তুলনামূলক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা বেশি থাকায় এখানকার তাঁতিরা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে চলে যেতে প্রবৃত্ত হচ্ছে। যেমন ভারতে "টাঙ্গাইল কো-অপারেটিভ সোসাইটি" নামক একটি সংস্থা অভিবাসী তাঁতিদের তাঁতশিল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা দিচ্ছে।

[12]Banarjee, Subrata. Mujib, Md. Moniruzzaman. and Sharmin, Sumona. 2014. "Status of Handloom Workers and causes of their Migration : A Study in Handloom Industry of Tangail District, Bangladesh." Research on Huminities and Social Sciences. International Knowledge sharing platform. 4(22).ISSN 2225-0484.

Dhaka University Institutional Repository

রহমান (২০০৬) ঢাকার মিরপুর বেনারশী পল্লীতে তাঁর গবেষণাকর্ম পরিচালিত করেছেন।[13] গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের পেশাগত নিরাপত্তাহীনতা উদ্বেগজনক হিসেবে পরিগনিত হচ্ছে এবং তাঁদের পেশা পরিবর্তনের সম্ভাবনা ক্রমেই তীব্রতর হচ্ছে। মিরপুর বেনারশী পল্লীর শ্রমিকেরা প্রতিনিয়তই বিভিন্ন ভাবে অবহেলিত ও সমস্যাসংকুল ভাবে জীবন যাপন করছে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, সেখানে শ্রমিকদের কাজের সুষ্ঠু পরিবেশের অভাব চরম পর্যায়ে রয়েছে। শ্রমিকেরা বিভিন্ন ধরণের স্বাস্থ্যগত সমস্যায় পতিত হচ্ছে। তাঁতশিল্প শ্রমিকেরা তাঁদের ক্রেতাদের রুচিবোধের পরিবর্তন সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা না থাকার কারণে দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা তৈরি হচ্ছে। তবে ফোকাস দল আলোচনার মাধ্যমে বেনারশী পল্লীর আরও কিছু অন্তর্নিহিত সমস্যাউঠে এসেছে। যেমন- কাঁচামালের উচ্চমূল্য, বেনারশীর চাহিদা হ্রাস, ডিজাইনগত সমস্যা, শ্রমিকদের উপযুক্ত ও নিয়মিত মজুরি প্রদান না করা, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সমস্যা, আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ করতে না পারা, প্রচার ও প্রসারের অপর্যাপ্ততা, মানুষের রুচিবোধের পরিবর্তন, সরকারি ও বেসরকারি সহযোগিতার অপর্যাপ্ততা প্রভৃতি কারণে বেনারশী পল্লীর তাঁতিগণ ঝুঁকির মধ্যে অবস্থান করছে এবং তাঁরা অনেকেই পেশা পরিবর্তনের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

ঘোষ এবং আক্তার (২০০৫) বাংলাদেশের তাঁতি, তাঁতবোর্ড, রপ্তানিকারক, খুচরা ও পাইকারি বিক্রেতা এবং বেসরকারি সংস্থা এই পাঁচ ধরণের তাঁতশিল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উপর তাঁদের গবেষণা পরিচালনা করেছেন।[14] গবেষণায় বাংলাদেশের তাঁতশিল্পের বর্তমান অবস্থা ও সীমাবদ্ধতা বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। এখানে তাঁতিরা সঠিক সময়ে ও ন্যায্য মূল্যে মানসম্মত কাঁচামালের সরবরাহ পায় না, তাঁতশিল্প উন্নয়নে সরকারি সহযোগিতা অপর্যাপ্ত ও অকার্যকর, তাঁতিদের পর্যাপ্ত দক্ষতার অভাব, সমসাময়িক প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে না পারা, নিরাপত্তাহীনতা, পর্যাপ্ত তাঁতি সংগঠন না থাকা, বিপননের ক্ষেত্রে সমস্যা, পাওয়ার লুমের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকতে না পারা প্রভৃতি কারণে ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্প শ্রমিকেরা হুমকির সম্মুখীন। তবে বাংলাদেশের তাঁতশিল্প উৎপাদন দেশে তাঁতপণ্যের চাহিদা মিটাতে সক্ষম। এক্ষেত্রে অবৈধভাবে ভারতীয় শাড়ির প্রবেশ রোধ করতে পারলে তা বাংলাদেশি তাঁতশিল্প পণ্যের বাজার ধরে রাখতে সহায়ক হবে।

---

[13]Rahman, A.S.M Atiqur. 2006. "A study on production of Benarashi in Benarashi palli : Prospects of Developing Women Entrepreneurs." Democracywatch, 7 circuit house road, Dhaka -1000.

[14]Ghosh, Santu Kumar. and Akter, Md. Shahriar. 2005. "Handloom Industry on the way of Extinction : An Empirical study over the pre-domonant factors." Brac University Journal, Vol. II, No. 2, 2005. Pp. 1-12.

খান (২০১৩) তাঁর গবেষণায় বলেছেন, প্রাচীনকাল থেকেই তাঁতশিল্প বাংলাদেশের সবচেয়ে বৃহত্তম এবং গুরুত্বপূর্ণ কুটিরশিল্প।[15] বাংলাদেশের গ্রামীণ উন্নয়নে এর অবদান অনস্বীকার্য। বিশ্বব্যাপী 'গ্রীন টেকনোলজি' ব্যবহারের ক্ষেত্রে এ শিল্প অনন্য উদাহরণ হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। তাঁতশিল্পে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে। তবে তাঁর গবেষণায় তাঁতশিল্পের প্রসারে বেশকিছু প্রতিবন্ধকতার বিষয় উঠে এসেছে। যেমন-পর্যাপ্তমূলধনের অভাব,দক্ষ শ্রমিকের অভাব, সুতা, রং তথা কাঁচামালের উচ্চমূল্য, ডিজাইনগত সমস্যা, বাজারজাতকরণের সমস্যা, ভারতীয় পণ্যের আমদানি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সমস্যা প্রভৃতির কারণে বাংলাদেশে এ শিল্প ব্যাহত হচ্ছে এবং তাঁতশিল্পের অগ্রগতি বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। এর ফলে এ শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের পেশাগত ঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তাঁদের পেশা পরিবর্তনের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে।

জাহান ও জাহান (২০১৬) সালে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্পের তিনটি জনপ্রিয় তাঁতপণ্য বেনারশী, জামদানি ও লুঙ্গি উৎপাদনের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা এবং এ পেশায় বিরাজমান সমস্যা অনুসন্ধানে তাঁদের গবেষণা পরিচালিত করেন।[16] তাঁদের গবেষণায় দেখা যায়, বেনারশী, জামদানি এবং লুঙ্গি মুনাফা প্রবণ শিল্প হলেও বাংলাদেশের এসব ঐতিহ্যবাহী কুটির ও হস্তশিল্পের অগ্রযাত্রার ক্ষেত্রে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন- কাঁচামালের উচ্চমূল্য, মূলধণের অপর্যাপ্ততা, পর্যাপ্ত ঋণ সুবিধা না থাকা, ঋণের উপর উচ্চ সুদের হার, আধুনিক প্রযুক্তির অভাব, পর্যাপ্ত প্রশিক্ষনের অভাব, সরকারি সহযোগিতার অভাব, নারী শ্রমিকদের প্রতি বৈষম্য প্রভৃতি। এ সকল সীমাবদ্ধতার কারণে ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্প শ্রমিকেরা পেশাগত ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এছাড়াও তাঁতশিল্প শ্রমিকদের অপর্যাপ্ত বেতন কাঠামো তাঁদেরকে এ পেশার প্রতি আস্থাহীন করে তুলেছে। তিনি তাঁর গবেষণায় তাঁতশিল্প শ্রমিকদের মাসিক বেতনের অসামঞ্জস্যতা তুলে ধরেছেন। তাঁতশিল্প শ্রমিকদের কম বেতনের কারণে তাঁরা তাঁদের সন্তানদেরকে এ পেশায় আনতে আগ্রহী হচ্ছেন না এবং তাঁরা নতুন পেশার দিকে ধাবিত হচ্ছেন।

'শক্তিশালী তাঁত খাত' গড়ার ভিশন এবং 'তাঁতীদের প্রশিক্ষনের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, চলতি মূলধণ যোগান, গুণগত মানসম্মত তাঁত বস্ত্র উৎপাদন এবং বাজারজাতকরনের সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে

[15]Khan, Ashraful Momin. 2013. "Role of Handloom Board to Generate Employment in rural Area : A Study of Enaitpur Thana in Sirajgonj." Institute of Governance Studies , BRAC University, dhaka.
[16]Jahan, Nusrat. and Jahan, Israt. 2016. " Comparative Economic Profitability and Problems of Handloom Products of Bangladesh : A study on Handloom Weavers of Benarashi , Jamdani and Lungi." The Cost and Management , ISSN 1817-5090, Vol. 44, Nov-Oct 2016.

তাঁতীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন' এর মিশন নিয়ে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড এগিয়ে যাচ্ছে।[17] দেশব্যাপী তাঁতশিল্প অধ্যুষিত এলাকায় ৩১টি বেসিক সেন্টার, ১টি তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষন ইনস্টিটিউট, ১টি তাঁত প্রশিক্ষন উপকেন্দ্র, ২টি তাঁত প্রশিক্ষন কেন্দ্র, ১টি বস্ত্র প্রক্রিয়াজাতকরন কেন্দ্র, ৩টি টেক্সটাইল ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার, ২টি সার্ভিসেস এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেন্টারের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশে তাঁতশিল্প উন্নয়নে তাঁত বোর্ড কাজ করে যাচ্ছে।

তাঁতীদের বন্ধ তাঁতসমূহ চালু করার নিমিত্তে চলতি মূলধণ সরবরাহের লক্ষ্যে ৫০.১৫৬ কোটি টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে "তাঁতীদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী (সংশোধিত)" শীর্ষক একটি প্রকল্প জুলাই ১৯৯৮ থেকে ৩০ জুন ২০০৬ পর্যন্ত সময়ে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ শেষ হলেও আমদানিকৃত লভ্যাংশের অর্থ দিয়ে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও তাঁতশিল্প পণ্য রপ্তানিতে বিশেষ অবদান রাখার স্বীকৃতি সরূপ জানুয়ারি ২০১৬ তে ৮টি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড হতে "কান্ট্রি অব অরিজিন" সনদপত্র প্রদান করা হয়।তাঁতীদের স্বার্থ রক্ষার নিমিত্তে সারা দেশে মোট ১৩১৭টি প্রাথমিক, ৫৬টি মাধ্যমিক এবং ১টি জাতীয় তাঁতী সমিতি গঠন করা হয়েছে। তাছাড়াও বাংলাদেশের তাঁতশিল্পের উন্নয়নে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই সম্ভাবনাময় ঐতিহ্যবাহী শিল্পখাতকে আধুনিকায়নের মাধ্যমে টিকিয়ে রেখে জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

তাঁতশুমারি (২০০৬) অনুযায়ী বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ গ্রামীন শিল্প হিসেবে তাঁতশিল্প কৃষির পরেই দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রামীন কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র এবং জাতীয় কর্মসংস্থানের হিসেবে এর অবস্থান কৃষি ও গার্মেন্টস শিল্পের পরেই অর্থাৎ তৃতীয় স্থানে রয়েছে।[18] বাংলাদেশে মোট হস্তচালিত তাঁতের সংখ্যা ৫,০৫,৫৫৬ টি। এর মধ্যে চালু আছে ৩,১১,৮৫১ টি এবং বন্ধ তাঁতের সংখ্যা ১,৯৩,৭০৫ টি। দেশে মোট তাঁত ইউনিট রয়েছে ১,৮৩,৫১২ টি। দেশের অভ্যন্তরীণ বস্ত্র চাহিদার ৪০% তাঁতশিল্প যোগান দিয়ে থাকে। এর বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৬৮.৭০ কোটি মিটার। এর মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ ১,২২৭.০০ কোটি টাকারও বেশি। তাঁতশিল্পের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে প্রায় ১৫ লক্ষ লোক নিয়োজিত আছে। মোট কথা বাংলাদেশের গ্রামীন তথা সার্বিক উন্নয়নে তাঁতশিল্পের কোন বিকল্প নাই।

---

[17] মাসিক ব্যবস্থাপনা তথ্য প্রতিবেদন-বাতাঁবো.(জানু-২০১৬)

[18] তাঁত শুমারী –২০০৩

Dhaka University Institutional Repository

অর্থবাণিজ্য (২০১৭) পত্রিকার প্রতিবেদনে বলা হয়, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা, সুতা ও কাঁচা মাল, পুঁজির অভাব এবং চোরা পথে আসা ভারতীয় নিম্ন মানের (রঙ্গ-চঙ্গা) কাপড়ের সাথে প্রতিযোগিতা টিকতে না পেরে একের পর এক তাঁতশিল্প বন্ধ হয়ে গেছে।[19] হাতে গোনা কয়েকজন যারা এ শিল্পকে আঁকড়ে ধরে আছে তাঁদের বাপ দাদার পুরনো পেশা হিসাবে আর কত দিন লোকসান গুনবে এই দুশ্চিন্তায় প্রহর গুনছে তাঁরা। তারই একটি শিল্প দিনাজপুরের চিরিরবন্দর উপজেলার রাণীর বন্দরে ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্প। যা আজ বিলুপ্তির পথে।

যায় যায় দিন (২০১৬) এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়, যন্ত্রচালিত মেশিনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে না থাকতে পেরে বিলুপ্তির পথে নরসিংদী জেলার ঐতিহ্যবাহী হস্তচালিত তাঁতশিল্প।[20] রং, সুতাসহ তাঁতশিল্পের কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি ও বাজারে তাঁতের তৈরি লুঙ্গি, গামছা ও শাড়ীর চাহিদা কমে যাওয়ায়, কমে গেছে এ শিল্পের কদর। তাই তাঁতীদের অনেকেই ছেড়ে দিচ্ছেন বাপ-দাদার রেখে যাওয়া এ পেশা। আর যারা এখনো এ পেশাকে ধরে রেখেছেন তারা পরিবার পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। পর্যাপ্ত পুঁজি, কাঁচামাল ও মূলধনের যোগান তথা সরকারি পৃষ্ঠ পোষকতার অভাবে টিকতে না পেরে রাণীরবন্দরের তাঁতিরা পেশা বদল করেই চলছে।

বিডিনিউজ২৪ পত্রিকায় প্রকাশিত খবর অনুযায়ী জানা যায়, টাঙ্গাইলের হ্যান্ডলুম শাড়ির উৎপাদনকারী টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলার বালা রামপুর এলাকার হ্যান্ডলুমের কমপক্ষে পাঁচ হাজার ইউনিট বন্ধ রয়েছে চার মাসে।[21]

যুগান্তর (২০১৬) এর একটি রিপোর্টে দেখা যায়, কুষ্টিয়ার তাঁত শ্রমিকরা চরম দুর্দিনে রয়েছেন।[22] অর্থনৈতিক সংকট, কাঁচামালের অভাবও নানা প্রতিকূলতার কারণে এককালের প্রসিদ্ধ তাঁত শিল্প এখন বিলুপ্ত হতে চলেছে। এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত কয়েক হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে অন্য পেশায় জড়িয়ে পড়েছে। ক্রমাগত লোকসান, প্রয়োজনীয় পুঁজি, সুষ্ঠু নীতিমালার অভাব, চোরাই পথে আসা ভারতীয় কাপড়ের ছড়াছড়ি আর দফায় দফায় কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধির কারণে চরম দুর্দিন চলছে তাঁত শ্রমিকদের। কাপড়ের রং, কেমিক্যাল ও সুতার মূল্যবৃদ্ধির কারণে তাঁতের তৈরি কাপড়ের উৎপাদন

[19] অর্থবাণিজ্য, ৯ আগস্ট, ২০১৭

[20] যায়যায় দিন, ৮ অক্টোবর, ২০১৬।

[21] bdnews24.com.২০০৬-০৮-০৮.*"5,000 handlooms closed in Tangail as input prices rise"*

[22] যুগান্তর, ১০ জুন, ২০১৬।

Dhaka University Institutional Repository

খরচ বেড়েছে। মেশিনের তৈরি নানাবিধ পণ্যসামগ্রী বাজারে আসায় দেশিয় তৈরি কাপড়ের চাহিদা একেবারেই কমে গেছে। ফলে একরকম দুর্বিসহ জীবন যাপন করছেন এই পেশার সঙ্গে জড়িত শ্রমিকরা। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবদি টাকুর-টুকুর শব্দে মুখর হয়ে থাকত যে তাঁত পল্লীগুলো এখন আর সেখানে তাঁতের কর্মমুখরতা নেই। কালের বিবর্তনে সেখানে এখন নৈঃশব্দের আবাদ। মাঝে মাঝে কয়েকটি তাঁতকল চললেও আগের মতো আর তাদের তাঁতে সুর ওঠেনা। ঠিকমতো সংসার চলেনা। পেটের দায়ে পূর্বপুরুষের এই পেশা ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন তাঁতিরা।

বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন-এর সূত্রমতে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, যেমন- ইউরোপ, আমেরিকার বিভিন্ন দেশ, জাপান, সৌদিআরব, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যসহ পশ্চিম বাংলায় টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ির ব্যাপক কদর থাকলেও এ শাড়ি আন্তর্জাতিক বাজারে মার খাচ্ছে নানা কারণে[23]-

(১) দামের জন্য (কাঁচামালের সরবরাহের সহজলভ্যতা না থাকা, কাঁচামালসহ তাঁত মেশিনের বিভিন্ন যন্ত্রাংশের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে টাঙ্গাইল শাড়ি উৎপাদন খরচ বেশি পড়ে যায়)।

(২) ভারতীয় শাড়ির আগ্রাসন (সেখানে কাঁচামালের সহজলভ্যতা ও সূতার স্বল্প মূল্যের জন্য টাঙ্গাইল তাঁতের শাড়ির চেয়ে ভারতের শাড়ি দামে সস্তা হয়ে থাকে বিধায় অনেক ক্রেতাই সে দিকে ঝুঁকে পড়েছে)।

(৩) টাঙ্গাইল শাড়ি বিপণন ব্যবস্থাটি মহাজনি চক্রের হাতে বন্দি, ফলে বিপণন ব্যবস্থা সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত হচ্ছে না।

এ ছাড়া দেশ ভাগ, পাকিস্তান-ভারত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধের পর টাঙ্গাইল ছেড়ে ভারতে চলে যাওয়া বসাক তাঁতিরা সেখানে টাঙ্গাইল শাড়ির কারিকুলামে যে শাড়ি তৈরি করছে তা টাঙ্গাইল শাড়ির নাম ভাঙিয়ে বিশ্ববাজার দখলের চেষ্টা চালাচ্ছেন। তবে এতো প্রতিকূলতার পরেও টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ি তার হারানো বাজার পুনরুদ্ধারে সক্ষম হচ্ছে।

সাজেদ রহমান (২০১৫) তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন,দেশের পুরনো মোমিননগর তাঁত সমবায় সমিতি অনেক সমস্যার মধ্যে পড়েছে।[24] এর মধ্যে অন্যতম হলো ভারতীয় শাড়ি। ১৯৭৫-৭৬ সাল থেকে এদেশ ভারতীয় কাপড়ের একচ্ছত্র বাজারে পরিণত হয়। চোরাপথে আসা ওই সব কাপড়ের দাম কম থাকায় মানুষ ওই কাপড় কেনার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। ফলে তাঁতের কাপড় বিক্রি কমে যায়। এ ছাড়া

[23] বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন

[24] সাজেদ রহমান (২০১৫), 'উদ্যোগ: মোমিন নগরের তাঁত শিল্প'।

তাঁত শ্রমিকদের মজুরি অত্যন্ত কম। যে কারণে তাঁরা পেশা পরিবর্তন করে অন্য পেশায় চলে গেছে। ফলে তাঁতশিল্পে দক্ষ তাঁতির অভাব দেখা দিয়েছে। এতে করে তাঁতের উৎপাদনও কমে গেছে। পুঁজির অভাব, সুতার অত্যধিক দাম এবং বোনা শাড়ির কম দামের কারণে অনেকেতাঁত বোনা ছেড়ে দিচ্ছেন।

বণিক বার্তা (২০১৬) এর এক রিপোর্টে বলা হয়,নরসিংদী জেলার ঐতিহ্যবাহী হস্তচালিত তাঁত শিল্পের অবস্থা খুবই করুণ।[25] যন্ত্রচালিত তাঁতের সঙ্গে টিকতে না পেরে বিলুপ্তির পথে শিল্পটি। যে কয়েকজন এ পেশাকে আঁকড়ে ধরে আছেন, তাঁদের যুদ্ধ করতে হচ্ছে উচ্চমূল্যের কাঁচামাল আর কমতির দিকে থাকা চাহিদার সঙ্গে। এসব কারণে অনেকেই ছেড়ে দিচ্ছেন পূর্ব পুরুষের রেখে যাওয়া পেশাটি। যারা এখনো টিকে আছেন, মানবেতর জীবন কাটাতে হচ্ছে তাঁদের।

বাংলা ট্রিবিউন (২০১৭) এর এক রিপোর্টে দেখানো হয়, নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষ্যা পাড়ের জামদানি পল্লী বিপন্ন হতে বসেছে।[26] পুঁজির অভাবে পেশা ছাড়ছেন তাঁতিরা।তাঁতিরা বলছেন, কম দামে ভারতীয় শাড়ি পাওয়া যায় বলে বেশি দাম দিয়ে জামদানি শাড়ি কিনতে চান না গ্রাহকরা। এছাড়া এ শিল্পে নেই দক্ষ কারিগর, শাড়ি তৈরির কাঁচামালের দামও অনেক বেড়ে গেছে। এসব কারণে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছেন না তাঁতিরা।

তাঁতিদের জন্য সরকার অল্প সুদে ও সহজ শর্তে ঋণ দেওয়ার নির্দেশনা দিলেও ঋণ পাওয়া যায় না। সরকারি ব্যাংক থেকে ঋণ না পাওয়ায় স্থানীয় এনজিওগুলোর কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে লগ্নি করতে হয়।

কালের কণ্ঠ (২০১৭) এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়, জামদানির সেই জৌলুস আর চাহিদা আগের মতো নেইআর এত পরিশ্রমের জামদানির দামও তেমন মেলে না।[27] ফলে সংসার চালাতে এর পাশাপাশি কৃষিকাজের সঙ্গেও যুক্ত হচ্ছেন তাঁতিরা।

দৈনিক সংগ্রাম(২০১৪) এ প্রকাশিত তাঁতশিল্পেধস এবং তাঁত শিল্পীদের পেশা বদলানো সম্পর্কিত এক রিপোর্টে দেখা যায় কুমারখালীর তাঁত শিল্পের করুণ অবস্থা।[28] কুমারখালী বস্ত্র শিল্পের জন্য প্রশিদ্ধ একটি স্থান। এখনকার তৈরি কাপড় বিক্রি হচ্ছে বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি জেলাতে। এ ছাড়াও

[25] বণিক বার্তা, "বিলুপ্তির পথে নরসিংদীর ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্প" অক্টোবর ১৭, ২০১৬

[26] বাংলা ট্রিবিউন, অক্টোবর ০৩ , ২০১৭

[27] কালের কণ্ঠ, ১২ জুলাই, ২০১৭

[28] দৈনিক সংগ্রাম, ১৬মার্চ,২০১৪

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববাজারেও রফতানি করা হচ্ছে। সমগ্র বাংলাদেশে এমনকি বিশ্ববাজারেও ছড়িয়ে আছে এখানকার তৈরি কাপড়ের সুনাম। এখানকার একাধিক বস্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠান অর্জন করেছে আন্তর্জাতিক পুরস্কার। এখানকার বস্ত্রের সুনাম সমগ্র বাংলাদেশ ও বিশ্ববাজারে থাকলেও বস্ত্র তৈরির এ সমস্ত কারিগর আজ চরম দুঃখ দুরদশার মধ্যে জীবনযাপন করছে বদলাতে হচ্ছে তাদের পৈত্রিক পেশা।

বণিক বার্তা (২০১৭) এর আরেকটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, নারায়ণগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী জামদানি শিল্পের কারখানার পরিচালনা পদ্ধতি দক্ষ কারিগর ও পুঁজির অভাবে ব্যাহত হচ্ছে।[29] আবার পূর্বের তুলনায় রেশম সুতা থেকে শুরু করে জামদানি তৈরির অন্যান্য অপরিহার্য উপকরণগুলোর দাম বাড়ায় শাড়ি তৈরিতে হিমসিম খাচ্ছেন তাঁতিরা। অনেক দক্ষ কারিগর প্রত্যাশামাফিক ন্যায্য মজুরি না পেয়ে পেশা পরিবর্তন করছেন। এ ছাড়া এ শিল্পের উদ্যোক্তারা ব্যাংকগুলো থেকে চাইলেও সহজে ঋণ পাচ্ছেন না। আর এনজিওগুলোর কাছ থেকে ঋণ পাওয়া গেলেও তার জন্য সুদ পরিশোধ করতে হয় উচ্চহারে। ফলে একদিক থেকে মূলধন, অন্যদিক থেকে দক্ষ কারিগরের অভাবে জামদানি বুনন কারখানাগুলোর একের পর এক তাঁত বন্ধ হয়ে পড়ছে।একসময়ের অনেক দক্ষ জামদানি কারিগর এখন পেশা পরিবর্তন করে অটোরিকশা চালাচ্ছেন। কারণ সপ্তাহব্যাপী কাজ করে তাঁরা যে পারিশ্রমিক পেতেন, তা দিয়ে সংসার চালানো প্রায় অসম্ভব। এ কারণে তাঁরা পেশা পরিবর্তনে বাধ্য হয়েছেন। সারা দেশজুড়েই তাঁত শিল্পীদের পেশা ব্যাপক ঝুঁকির মুখে।

বণিক বার্তা (২০১৪)–এ "সাতক্ষীরায় নলতা তাঁতিপল্লীর দুর্দিন" শীর্ষক রিপোর্টে বলা হয়, এক সময় সাতক্ষীরার নলতা গ্রামের অধিকাংশ পরিবারই নির্ভর ছিল তাঁতশিল্পের ওপর।[30] ১০-১২ হাজার হাতে টানা তাঁতের খটখট শব্দে মুখরিত হয়ে থাকত পুরো গ্রাম। কিন্তু কালের আবর্তে সেই নলতা গ্রামে এখন আর তাঁতে কাপড় বুনার তেমন ব্যস্ততা নেই। বর্তমানে পুরো গ্রামে কোনো রকমে টিকে থাকা ১০০ থেকে ১৫০ হাতে টানা সচল তাঁতযন্ত্রের দেখা মিলবে। সংশ্লিষ্টরা জানান, এ শিল্পের কাঁচামালের দাম যে হারে বেড়েছে, সে অনুপাতে উৎপাদিত পণ্যের দাম না পাওয়ায় তাঁতি পরিবারগুলো উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে। এ গ্রামের হাজার হাজার তাঁতি পরিবার এখন পেশা পরিবর্তন করে অন্যান্য কাজে জড়িয়ে পড়ছে। বর্তমানে নলতায় যেসব তাঁত সচল আছে সেগুলোও বন্ধ হওয়ার উপক্রম।

---

[29] *বণিক বার্তা,* ০৬ মে ২০১৭

[30] বণিক বার্তা, মে ৩১, ২০১৪

অধ্যায় তিন

গবেষনার ধারণাগত ও তাত্ত্বিক কাঠামো

অধ্যায় তিন

গবেষনার ধারণাগত ও তাত্ত্বিক কাঠামো

৩.১ গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো

সামাজিক গবেষণায় গবেষণার তাত্ত্বিক ভিত্তি ও কাঠামো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর মাধ্যমে সামাজিক প্রপঞ্চ সমূহকে সমাজতাত্ত্বিকদের প্রয়োগকৃত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও ধারায় বিশ্লেষণের সুযোগ পাওয়া যায়। গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো বিনির্মাণের উপরই কোন গবেষণার সফলতা ও প্রয়োগ নির্ভর করে। তাত্ত্বিক কাঠামো সাধারণত কোন গবেষণার বিষয়, উদ্দেশ্য ও ঘটনা প্রবাহের আলোকে নির্মিত হয়। আমার গবেষণা কর্মে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানীদের তত্ত্বের আলোকে বাংলাদেশের তাঁতশিল্প শ্রমিকদের পেশাগত ঝুঁকি ও পেশা পরিবর্তনের সম্ভাবনা এবং অন্যান্য দিক নির্ণয়ের চেষ্টা থাকবে।

সমাজবিজ্ঞানে তত্ত্ব বিন্যাসের ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞানী J.H. Turner তিনটি আঙ্গিক বা ধরণ ব্যাখ্যা করেছেন। যথাঃ

(ক) স্বতঃসিদ্ধমূলক বা Axoimatic format

(খ) কারণিক বা Causal format

(গ) শ্রেণীবিন্যাসমূলক বা Classificatory or Typological format (হাসান, ২০০৪)

এই গবেষণায় তত্ত্ব নির্মাণে ও তত্ত্ব অভীক্ষণে Causal format অর্থাৎ কারণিক আঙ্গিক ব্যবহার করে সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের আলোকে গবেষণার লক্ষ্য পূরণে Causal process format বা কারণিক আঙ্গিকে কার্যকারণগত সম্পর্কের ভিত্তিতে তত্ত্ব উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে। স্বতঃসিদ্ধমূলক আঙ্গিকের মতোই এখানে উপযুক্ত কার্যকরী সংজ্ঞায়নসহ বিমূর্ত এবং বাস্তব Concept থাকে। এখানে তাত্ত্বিক প্রস্তাবনাগুলো কার্যকারণিক সম্পর্কের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয় এবং কিভাবে স্বাধীন চলকগুলো অধীন চলক সমূহকে প্রভাবিত করে তা বর্ণনা করা হয়।

তাঁতশিল্প শ্রমিকেরা সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।তাঁদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিকও পেশাগত উৎকর্ষ অর্জন আমাদের জাতীয় স্বার্থে অত্যাবশ্যকীয়। কেননা একটি দেশের সামগ্রিক উন্নতির স্বার্থে তার সকল সদস্যদের সম উন্নয়ন প্রয়োজন। আর এক্ষেত্রে গবেষণালব্ধ তথ্য ও জ্ঞানের

Dhaka University Institutional Repository

ভিত্তিতে বাস্তব কাঠামো পর্যালোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের তাঁতশিল্প ও এ শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের উন্নয়নে সচেষ্ট হলে তা কার্যকরী ভুমিকা পালন করবে বলে ধারণা করা যায়। এই গভীর লক্ষ্যে আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে সর্বোচ্চ চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে অত্র সমাজ গবেষণায় প্রয়োগের প্রয়াস নেওয়া হবে।

বাংলাদেশের তাঁতশিল্প ও তাঁতশিল্প শ্রমিকদের সমষ্টিগত চিন্তা–চেতনা, প্রবণতা, অবকাঠামো ও রীতি–নীতিপ্রভৃতি মিলে এক পৃথক সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে যা বাংলাদেশের গ্রামীন শিল্প বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর এ সম্পর্কিত গবেষণার তাত্ত্বিক ভিত্তি বিনির্মাণে সমাজতাত্ত্বিকদের সম জাতীয় চলক সমূহের আলোকে বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া দৃষ্টিগোচরে রেখে আমাদের পদক্ষেপ নেওয়া জরুরী। আর এক্ষেত্রে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানীদের তত্ত্ব ও গবেষণা পর্যালোচনা করে প্রথমেই প্রখ্যাত ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী এমিল ডুর্খেইম এর শ্রম বিভাজন তত্ত্ব আলোচনা করা হলো।

৩.১.১ এমিল ডুর্খেইম –এর শ্রমবিভাজন তত্ত্ব

তাঁতশিল্প শ্রমিকদের পেশা পরিবর্তন সম্পর্কিত বর্তমান গবেষণাটি ডুর্খেইমের Division of Labor তত্ত্বের মাধ্যমেও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। "The Division of Labor in Society" তত্ত্বে ডুর্খেইম আলোচনা করেছেন যে, Division of Labor অর্থাৎ নির্দিষ্ট মানুষের জন্য নির্দিষ্ট কাজগুলি প্রতিষ্ঠা করা সমাজের জন্য দরকারী। কারণ এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যা কর্মীদের দক্ষতা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। যারা কাজ ভাগাভাগি করে, তাদের মধ্যে এটি feeling of solidarity বা সংহতির অনুভূতি তৈরি করে। কিন্তু ডুর্খেইম বলেন, Division of Labor অর্থনৈতিক স্বার্থের বাইরে চলে যায়: এ প্রক্রিয়াতে, এটি সমাজের মধ্যে সামাজিক ও নৈতিক Order স্থাপন করে। ডুর্খেইম মনে করেন, Division of Labor is in direct proportion to the moral density of a society. এই Density তিনটি উপায়ে ঘটতে পারে:

১। মানুষের আঞ্চলিক ঘনত্ব বৃদ্ধির মাধ্যমে;

২। শহরগুলির বৃদ্ধির মাধ্যমে; বা

৩। যোগাযোগ মাধ্যমের সংখ্যা এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে।

ডুর্খেইম বলেন, যখন এসবের যেকোন এক বা একাধিক ঘটনা ঘটে, তখন শ্রম বিভাজন শুরু হয়, এবং চাকরিগুলো আরো বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। একই সময়ে কাজগুলো আরো জটিল হয়ে ওঠে, এবং অর্থপূর্ণ অস্তিত্বের সংগ্রাম আরও কঠোর হয়ে যায়।

ডুর্খেইমের "The Division of Labor in Society" তত্ত্বে প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো আদিম এবং উন্নত সভ্যতাগুলির মধ্যে পার্থক্য এবং কিভাবে তারা Social Solidarity বা সামাজিক সংহতি অনুভব করে। ডুর্খেইমের মতে, সামাজিক সংহতি দুই ধরণের:

১। যান্ত্রিক সংহতি - Mechanical solidarity- এবং

২। জৈবিক সংহতি- Organic solidarity

যান্ত্রিক সংহতি সমাজের সাথে কোনও মধ্যস্থতাকারী ছাড়াই ব্যক্তির সংযোগ ঘটায়। অর্থাৎ, সমাজ সমষ্টিগতভাবে সংগঠিত হয় এবং দলের সকল সদস্যের কাজ এবং মূল বিশ্বাসের বিষয় একই। সমাজের সাথে ব্যক্তিগত এই সম্পর্ককে ডুর্খেইম বলেছেন 'collective consciousness' বা 'যৌথ চেতনা'। অন্যদিকে, জৈবিক সংহতির ক্ষেত্রে, সমাজ আরও জটিল, নির্দিষ্ট সম্পর্কের দ্বারা একত্রিত হওয়া বিভিন্ন ফাংশনের একটি সিস্টেম। এখানে প্রত্যেক ব্যক্তির অবশ্যই একটি স্বতন্ত্র কাজ এবং নিজস্ব ব্যক্তিত্ব থাকা উচিত। সমাজের অংশ আরও জটিল হয়ে ওঠার সাথে সাথে Individuality বা ব্যক্তিসত্ত্বাও জেগে ওঠে। এভাবে, সমাজ সুসংগতির দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আরও দক্ষ হয়ে ওঠে, তবে একই সাথে প্রতিটি অংশের আলাদা আলাদা গতি রয়েছে।ডুর্খেইমের মতে, একটি সমাজ যত আদিম, ততই এটি যান্ত্রিক সংহতির দ্বারা চিহ্নিত। যতই সমাজ অধিক উন্নত এবং সভ্য হয়ে ওঠে, সেইসব সমাজের সদস্যরা একে অপরের থেকে আলাদা হতে শুরু করে এবং তাদের পেশাও বিভিন্ন হতে শুরু করে। সমাজে যত বেশি শ্রম বিভাজন বিকশিত হয়, সামাজিক সংহতি তত বেশি জৈবিক হয়ে ওঠে।

তাঁতশিল্প শ্রমিকদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়, কোন একটা তাঁতশিল্প অধ্যুষিত এলাকায় একটা সময় প্রায় সবাই এই সংশ্লিষ্ট পেশায় জড়িত ছিলেন। কিন্তু সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়ন এবং ক্রমবর্ধমান সভ্যতার গতি প্রক্রিয়ার সাথে সাথে মানুষের পেশা আর সেই তাঁতশিল্প কেন্দ্রিক নেই। এখন মানুষ তাঁত সংশ্লিষ্ট পেশা ত্যাগ করে বিভিন্ন শ্রেণিপেশায় জড়িয়ে পড়ছেন। নগরায়ন বৃদ্ধির ফলে অনেকেই নগরে স্থানান্তরিত হচ্ছেন কাজের সন্ধানে আর বিশ্বায়নের ফলে সেই তাঁতশ্রমিকদেরই অনেকে এখন প্রবাসী শ্রমিক। রিকশা বা ভ্যান চালনা থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র বা মাঝারি ব্যবসা এবং অন্যান্য অনেক পেশা বেছে নিচ্ছেন অনেকেই। নির্দিষ্ট একটি পেশা ছেড়ে বিভিন্ন পেশায় জড়িয়ে পড়ার এই ঘটনা যান্ত্রিক সংহতিকে করে ফেলছে অনেকাংশেই জৈবিক। সমষ্টিগতভাবে সংগঠিত সমাজ এখন ক্রমশ স্বতন্ত্র ও জটিলতর সংগঠনে রূপ নিচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩.১.২ কার্ল মার্ক্স –এর শ্রেণিতত্ত্ব

বর্তমান গবেষণাকর্মটি কার্লমার্ক্সের শ্রেণিতত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। খুব সহজ ভাষায় শ্রেণি বলতে একই প্রণালীতে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে সমাজের এরূপ এক একটি অংশ হলো এক একটি শ্রেণি। সমাজের একাংশের শ্রমকে অপরাংশ যার মাধ্যমে আত্মসাৎ করতে পায় তাই হলো শ্রেণি। সমাজের একাংশ সমস্ত ভূমির মালিকানা ভোগ করলে করলে তারা হয় ভূস্বামী শ্রেণি ও সেই ভূমিতে কাজ করে ফসল উৎপাদনকারীরা হয় কৃষক শ্রেণি। যদি সমাজের একাংশ হয় কলকারখানা, শেয়ার এবং পুঁজির মালিক, আর অন্য একটা অংশ ওই সব কলকারখানায় কাজ করে, তাহলে তারা হয় যথাক্রমে পুঁজিপতি শ্রেণি এবং প্রলেতারিয়ান শ্রেণি অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণি। শ্রেণিগুলোর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হলো সামাজিক উৎপাদনে তাদে স্থান। অর্থাৎ শ্রেণি হচ্ছে বিশাল সংখ্যার একদল লোক যারা উৎপাদনের উপায়ের সংগে সম্পর্কিত, শ্রমের সামাজিক সংগঠন, সামাজিক সম্পদ প্রাপ্তির প্রণালী আর পরিমাণের দিক থেকে পৃথক। এক্ষেত্রে শোষকদল টাসংখ্যায় অল্প, শোষিতরা অধিকাংশ। এইযে একদল লোক শোষক, উৎপীড়ক এবং অন্যদল শোষিত ও উৎপীড়িতরূপে সৃষ্ট হয়, তাদের বলা হয় বৈরী শ্রেণি, কারণ তাদের স্বার্থ আপোষহীন। মার্ক্সের শ্রেণীতত্ত্বে বলা হয় যে, শ্রেণী ক্রমের মধ্যে একজন ব্যক্তির অবস্থান তার উৎপাদন প্রক্রিয়ার ভূমিকা দ্বারা নির্ধারিত হয়।

এই গবেষণাকর্মটি মার্ক্স এর বহুল আলোচিত শ্রেণিতত্ত্বের Capitalist Mode of Production এর আলোকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। Capital বলতে উৎপাদন সামগ্রী, কাঁচামাল, উৎপাদন কলাকৌশল, পরিকল্পনা ইত্যাদিকে বোঝায় যা Means of production হিসেবে খ্যাত। মার্ক্সের মতামত অনুযায়ী এই Means of production এর মালিকানার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে Capitalist Mode of Production। যারা এসব Means of production এর মালিকানায় থাকে তারা পুঁজিবাদী আর যারা ওসবের মালিকানায় থাকতে পারেনা বরং শুধু শ্রম বিক্রি করে জীবন চালায় তারা প্রলেটারিয়েট বা সর্বহারা শ্রেণি।

একটি তাঁতশিল্পের লুমমালিক তার অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে শিল্পের কাঁচামাল ক্রয় করে তার মূলধন নিয়োজিত কারখানায় নিয়ে আসেন। তিনি হলেন পুঁজিবাদী আর যেসব তাঁতশিল্প শ্রমিক সেখানে শ্রম ও মেধা দিয়ে ব্যবহার উপযোগি শাড়ি উৎপাদন করে, তারা শ্রমিক। এই শিল্পের কর্মচারীরা শ্রম বিক্রি করে কিছু টাকা পায় যা দিয়ে তারা তাদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, আর শিক্ষা-চিকিৎসার খরচ মেটায়। তবে তাদের প্রাপ্য টাকার পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। যদি তারা তাদের চাকুরী হারায় বা কাজ করা বন্ধ করে দেয়, তাহলে তারা তাদের খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান ইত্যাদি সংস্থানের ক্ষমতা হারাবে,

মার্ক্স এদের Proletariat বলেছেন। এর মূল কারণ তারা অধিকাংশই বংশগতভাবে এই পেশায় জড়িত এবং অন্যকোন কাজ শেখেনি বলে খুব সহজে অন্য পেশায় যেতেও পারবেনা। মার্ক্সীয় ধারনা অনুসারে তারা Means of production এর হাতিয়ার ও কলাকৌশল এর মালিকানা হারিয়েছে।

অতএব দেখা যাচ্ছে, Capitalist Mode of Production এর আলোকে তাঁত শিল্প শ্রমিকদের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো, এসব শ্রমজীবীরা Means of production নিয়ন্ত্রন করে না এবং নিজেদের বেঁচে থাকার জন্য আবশ্যকীয় দ্রবাদি উৎপাদন করে না।

দ্বিতীয়ত: শ্রমিকরা কেবলমাত্র পারিশ্রমিকের মাধ্যমেই তাদের জীবিকা নির্বাহ করে বা Means of production এ তারা প্রবেশাধিকার পায়। উৎপাদনকারী হিসেবে তারা একটি শাড়ির জন্য যতটুকু সময় ও পরিশ্রমের বিনিময়ে যে টাকা পায়, তা মধ্যস্বত্বভোগী বা খুচরা বিক্রেতার চেয়ে বহুলাংশেই কম এবং যারপরনাই অলাভজনক। এভাবে শ্রমিকেরা তাদের শ্রম সস্তায় বিক্রিতে বাধ্য হয়। অন্যথায় তাদেরকে জীবন জীবিকার আরো খারাপ অবস্থার মুখোমুখী হতে হতো।

তৃতীয়ত: তাঁতশিল্প শ্রমিক দেরকে যে পারিশ্রমিক দেওয়া হয় তা তাদের নিয়োজিত শ্রমঘন্টা এবং শ্রমমূল্যের চেয়ে বেশ কম। পুঁজির মালিকেরা শ্রমিকদের Surplus wage-কে তাদের নিয়োজিত পুঁজি (অর্থাৎ মেশিনারিজ, ভাড়া, প্রশাসন ইত্যাদির) মূল্য এবং লাভ হিসেবে ধরে রাখে। বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদের আধিপত্যের পিছনে Capitalism এর এই চালিকাশক্তি মূল কাজ করে। ফলে শ্রমিকের অধিক কর্মঘন্টা, কম মজুরি ইত্যাদির চাপ ক্রমাগত বাড়তে থাকে। উল্লেখিত অসংলগ্নতা একটা পর্যায়ে এসে শ্রমিকদের পেশা পরিবর্তনে প্রলোভিত করে।

৩.১.৩ কার্ল মার্ক্স–এর বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রত্যয়

এখানে আমি পাথরাইল ও নলশোধা গ্রাম দুটির তাঁতশিল্প শ্রমিকদের অবস্থাটি মার্ক্সের এলিয়েনেশন বা বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রত্যয়ের সাথে সম্পর্কিত করতে পারি। এলিয়েনেশন প্রত্যয়ে কার্ল মার্ক্স বলেছেন যে, মানুষ তাদের শ্রমজনিত কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রধানত প্রকৃতি এবং ইতিহাসে নিজেদেরকে সংজ্ঞায়িত করে।

দ্বিতীয়ত, শ্রম হলো মানুষের অস্তিত্বের উৎস, কারণ এটি খাদ্য, আশ্রয় এবং পোশাকের বন্দোবস্ত করে।

তৃতীয়ত, শ্রম হলো মানুষের আত্মসংজ্ঞা যার মাধ্যমে ব্যক্তি তাদের পরিস্থিতি, কার্যকলাপ ও অস্তিত্ব নিয়ন্ত্রণ করে।

মার্কস নিম্নলিখিত বিচ্ছিন্নতার উল্লেখ করেছেনঃ

1. উৎপাদিত পণ্য থেকে বিচ্ছেদ

2. উৎপাদনশীল কার্যকলাপ থেকে বিচ্ছেদ

3. মানব প্রজাতি থেকে বিচ্ছেদ

4. সহকর্মী মানুষের থেকে বিচ্ছেদ

উৎপাদিত পণ্য থেকে বিচ্ছিন্নতা: মার্কসের মতে, শ্রমিকরা উৎপাদন মালিক নয়; এটি পুঁজিবাদী বা মূলধন মালিকের মালিকানাধীন। তারা উৎপাদন করে, কিন্তু তাদের মালিকানার অধিকার নেই। তাই শ্রমিক সম্পূর্ণরূপে পণ্য থেকে বিচ্ছিন্ন। এই গবেষণায় অংশগ্রহণকারী প্রায় সবাই মালিকানাহীন শ্রমিক যারা মজুরির বিনিময়ে মালিকের তাঁতে কাজ করে। তাঁরা তাঁদের উৎপাদন সরঞ্জাম এবং উৎপাদিত পণ্য থেকে অনেকটাই আলাদা।

উৎপাদন কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্নতা: উৎপাদন কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্নতা পণ্য বিচ্ছিন্নতা থেকে আলাদা। মার্কস এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন সম্পর্ক ধারনাটির মাধ্যমে। এই শব্দটি ব্যক্তিগত এবং বহির্বিশ্বের মধ্যে সংযোগ বর্ণনা করার জন্য এবং মানবজাতির অস্তিত্ব এবং তাদের শ্রমের মাধ্যমে বহির্বিশ্বের সাথে সংযুক্ত করার উপায়টি উল্লেখ করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

মানব প্রজাতি থেকে বিচ্ছিন্নতা: মার্ক্স তৃতীয় ধরনের বিচ্ছিন্নতা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মানব প্রজাতি থেকে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতার কথা উল্লেখ করেছেন। মার্কস যুক্তি দেন যে, বিভিন্ন করণে মানুষ তাদের নিজস্ব প্রজাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

সহকর্মী মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্নতা: মার্কস দ্বারা সমর্থিত চতুর্থ প্রকারের বিচ্ছিন্নতা হলো সহকর্মী মানুষের থেকে বিচ্ছিন্নতা। এটা তখনই ঘটে যখন জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে ওঠে প্রতিযোগিতা এবং যখন সামাজিক সম্পর্কগুলো অর্থনৈতিক সম্পর্কে রূপান্তরিত হয়। এর দুটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থ আছে। প্রথম, যখন পুঁজিবাদ ব্যক্তিটিকে একে অপরের থেকে আলাদা করে ব্যক্তিগত লাভের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থ অনুসরণ করতে বাধ্য করে, তখন তারা একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় প্রবেশ করে। দ্বিতীয়ত, সমাজ যখন তাদের শ্রমলব্ধ পণ্যের অন্য ভোক্তা শ্রেণি তৈরি করে, তখন তাদের সহকর্মী মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়।

বিচ্ছিন্নতা প্রত্যয়টি বর্তমান গবেষণা এলাকার তাঁতি সম্প্রদায়ের শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আমার গবেষণা এলাকায় তাঁতি সম্প্রদায়ের সামাজিক শ্রেণী কাঠামোর ভিত্তিতে আমি প্রধান দুই শ্রেণির পরিবার লক্ষ্য করেছি। তারা:

Dhaka University Institutional Repository

১. মধ্যবিত্ত শ্রেণির পরিবার এবং

২. নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিবার

প্রতিটি পরিবারের পুরুষ সদস্যরা বিভিন্ন লুমে বুনন কাজের সাথে জড়িত। পুরুষদের শ্রম অর্থনৈতিক শ্রম হিসেবে এখানে স্বীকৃত হয়। নারীদেরকে বা শিশুদেরকে তাদের প্রায় সবাই এই শ্রমক্ষেত্রে আনতে অনাগ্রহী। পাথরাইল ও নলশোধা গ্রামের তাঁতি সম্প্রদায়ের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে উৎপাদন পণ্য থেকে বিচ্ছিন্নতা দেখা যায়। এই অবস্থা আমার গবেষণা এলাকার তাঁতশিল্প সম্প্রদায়ের উভয় শ্রেণীর পরিবারের মধ্যে বিদ্যমান। তারা পণ্য উৎপাদন করে, কিন্তু তাদের পণ্যের উপর কোন অধিকার নেই। সুতরাং আমরা বলতে পারি শ্রম উৎপাদনের বিচ্ছিন্নতার বিষয়টি এখানে পরিষ্কার।

দ্বিতীয় বিচ্ছিন্নতা তাঁতশিল্প শ্রমিকদের উৎপাদন কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্নতা। এই সম্প্রদায়ের শ্রমিকরা উৎপাদনশীল কার্যকলাপ থেকে বিচ্ছিন্ন, কারণ তাঁরা পণ্যগুলির মালিক নন। এছাড়াও বয়ন সামগ্রী, সুতা এবং যন্ত্রাদি ইত্যাদি থেকেও তারা অনেকাংশেই বিচ্ছিন্ন।

তৃতীয় বিচ্ছিন্নতা মানব প্রজাতি থেকে বিচ্ছিন্নতা। এই সম্প্রদায়ের শ্রমিকরা সারাদিনে এতো বেশি পরিশ্রম করে যে তারা নিজেকে সময় দেয়ার মতো সময়টুকু খুঁজে পায় না। উচ্চ কর্মঘন্টার ফলে তারা নিজস্ব প্রজাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

চতুর্থ প্রকারের বিচ্ছিন্নতা সহকর্মী মানুষের থেকে বিচ্ছিন্নতা এবং সামাজিক সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্নতা। তারা কিছু ক্ষেত্রে জীবন চালাতে বাধ্য হয়ে অক্লান্ত শ্রম সহ্য করে এবং দিনের অধিকাংশ সময় কাজের পেছনে ব্যয় করে। এইভাবে ধীরে ধীরে তারা তাদের স্বাভাবিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয় এবং সহকর্মী মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

বাংলাদেশের গ্রামকে ঘিরে ‘স্বনির্ভর গ্রাম-সমাজ’ ধারণা ও বাস্তবতা হাজার বছর ধরে টিকে ছিল। স্থবির আর অনড় ছিল তাঁর চারিত্রিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ ছিল বৃহত্তর এক সামাজিক মহাকল্লোল, যা অতীতের সব বৈশিষ্ট্য ভেঙে দিয়ে পরিবর্তনের গতিশীলতায় বাঁধল আমাদের গোটা গ্রাম-সমাজকে। একাত্তরের মহাকল্লোলে প্রতিটি ব্যক্তি পর্যায়ে ঘটে গেছে নীরব ‘ব্যক্তিত্বের বিপ্লব’। প্রথম পর্বে সংযোগ ঘটল গ্রাম-শহর, পরবর্তীতে তা শহর-বিদেশ, এ পথের ধারাবাহিকতায় গ্রাম-বিশ্ব ক্রমেই যেন একাকার হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতা-উত্তর চার দশকের বেশি সময় ধরে আমাদের গ্রাম-সমাজ সামাজিক গতিশীলতা ও পরিবর্তনের নানা প্রেক্ষাপটের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। এ প্রবন্ধে একজন সমাজতাত্ত্বিকের চোখে তাঁত শ্রমিকদের পেশাগত ঝুঁকি এবং পেশাগত

পরিবর্তনের সম্ভাবনা তুলে ধরতে গেলে সামাজিক গতিশীলতার বিষয়টি চলে আসবে। বিষয়টি কোনো অর্থেই সামগ্রিক বা সম্পূর্ণ চিত্র নয়। তবে বলা যেতে পারে, সময়ের খণ্ডচিত্র বা মূল পরিবর্তন কিংবা 'টার্নিং পয়েন্টের' যতিচিহ্ন। আমাদের সব সাফল্যের আর পরিবর্তনের নায়করা যথাক্রমে কৃষক, গার্মেন্টের নারী শ্রমিক, প্রবাসী শ্রমিক ও উদ্যোক্তা। রাজনৈতিক নীতিনির্ধারকদের অবদানকে কখনই তাই ছোট করে দেখা ঠিক হবে না। সময়ের মোড়ে মোড়ে প্রতিনিয়ত আরো যুক্ত হচ্ছে নতুন সব নায়ক। এদের প্রত্যেকের রয়েছে একা লড়াই করার মনোবল, কর্মোদ্যম, সৃজনশীল ও আকাশসমান স্বপ্ন নিয়ে এরা প্রত্যেকে নিজের ভাগ্যের সঙ্গে দেশের ভাগ্য বদলে দিচ্ছে একটু একটু করে। তৃণমূল এ মানুষগুলোর মনোভাব-মনোবল ও আকাশ-সমান স্বপ্নের অন্তর্বর্তী লাইনের মাঝেই বিদেশীদের 'উন্নয়ন প্যারাডক্স' এর সেই রহস্য লুকিয়ে আছে।

পরিশেষে বলা যায়, যে কোন গবেষণাকর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো বা ভিত্তি নির্মাণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা স্বার্থক ও ফলপ্রসূ গবেষণার পূর্বশর্ত। "টাঙ্গাইলের তাঁতশিল্প শ্রমিকদের পেশাগত ঝুঁকি ও পেশা পরিবর্তনের সম্ভাবনা" শীর্ষক গবেষণা কর্মটি বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী ও তাত্ত্বিকদের বাস্তবধর্মী তত্ত্বের আলোকে নির্মিত ও পরিচালিত হয়েছে।

অধ্যায় চার

গবেষণা পদ্ধতি

অধ্যায় চার

গবেষণা পদ্ধতি

প্রত্যেক সামাজিক গবেষণার ক্ষেত্রেই সামাজিক প্রপঞ্চ সঠিকভাবে বুঝা এবং বিশ্লেষণ করার জন্য কিছু পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়। আমার এই গবেষণা কর্মটি সম্পাদনের ক্ষেত্রেও কিছু পদ্ধতি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। গবেষণা কার্যক্রমে এক্ষেত্রে কেসস্টাডি, সাক্ষাৎকার-এ বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে। এছাড়াও গবেষণার প্রয়োজনে অন্যান্য পদ্ধতিও প্রয়োগ করা যেতে পারে।

বস্তুনিষ্ঠ ও ফলপ্রসূ গবেষণাকর্ম পরিচালনায় এক্ষেত্রে নির্ধারিত এলাকার তাঁতশিল্প শ্রমিকদের মধ্য থেকে নমুনায়নের ভিত্তিতে প্রশ্নপত্র ব্যবহার করে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হবে। এবং তাঁদের মতামতের প্রতিফলনই হবে গবেষণার সারবস্তু।

অত্র গবেষণায় এলাকা নির্বাচনের ক্ষেত্রে গবেষণা কর্মের প্রাসঙ্গিকতা ও বাস্তবতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এখানে তাঁতশিল্প শ্রমিক অধ্যুষিত টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার উপজেলার দুইটি গ্রামকে নির্বাচন করা হয়েছে।

৪.১ গবেষণা এলাকা

যেকোন গবেষণার জন্যই গবেষণার স্থান নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই গবেষণাতেও কিছু এলাকাকে নির্বাচন করা হয়েছে যেখানে তাঁতশিল্প বিদ্যমান ও যেখানে অনেকদিন ধরেই তাঁত শ্রমিকদের অনেক প্রজন্ম বসবাস করে আসছে। এই গবেষণায় বাংলাদেশের গ্রামীন ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্পে নিয়োজিত শ্রমিক তথা তাঁতিদের ক্রমবর্ধমান হারে পেশা পরিবর্তনের প্রবণতার ভিত্তিতে স্থান নির্বাচন করার আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে।

এক্ষেত্রে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী টাঙ্গাইলের তাঁতপল্লীকে বেছে নেয়া হয়েছে। এখানে গবেষণার জন্য টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলার পাথরাইল ও নলশোধা গ্রামকে মনোনীত করা হয়েছে। যে এলাকার তাঁতশিল্প শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান পেশাগত ঝুঁকি ক্রমেই তাঁদের পেশা পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে প্রকট করে তুলেছে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.২ তথ্যের উৎস

গবেষণাটি পরিচালনার জন্য মূলত প্রাথমিক ও গৌন উপাতের উপর নির্ভরকরা হয়েছে।প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি উপাত্তের উপর ভিত্তি করে গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে।

৪.২.১ প্রাথমিক তথ্যের উৎস

প্রাথমিক তথ্য প্রশ্নাবলী জরিপের মাধ্যমে উত্তরদাতাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। সাধারণ মানুষ যারা হ্যান্ডলুম সেক্টরে জড়িত থাকে তাঁদেরউপর গবেষণা কর্মটি পরিচালনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে গবেষণা এলাকার গ্রামের মধ্যে নমুনায়নের মাধ্যমে ১২০ জন তাঁতির উপর প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার নিয়ে গবেষণা সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

৪.২.২ গৌন তথ্যের উৎস

গৌন তথ্য সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা, বিভিন্ন এনজিও, আর্কাইভ, লাইব্রেরী, শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং ইন্টারনেট ব্রাউজিং সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক নথি এবং প্রকাশনা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

৪.৩ তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরন এবং বিশ্লেষণ

তথ্যতাঁদের গুণমান উন্নত করার জন্য সম্পাদনা করে প্রক্রিয়াভুক্ত করা হয়েছে এবং তাঁদের রূপান্তর করার জন্য কোড আকারে রূপান্তর করা হয়েছে যা ভেরিয়েবলের বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করছে। গবেষণাটি গুণগত এবং পরিমাণগত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়েছে।

গবেষণাটিতে তথ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য সামাজিক বিজ্ঞান স্টাটিস্টিকাল প্রোগ্রাম (SPSS) সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়েছে যাতে তথ্যসমূহ উপযুক্ত সংমিশ্রণ অর্জন করতে পারে।

৪.৩.১ গবেষণার গুণগত (কোয়ালিটেটিভ) পদ্ধতি

গবেষণাটির গুণগত পদ্ধতির ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক কাঠামো এবং প্রাসঙ্গিক সাহিত্যের সংমিশ্রণ থেকে গঠিত ধারণাগত কাঠামোর ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কোয়ান্টিটেটিভ বা পরিমাণগত পদ্ধতি এই গবেষণার সম্পূর্ণ আকৃতি দিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে কাজ করেছে।

৪.৩.২ পরিমাণগত তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ

পরিমাণগত তথ্য বিশ্লেষণ সাধারণত univariate এবং bivariate বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করে। প্রধানত ইউনিভ্যারিয়েট বিশ্লেষণের প্রক্রিয়ার মধ্যে, চলকের বর্ণনার জন্য গনসংখ্যার বন্টন, চলকের মান নির্ধারণের জন্য শতাংশ, কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপের জন্য গাণিতিক গড়, পরিমাপ ইউনিট একত্রীকরণ করা হয়। অন্যদিকে, বাইভ্যারিয়েট বিশ্লেষণের জন্য সহসম্পর্ক পদ্ধতিব্যবহার করা হয়।

৪.৪ তথ্য বিশ্লেষণ

সাক্ষাৎকার ও পর্যবেক্ষন পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রাথমিক তথ্য এবং বিভিন্ন গ্রন্থ, ব্যক্তিগত নথিপত্র, পূর্ববর্তী গবেষণা, প্রতিবেদন, জীবন ইতিহাস ইত্যাদি হতে প্রাপ্ত গৌন তথ্য শতকরা হারে সারনীবদ্ধ আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়াও গুনবাচক তথ্য সংগ্রহের জন্য ৭টি কেসস্টাডি পদ্ধতি সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

৪.৫ সীমাবদ্ধতা

গবেষনা কর্মটি সম্পন্ন করার জন্য গবেষক নানা ধরনের সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হন। যেমন: তাঁতীরা অনেক সময় বিশেষ করে মহিলা তাঁতিরা তথ্য প্রদান কালে উদাসীনতা প্রকাশ করে কিন্তু গবেষক তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরী করে এবং এই পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করেন এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করেন। যদিও বর্তমান গবেষণা কর্মটির নমুনা আকার খুব বেশী নয় তথাপি কেস স্টাডি পদ্ধতি, পর্যবেক্ষন পদ্ধতি ও অন্যান্য গুণবাচক পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে সংগৃহিত তথ্যকে গভীরভাবে আলোচনার মাধ্যমে তথ্যকে আরও অর্থবহ করে তোলে। সর্বশেষে গুনবাচক তথ্য সমূহ সারনীবদ্ধকরনে কিছুটা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে কারন প্রাপ্ত উত্তরসমূহ অনেকট্া গুনবাচক প্রকৃতির।

অধ্যায় পাঁচ

টাঙ্গাইলে তাঁতশিল্পের উৎপত্তি ও প্রসার

অধ্যায় পাঁচ

টাঙ্গাইলে তাঁতশিল্পের উৎপত্তি ও প্রসার

উনবিংশ শতাব্দির শেষ দিকে টাঙ্গাইলে তাঁতশিল্পের প্রসার ঘটে। টাঙ্গাইল শাড়ির তাঁতিরা মূলত ঐতিহ্যবাহী মসলিন তাঁতিদের বংশধর। তাঁদের আদি নিবাস ছিল ঢাকা জেলার ধামরাই ও চৌহাট্টায়। তাঁরা দেলদুয়ার, সন্তোষ ও ঘ্রিন্দা এলাকার জমিদারদের আমন্ত্রণে টাঙ্গাইলে যায় এবং পরবর্তিতে সেখানে বসবাস শুরু করে। শুরুতে তাঁরা নকশাবিহীন কাপড় তৈরী করত। ১৯০৬ সালে মহাত্মা গান্ধী স্বদেশী আন্দোলনের ডাক দেন। এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল ইংল্যান্ডের ল্যাঙ্কশায়ারের তৈরী কাপড় বর্জন করা। এই সময়ে তৎকালীন পূর্ব বাংলা (বর্তমান বাংলাদেশ) এর তাঁতশিল্পের প্রসার ঘটে। ১৯২৩-২৪ সালে তাঁতের কাপড়ে নকশা প্রবর্তন করা হয়। ১৯৩১-৩২ সালে শাড়ি তৈরির জন্য জাকুয়ার্ড তাঁত প্রবর্তন করা হয়।[31]

৫.১ টাঙ্গাইলের তাঁতশিল্পের বৈশিষ্ট্য ও বর্তমান অবস্থা

টাঙ্গাইলের তাঁতশিল্প কুটির শিল্প এবং তাঁতগুলো তাঁতিদের বাড়ির অভ্যন্তরে বসানো হয়। ৭২%

কুটিরশিল্প পাঁচটি তাঁতের সমন্বয়ে গঠিত, ১১% তাঁত ছয় থেকে দশটি তাঁতের সমন্বয়ে গঠিত এবং ৬% তাঁত এগার থেকে বারোটি তাঁতের সমন্বয়ে গঠিত এবং অবশিষ্ট ১১% কুটিরশিল্প বারো এর অধিক তাঁতের সমন্বয়ে গঠিত। বারো এর অধিক তাঁত সম্বলিত কুটিরশিল্পগুলো ছোট কারখানা হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

১৯৯২ সালেটাঙ্গাইল জেলায় ১ লাখের অধিক তাঁত ছিল এবং ১৫০০০০ তাঁতি সদর, কালিহাতি, নাগরপুর ও বাসাইল উপজেলায় বসবাস করত। ২০০৮ সালে ১০০০০০টি ছোট ও বড় কারখানায় ৩৭২২২টি তাঁত ছিল এবং ৭০০০০ তাঁতি টাঙ্গাইল জেলার বিভিন্ন উপজেলার বেসিক সেন্টার এর

[31]Banarjee, S.; Muzib, M. M. and Sharmin, S. 2014, Status of Handloom Workers and Causes of Their Migration: A Study in Handloom Industry of Tangail District, Bangladesh, Research on Humanities and Social Sciences, Vol.4, No.22, 2014.

Dhaka University Institutional Repository

অধীনে কাজ করত।[32] ২০১৩ সালের একটি শুমারীতে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, টাঙ্গাইল জেলায় ঐ সময়ে ৬০০০০ তাঁত ছিল। এর মধ্যে ৮৩০৫ টি পিট তাঁত, ৫১১৪১ টি চিত্তরঞ্জন তাঁত এবং ৮৯২ টি পাওয়ার তাঁত।

টাঙ্গাইল তাঁতশিল্প এর একক বৈশিষ্ট্যর জন্য বিশ্বজুড়ে সমাদৃত। টাঙ্গাইল শাড়ির তাঁতিগণ বিশেষ দক্ষতার মাধ্যমে টাংগাইল শাড়ি তৈরী করে। পাথরাইল ইউনিয়নের বসাক সম্প্রদায় সব থেকে পুরনো সম্প্রদায় যারা এখনো আদি ও ঐতিহ্যবাহীতার সাথে তাঁতের শাড়ি তৈরী করে। এই শাড়ি তাঁরা বাজিতপুর ও করটিয়া হাটে সপ্তাহে দুই দিন বিক্রি করে। বর্তমানে টাঙ্গাইলে তাঁতি, তাঁতসংশ্লিষ্ট শ্রমিক, তাঁতশিল্প মালিক, ব্যবসায়ী ও বিক্রেতা মিলিয়ে প্রায় ৩,২৫,০০০ জন লোক এই পেশার সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। এখানে উৎপাদিত প্রতিটি টাঙ্গাইল শাড়ি ৩০০-২০,০০০ টাকায় বিক্রি হয়ে থাকে।

৫.২ টাঙ্গাইলের তাঁতশিল্পের ঐতিহ্যগত ধারনা

টাঙ্গাইলের একটি পরিচিত জাগয়া বিসিক শিল্প এলাকা। এই এলাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁতবোর্ড। বিসিক এলাকাটি শিল্পনগরীতে পরিণত হয়েছে। এই তাঁতবোর্ড প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমেই টাঙ্গাইলে তথা সমগ্র বাংলাদেশে তাঁতশিল্প ক্ষেত্রে এক আমূল পরিবর্তন আসে। গণতান্ত্রিক দেশে সরকার পরিবর্তনের পাশাপাশি তাঁতিদের জীবনেও নেমে আসে নানা প্রতিকূলতা। যার ফলে তাঁতিরা হাজারো সমস্যার শিকার হয়ে জীবন সংগ্রামেরত তাঁতিদের সুদক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য মাত্র দুটি ট্রেনিং সেন্টার ইনস্টিটিউট রয়েছে; নরসিংদী এবং পাবনায় দুটি ইনস্টিটিউট থাকা সত্ত্বেও তাঁতিরা তেমন উন্নয়নের জোয়ার সৃষ্টি করতে পারছে না এবং বাজারজাতকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সরকার নিচ্ছে না। সরকারিভাবে এরূপ সহযাগিতা পেলে এবং কী রং কতটুকু প্রয়োগ করা হবে ও ডিজাইনে দক্ষ কারিগর নিয়োগ দিলে তাঁতিরা আরো দক্ষতার সাথে শিল্পকে ফুটিয়ে তুলতে পারবে। যে কোনো শিল্পকে মনকাড়া আকর্ষণে পরিণত করতে পারলেই সে শিল্পের প্রসার দ্রুত বৃদ্ধি পাবে।

বর্তমানে টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে তাঁতিদের মাঝে আশার বীজ উদ্দীপ্ত হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে তাঁতবস্ত্রের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। বিশ্ব দরবারে তাঁতিদের এ শিল্প আপন মহিমায় ভাস্বর হয়ে থাকে।[33]

---

[32]"Tangail weaving industry in crisis as weavers quit job for price hike of raw materials"। *The Daily Star Online and Print Version*।

আত্মকর্মসংস্থানের এক অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে তাঁতশিল্প। সমাজের উঁচু স্তরের মানুষ থেকে শুরু করে অতি সাধারণ মানুষ এ শাড়ি পরার সুযোগ পায়। যে কোনো অনুষ্ঠানে পরার জন্য এ শাড়ি মানানসই। ঈদ, পূজা-পার্বণ, জন্মদিন ও বিয়েতে এ শাড়ি উপহার হিসেবে দেয়া যায়। টাঙ্গাইলের শাড়ির মধ্যে রয়েছে বালুচুড়ি, চোষা, জামদানি, গ্যাস সিল্ক, দেবদাস, সিলসিলা, সম্বলপুরি প্রভৃতি নামে বাজারে বিক্রি হচ্ছে। এ শাড়ি তৈরি হয় নাইলন, রেশম ও সুতি- এই তিন প্রকার উপাদানে। টাঙ্গাইলের সফট সিল্ক ও কটন মহিলাদের নজর কাড়ে। এ শাড়ির ডিজাইন ও বুনন খুব সুন্দর।

টাঙ্গাইল জেলায় রয়েছে মোট ১২টি উপজেলা। প্রতিটি উপজেলা ভিত্তিক গ্রামগুলোতে তাঁতশিল্প প্রতিষ্ঠিত। তাঁতিবাড়িতে গেলে দেখা যায় তাঁতিরা মাকুড়ের খটখট বাজনার ভিতরে রেডিও ও টেপ রেকর্ড বাজিয়ে শাড়ি তৈরির কাজে মেতে রয়েছে। মাকুড়ের এ খটখট শব্দ শুনতে ভালোই লাগে। আবার বাড়ির ভিতর ঢুকলে দেখা যায় চাঁদের বুড়ি যে রকম চাকায় সুতা কাটে ঠিক সেরকম ভাবে হাতের দ্বারা চরকা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সুতা গুছিয়ে মহিলারা পুরুষ তাঁতিদের সহযোগিতা করছে। তবে তাঁতের শাড়ির এ খ্যাত যুগ যুগ টিকিয়ে রাখতে তাঁতিদের সুব্যবস্থার নিশ্চয়তাকল্পে প্রয়োজনে তাঁতিদের আর্থিক লেনদেনের সুবিধার জন্য তাঁত ব্যাংক, সেমিনার, প্রশিক্ষণ ও চিত্তবিনোদনের সুব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।[34]

নানা বৈচিত্র্যের দিক থেকেই টাঙ্গাইলের সুনাম ও সুখ্যাতি বিশ্বজোড়া বিরাজমান। টাঙ্গাইলের এই খ্যাতির পেছনে রয়েছে বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ যাদের নাম ইতিহাসের পাতায় লেখা। তাঁরা মরেও অমর হয়ে আছেন, আমাদের মাঝে। তেমনি রয়েছে কিছু ঐতিহ্যবাহী জায়গা। দূর-দূরান্ত থেকে বিভিন্ন লোক আসে এর সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য। পর্যটনের একটি কেন্দ্রস্থল হিসেবেও টাঙ্গাইলের গৌরব রয়েছে। টাঙ্গাইলের এসব দর্শনীয় জায়গা খুবই মনোমুগ্ধকর, যা দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতির দিক থেকেও টাঙ্গাইলের সুনাম সারা বাংলায়। খাল, বিল, নদী-নালা চর, পাহাড় বন-জঙ্গলে রয়েছে টাঙ্গাইলের নজরকাড়া দৃশ্য। এসব নয়নাভিরাম দৃশ্যের জন্যই হয়তো টাঙ্গাইলের এই ঐতিহ্য থাকবে যুগে যুগে। ইতিহাস বিখ্যাত টাঙ্গাইলের কিছু ব্যক্তির নাম যেমন বাংলার মানুষের মুখে মুখে। তাঁদের নাম যেমন, শিশু-কিশোর থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধ পর্যন্ত সবাই জানে; তেমনি জানে টাঙ্গাইলের হাজারো ঐতিহ্যের মধ্যে একটি ঐতিহ্য হচ্ছে টাঙ্গাইলের তাঁতের

---

[33]'গ্রামীণ ঐতিহ্যের ধারক বাহক টাঙ্গাইলের তাঁতশিল্প' দৈনিক সংগ্রাম, ১৩ এপ্রিল ২০১৫।

[34]'গ্রামীণ ঐতিহ্যের ধারক বাহক টাঙ্গাইলের তাঁতশিল্প' দৈনিক সংগ্রাম, ১৩ এপ্রিল ২০১৫।

শাড়ির নাম। বাংলাদেশে সেই অতীতকাল থেকেই তাঁতশিল্পের প্রচলন চলে আসছে। তাঁতশিল্প এ দেশের বিশেষ করে টাঙ্গাইলের গ্রামীন ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। টাঙ্গাইলের বিভিন্ন ঐতিহ্য আজকের নয়, হাজার হাজার বছর আগের। টাঙ্গাইলের একটি প্রবাদ জনমুখে বেশ পরিচিত।

'নদী চর খাল বিল গজারীর বন
টাঙ্গাইল শাড়ি তার গরবের ধন।'

টাঙ্গাইলের এ বিখ্যাত প্রবাদটি কারও অজানা নয়। শুধু টাঙ্গাইলেই এ প্রবাদটি জনপ্রিয় নয়। টাঙ্গাইলের বাইরেও এ প্রবাদের জনপ্রিয়তা রয়েছে। টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ির সুনামের পেছনে রয়েছে তাঁতীদের দক্ষতা। তাঁতীরা মনের মাধুরী মিশিয়ে তৈরি করে এই শাড়ি। কল্পনাই করা যায় না যে, আধুনিক সব উন্নতমানের যন্ত্রপাতি ছাড়াই তারা কিভাবে শাড়ি তৈরি করে। যেহেতু হৃদয়ের আবেদন সর্বকালীন, সেহেতু তাঁতের শাড়ির প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

বংশগত ধারাকে টিকিয়ে রাখতে গিয়ে সমাজে তাঁরা অবহেলিত। শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে তাঁরা পিছিয়ে, তবুও প্রাত্যহিক প্রয়োজনে এখনো গ্রামের মানুষ স্ব-স্ব বংশমর্যাদা রক্ষার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে আসছে। দেশভাগ, পাকিস্তান-ভারত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধের পর টাঙ্গাইল ছেড়ে ভারতে চলে যাওয়া বসাক তাঁতিরা সেখানে টাঙ্গাইল শাড়ির কারিকুলামে যে শাড়ি তৈরি করছে তা টাঙ্গাইল শাড়ির নাম ভাঙিয়ে বিশ্ববাজার দখলের চেষ্টা চালাচ্ছেন। তবে এতো প্রতিকূলতার পরেও টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ি তার হারানো বাজার পুনরুদ্ধারে সক্ষম হচ্ছে। কারণ টাঙ্গাইল শাড়ি মানেই ভিন্ন সুতায়, আলাদা তাঁতে তৈরি আলাদা বৈশিষ্ট্যের শাড়ি। এর নকশা, বুনন, ও রংয়ের ক্ষেত্রে রয়েছে ব্যাপক বৈচিত্র্য। অন্যান্য শাড়ি ১০ হাত থেকে সর্বোচ্চ ১১ হাত মাপে তৈরি হয়ে থাকে, আর টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ি তৈরি হয় ১২ হাত মাপে। এ শাড়ি নরম মোলায়েম এবং পরতে আরাম, টেকেই অনেক দিন। এছাড়া সময় ও চাহিদার সাথে তাল রেখে দিন দিন পাল্টে যাচ্ছে টাঙ্গাইল শাড়ির আকর্ষণ ও নকশার ব্যঞ্জনা। টাঙ্গাইলের শাড়ি বুননের মূল কাজ একেবারেই আলাদা। অনেক পুরনো একটা ঐতিহ্যের ধারায় চলে এ কাজ। সেই জ্ঞান ও নিষ্ঠা ছাড়া আসল টাঙ্গাইলের শাড়ি তৈরি করা যায় না। আসল টাঙ্গাইলের শাড়ি তৈরির জন্য এর তাঁতি বা কারিগরদের শিল্পী হয়ে উঠতে হয়। টাঙ্গাইলে সেই শিল্পী তাঁতি আছে। তাই টাঙ্গাইলের তাঁতশিল্প ও তাঁতের শাড়ির এতো সুখ্যাতি।[35]

35বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন

Dhaka University Institutional Repository

যে কোনো শিল্পকে মনকাড়া আকর্ষণে পরিণত করতে পারলেই সে শিল্পের প্রসার দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। তাই টাঙ্গাইলের তাঁতীরা শত প্রতিকূলতা অতিক্রম করে তাঁতশিল্পের বুনন, সুতা, কালার ম্যাচিং ডিজাইন আকর্ষণীয় যার ফলে টাঙ্গাইলের শাড়ির এতো কদর। টাঙ্গাইলের তাঁতীরা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থাৎ নারীরা কখন কী ধরনের শাড়ি পছন্দ করে সে দিকটা বুঝেই শাড়ি তৈরি করে। যার কারণে টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ি নারীদের কাছে অধিক প্রিয়-

‘সারা বাংলায় রমণীদের মুখে একটাই নাম
টাঙ্গাইলের শাড়ি পরে জুড়ায় প্রাণ।’ [36]

এ শাড়ির আবেদন আজকের নয়, সর্বকালের সর্বযুগের। এর ধারাবাহিকতা চিরকাল বজায় থাকবে, কোনো কালেও ফুরাবার নয়। টাঙ্গাইলের শাড়ির প্রথম আকর্ষণ এর বহর, ডিজাইন মনোমুগ্ধকর। এ শাড়ি ১২ হাত থেকে ১৪ হাত পর্যন্ত।

স্বাধীনতার পর এদেশের তাঁতশিল্পের পরিবর্তন এসেছে। সত্তর দশক থেকে এদেশে তাঁতশিল্পের নবযাত্রা শুরু হয়। স্বাধীন বাংলাদেশে তাঁতশিল্প অগ্রণী ভূমিকা রেখে যাচ্ছে শাড়ির ক্ষেত্রে। টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ির কদর উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। শাড়ির মধ্যে একটি জনপ্রিয় নাম টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ি। এই শাড়ি রমণীদের মন আকৃষ্ট করে অতি সহজেই। শুধু সৌন্দর্যের দিক থেকেই নয়, জাতীয় অর্থনীতিতে টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ির ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাঁতের শাড়িকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। ফলে শিক্ষিত-অর্ধ শিক্ষিত লোক আর বেকার নয়। পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও বেকারত্ব থেকে মুক্ত। আত্ম-কর্মসংস্থানের এক অন্যতম মাধ্যম টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ি। টাঙ্গাইলের বিভিন্ন ঐতিহ্য আজকের নয়, হাজার হাজার বছর আগের।

কল্পনাই করা যায় না যে, আধুনিক সব উন্নতমানের যন্ত্রপাতি ছাড়াই তাঁরা কিভাবে শাড়ি তৈরি করে। যেহেতু হৃদয়ের আবেদন সর্বকালীন, সেহেতু তাঁতের শাড়ির প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। তাঁতের শাড়ির এক উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। মূলত তাঁতের শাড়ির মাধ্যমে দেশকে উজ্জীবিত করা যেতে পারে। আবার প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জিত হতে পারে।

[36]‘গ্রামীণ ঐতিহ্যের ধারক বাহক টাঙ্গাইলের তাঁতশিল্প’ দৈনিক সংগ্রাম, ১৩ এপ্রিল ২০১৫।

অধ্যায় ছয়

টাঙ্গাইলের তাঁতশিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি

অধ্যায় ছয়

টাঙ্গাইলের তাঁতশিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি

৬.১ তাঁতশিল্প শ্রমিকদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্যাবলীর ধারণা

প্রশ্নাবলী সরবরাহ করে ১২০টি নমুনা উত্তরদাতাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। বয়স, লিঙ্গ, ধর্ম শিক্ষাগত যোগ্যতা, পারিবারিক আকার, বৈবাহিক অবস্থা, পেশা, পরিবারের ধরণ, পরিবারের সদস্য সংখ্যা, সন্তান সংখ্যা, পরিবারের আনুমানিক মাসিক আয়, পরিবারের আর্থিক অবস্থা, বাসস্থানের ধরণ, শৌচাগারের ধরণ, চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা ইত্যাদির ভিত্তিতে লেখচিত্র এবং সারনী ব্যবহার করে তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়। প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায়, ৭৭% ব্যক্তি ২৬-৪৫ বছর বয়সের মধ্যে রয়েছে, এটি ইঙ্গিত দেয় যে মধ্যবয়সের গ্রুপের লোকেরা অন্য বয়সের লোকদের তুলনায় অধিক উৎপাদনশীল হয়। শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ৯৮% ব্যক্তির-ই শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি এর নিচে। তাঁরা ১-১০ তম স্তরের শিক্ষালাভ করেন, তবে এদের একটা বড় অংশ অক্ষর জ্ঞানহীন। মাত্র ২% এসএসসি মানের শিক্ষা লাভ করেন। ৮৫% উত্তরদাতা একক পরিবারে বাস করে এবং বাকী ১৫% উত্তরদাতা যৌথ পরিবারে বাস করে। পারিবারিক আকার এবং সিস্টেম খুবই গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যা পরিবারের আয়ে অবদান রাখে। উত্তরদাতাদের অধিকাংশের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ২-৫ জন।

বয়ন পেশা এমন একটি পেশা যা শিশু থেকে বয়স্কদের সকল পরিবারের সদস্যদের জড়িত করে, যারা প্রাক-বয়ন, বয়ন এবং বয়ন-পরবর্তী প্রক্রিয়াগুলিতে তাদের মূল্যবান সেবা প্রদান করে। তবে পরিবারের নারী ও শিশুদের এই পেশার সাথে বা এই পেশা সংশ্লিষ্ট কাজে জড়িত করেন এমন উত্তরদাতা খুবই সীমিত।

উত্তরদাতাদের মাসিক আয়-অনুসারে শ্রেণিবদ্ধকরণ করা হয়েছে।উত্তরদাতাদের ৯৫% এর মাসিক আয় অত্যন্ত কম, ৫০০০-১০০০০ টাকা। উত্তরদাতাদের মধ্যে মাত্র ৩% উত্তরদাতা ছিল যাদের আয় ২১০০০-২৫০০০ টাকা। উত্তরদাতাদের মধ্যে বলতে গেলে সবাই মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্য এবং সবাই কাঁচা ঘরে বাস করে।অধিকন্তু, এটি প্রকাশ করা হয়েছে যে অধিকাংশ উত্তরদাতা প্রতিদিন ৮-১০ ঘন্টা পর্যন্ত বয়ন করে থাকে, তবে কেউ কেউ প্রতিদিন ১২ ঘন্টাও কাজ

করে।এখানকার উত্তরদাতাদের একটা বড় অংশ অন্য কোন কাজ শেখেনি বলে এই পেশায় এসেছে এবং উল্লেখযোগ্য অংশ তাঁদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে এই পেশা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। এদের অনেকেই দীর্ঘ সময় ধরে এই পেশায় জড়িত।

৬.১.১উত্তরদাতাদের বয়স সম্পর্কিত ধারণা

এই গবেষণায় যে ১২০ জনের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, তাঁরা সবাই পুরুষ। তাঁদের বয়স ৫ টি গ্রুপে বিভক্ত।

লেখচিত্র-৬.১: উত্তরদাতাদের বয়স সম্পর্কিত তথ্যাবলীর বিন্যাস

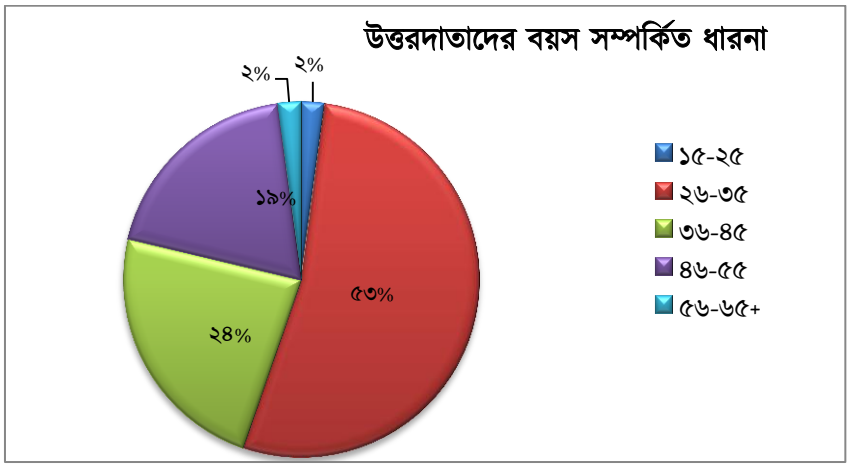

লেখচিত্র- ৬.১ থেকে দেখা যায়, বেশিরভাগ অংশগ্রহণকারীর (৫৩%) বয়স ২৬ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে ২৪% উত্তরদাতা ৩৬-৪৫ বছর বয়সী। ১৯ শতাংশ ৪৬-৫৫ বছরের মধ্যে এবং ৪% উত্তরদাতা১৫-২৫ বছর বয়সীদের অন্তর্গত। ৫৬ বছরের অধিক বয়সী আছে মাত্র ২ শতাংশ। তাঁরা যেহেতু অনেক বছর ধরে হ্যান্ডলুম সেক্টরে খুব ভাল অবদান রাখছে, তাই তাঁরা অত্যন্ত দক্ষ এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তি।

৬.১.২ উত্তরদাতাদের ধর্ম বিষয়ক ধারনা

পাথরাইল এবং নলশোধা গ্রামের তাঁতিদের বেশিরভাগই মুসলিম। কিন্তু একটি ছোট সংখ্যক হিন্দুও আছে। লেখচিত্র-৬.২থেকে দেখা যায়, উত্তরদাতাদের মধ্যে ৮৮% মুসলমান এবং ১২% হিন্দু রয়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য ধর্মের মানুষ অনুপস্থিত।

Dhaka University Institutional Repository

লেখচিত্র- ৬.২: উত্তরদাতাদের ধর্ম সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস

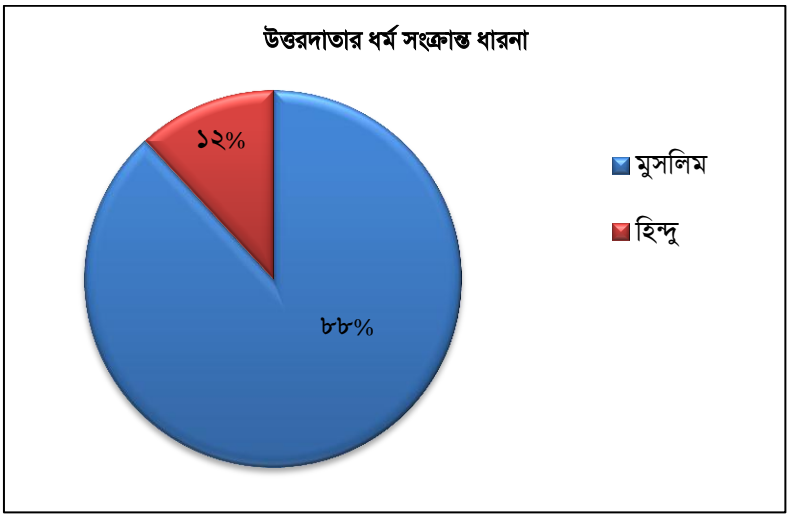

৬.১.৩ উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ধারনা

পুরোনো প্রজন্মের অধিকাংশ মানুষ অশিক্ষিত। তাঁদের মধ্যে সাক্ষরতার হার খুবই কম। বাড়ির পরিবারের সদস্যের শিক্ষার স্তর পরিবারটির সামাজিক অবস্থানও নির্ধারণ করে। কর্মক্ষেত্রের স্তর হল কর্মচারীর সিদ্ধান্ত নির্ণয়কারী (গ্রাফে দেখানো হলো)।সর্বোচ্চ জনসংখ্যার উত্তরদাতারা প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে। একটা বড় অংশ নিরক্ষর। লেখচিত্র-৬.৩ থেকে দেখা যায় প্রায় ২৬% উত্তরদাতা অক্ষরজ্ঞানহীন।

লেখচিত্র-৬.৩: উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত তথ্যাবলীর বিন্যাস

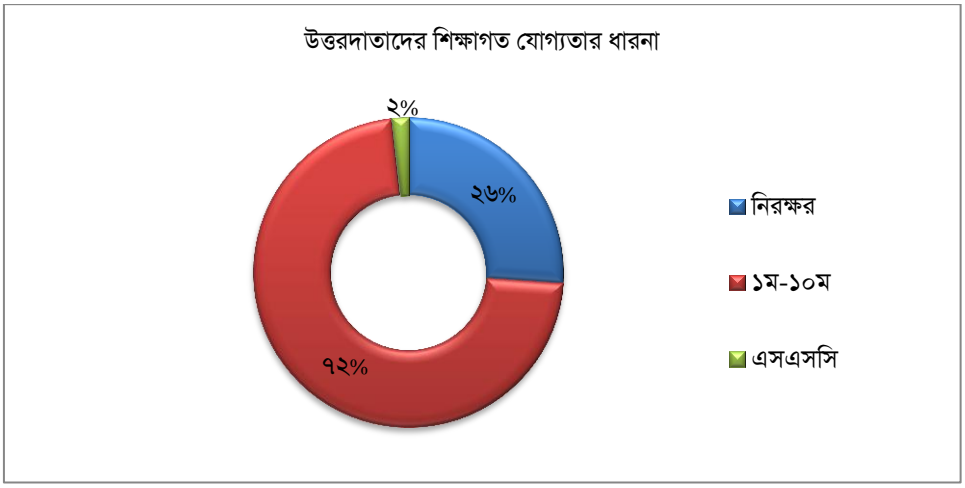

এসএসসি পাশকৃত উত্তরদাতা সর্বনিম্ন শতাংশ (প্রাথমিক) %২ ও মাধ্যমিক শিক্ষিত উত্তরদাতারা মোট উত্তরদাতারাদের মধ্যে প্রায় ৭২%।

৬.১.৪ উত্তরদাতাদের বৈবাহিক অবস্থার ধারনা

লেখচিত্র-৬.৪ এ বিবাহিত এবং অবিবাহিত উত্তরদাতাদের হার দেখানো হয়েছে।

লেখচিত্র-৬.৪: উত্তরদাতাদের বৈবাহিক অবস্থা সম্পর্কিত তথ্যাবলীর বিন্যাস

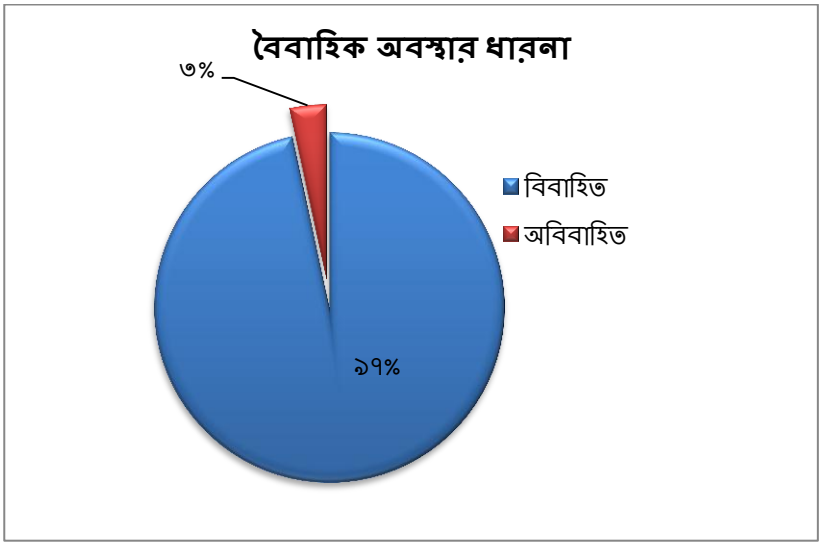

এটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির একটি, কারণ এটা জনগণের সামাজিক অবস্থা ইত্যাদি পার্থক্যকে প্রভাবিত করে। গবেষণায় দেখা গেছে, উত্তরদাতাদের বেশির ভাগই বিবাহিত ছিলেন। ৯৭% অংশগ্রহণকারী বিবাহিত এবং ৩% অবিবাহিত ছিলেন। উল্লেখ থাকে যে, উত্তরদাতাদের সবাই পুরুষ ছিলেন।

৬.১.৫ উত্তরদাতাদের লিঙ্গ বিষয়ক ধারনা

লেখচিত্র-৬.৫ এ দেখা যাচ্ছে যে উতরদাতাঁদের সবাই পুরুষ। কারণ তাঁতশিল্পের মূল কাজগুলো পুরুষরাই করে থাকে, নারীরা শুধু পুরুষদেরকে সুতা এগিয়ে দেওয়া বা অন্যান্য যোগানে সহায়তা করে থাকেন। তাই এইগবেষণার সব পুরুষকে উত্তরদাতা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

লেখচিত্র- ৬.৫: উত্তরদাতাদের লিঙ্গ বিষয়ক তথ্যাবলীর বিন্যাস

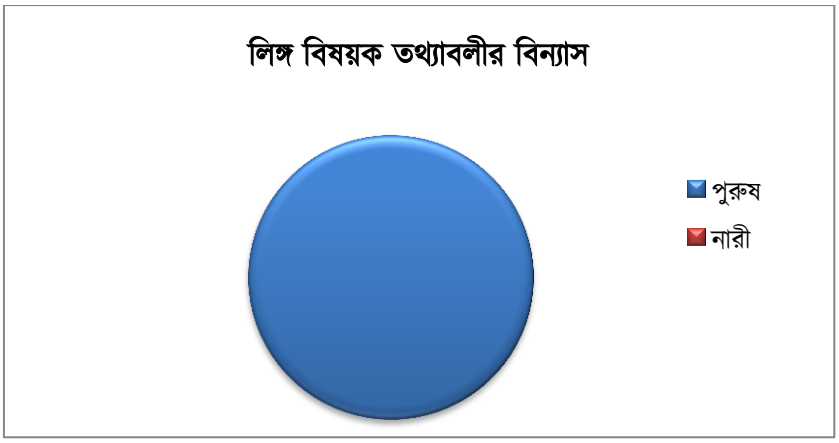

৬.১.৬ উত্তরদাতাদের পরিবারের ধরণ বিষয়ক ধারনা

একটি পরিবার রক্তের সম্পর্ক বা বিবাহের বন্ধন দ্বারা আবদ্ধ ব্যক্তিদের একটি গ্রুপকে নির্দেশ করে। তাঁরা একই বাড়িতে বাস করে এবং একসাথে খাবার খান। আমরা একটি যৌথ পরিবারের মধ্যে বেশ কয়েকটি পরিবার দেখতে পাই। উভয় যৌথ ও একক পরিবার আমার গবেষণা এলাকায় পাওয়া যায়।

লেখচিত্র-৬.৬: উত্তরদাতাদের পরিবারের ধরণ সম্পর্কিত তথ্যাবলীর বিন্যাস

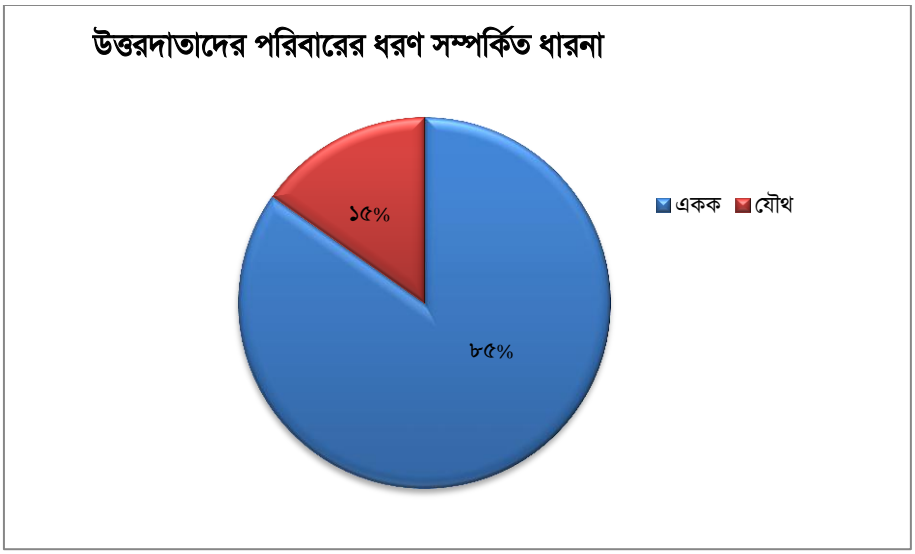

গবেষণায় দেখা গেছে, উত্তরদাতাদের বেশির ভাগই একক পরিবারের সদস্য। লেখচিত্র-৬.৬ অনুযায়ী, ৮৫% উত্তরদাতা একক পরিবারে এবং ১৫% উত্তরদাতা যৌথ পরিবারে বাস করে।

৬.১.৭ উত্তরদাতাদের সন্তান সংখ্যা বিষয়ক ধারনা

লেখচিত্র-৬.৭: উত্তরদাতাদের পরিবারের সন্তান সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস

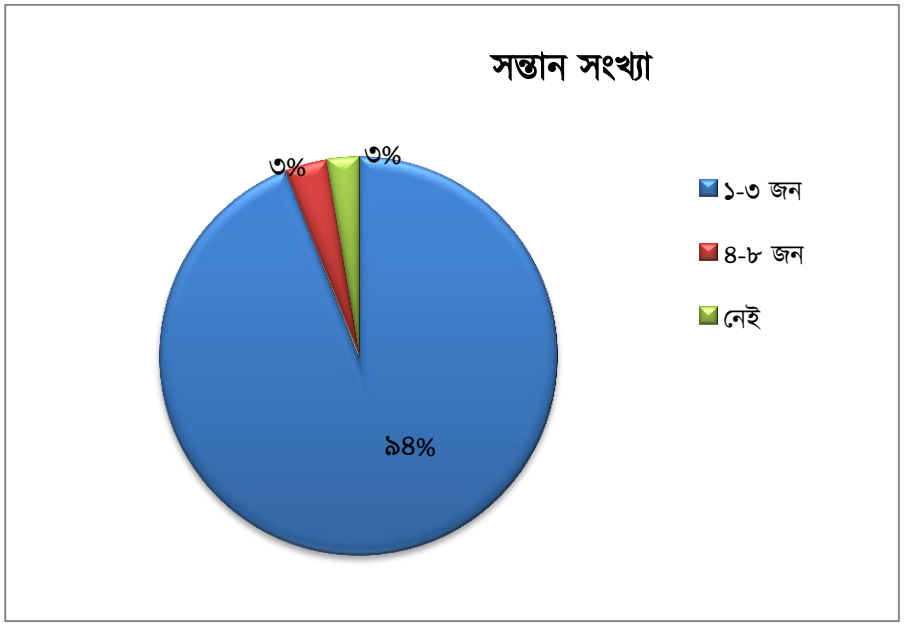

লেখচিত্র-৬.৭ এ উত্তরদাতাদের সন্তান সংখ্যা দেখানো হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, উত্তরদাতাদের বেশির ভাগই বিবাহিত ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে ৯৪% এর সন্তান সংখ্যা ১-৪ জন এবং শুধুমাত্র ৩% উত্তরদাতাদের ৪-৮ জন সন্তান রয়েছে এবং ৩% উত্তরদাতার কোন সন্তান নেই।

৬.২ তাঁতশিল্প শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ধারনা

উত্তরদাতাদের অধিকাংশই নিম্নবিত্ত পরিবারের সদস্য। তাঁরা তাঁদের সীমিত আয় দিয়ে কোনমতে সংসার চালান। তাঁদের নিজস্ব বাড়ি থাকলেও অনেকেরই চিত্তবিনোদনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। এই অংশে উত্তরদাতাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

৬.২.১ পরিবারের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কিত ধারনা

লেখচিত্র-৬.৮ এ উত্তরদাতাদের মধ্যে ৭০% সদস্য নিম্নবিত্ত পরিবারের সদস্য। উত্তরদাতাদের মধ্যে ২৮% নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে বাস করে। মাত্র ২% উত্তরদাতা নিজেদের মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্য বলেছেন। এটি পাওয়া যেতে পারে যে অধিকাংশ উত্তরদাতারা অর্থাৎ ৯৮% তাঁতশিল্পের শ্রমিকই নিম্নবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্য।

লেখচিত্র-৬.৮: উত্তরদাতাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস

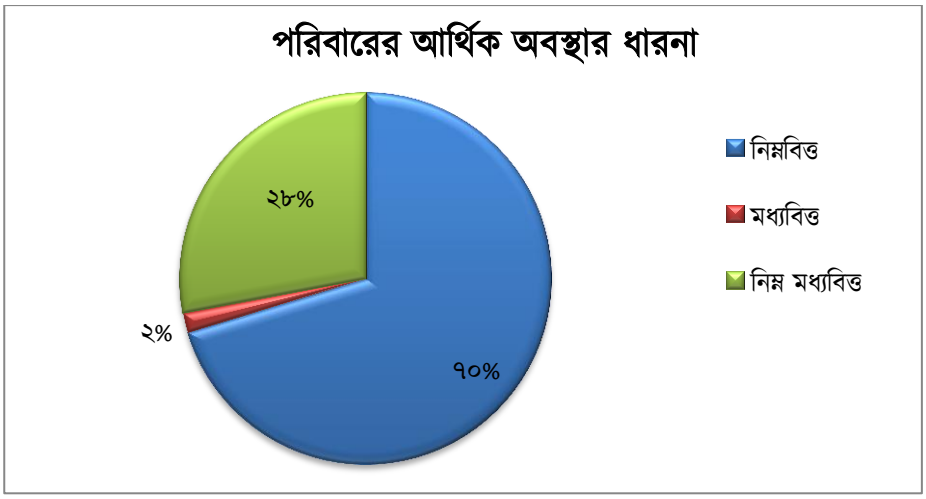

৬.২.২ পরিবারের মাসিক আয়

একটি পরিবারের ক্রয় ক্ষমতা আয় স্থায়িত্বের উপর নির্ভর করে। নিচের লেখচিত্রেউত্তরদাতাদের মাসিক আয় অনুসারে শ্রেণিবিন্যাস প্রদর্শন করে।

লেখচিত্র-৬.৯: উত্তরদাতাদের পরিবারের মাসিক আয় সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস

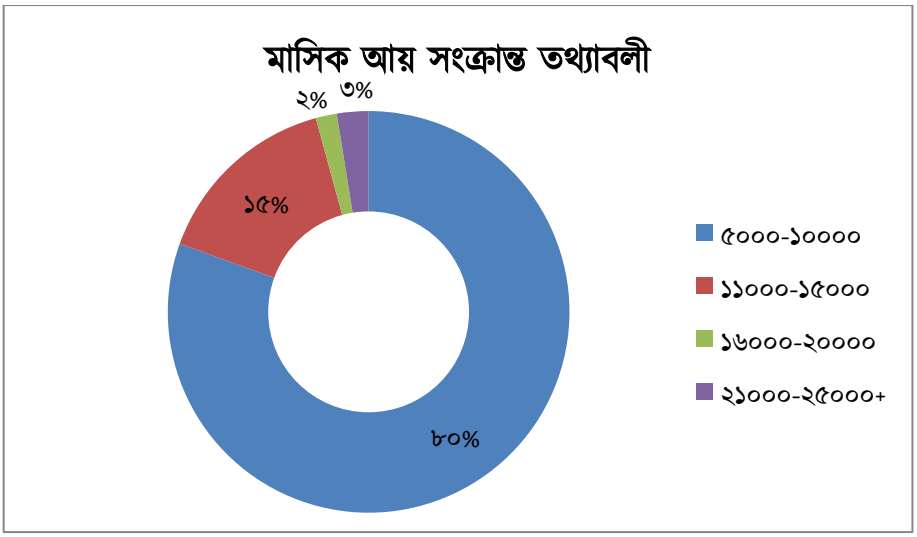

উত্তরদাতাদের মধ্যে ৮০% এর আয় ৫০০০-১০০০০ টাকা, উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৫% এর মাসিক আয় ১০০০০-১৫০০০ টাকা। মাত্র ২% উত্তরদাতার আয় ১৬০০০-২০০০০ টাকা এবং মাত্র ৩% উত্তরদাতা মাসে ২১০০০ টাকা বা এর বেশি আয় করেছেন। দেখা গেছে যে, অধিকাংশ উত্তরদাতারা ৫০০০-১৫০০০ টাকার মধ্যে আয় করছেন। উল্লেখ্য যে, ৫% উত্তরদাতা ১৬০০০-২৫০০০+ টাকা আয় করেন, তারা মূলত লুমের মালিক।

Dhaka University Institutional Repository

৬.২.৩ বাসস্থানের ধরণ সম্পর্কিত ধারনা

বাসস্থান কোনও সমাজের জন্য মৌলিক মানবিক প্রয়োজন। খাদ্য এবং পোশাক জীবিকার স্তর দুটির পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হল একজনের মালিকানাধীন বাসস্থান। বাসস্থানের ধরন সঠিকভাবে জীবনযাত্রার মানকে তুলে ধরে এবং যেটি সমাজে সম্ভাব্য সামাজিক অবস্থাও নির্দেশ করে।

লেখচিত্র-৬.১০: উত্তরদাতাদের বাসস্থানের ধরণ সম্পর্কিত তথ্যাবলীর বিন্যাস

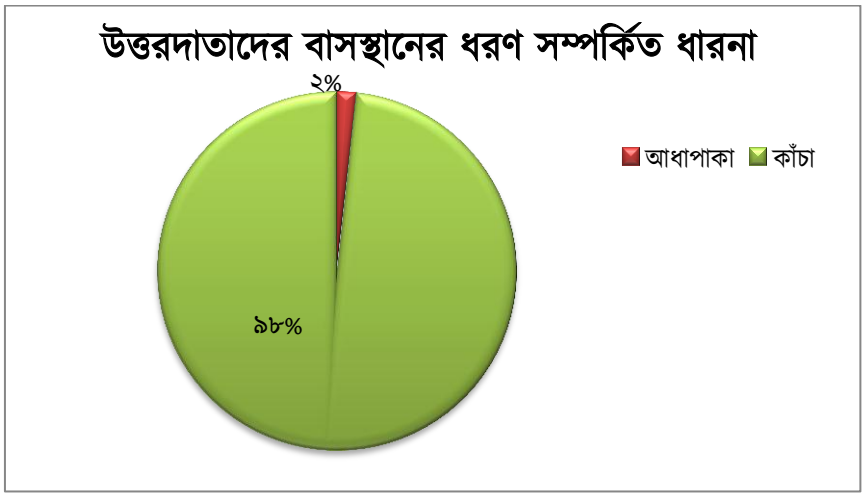

গবেষণা এলাকায় যে ঘর আছে, নিম্নোক্ত সারণি-১ এ সেইসব বাসস্থানের ধরণ প্রদর্শন করে। উত্তরদাতারা সমগ্র গ্রামটিতে কাঁচা ঘরে বসবাস করে জীবন ধারণ করে। সত্যিকার অর্থে খুব কম সংখ্যক সদস্য রয়েছে, যাদের আধাপাকা ঘর রয়েছে। সুতরাং দেখা যায় ৯৮% উত্তরদাতা গবেষণা গ্রামে কাঁচা ঘরগুলিতে বসবাস করে। এবং মাত্র ২% উত্তরদাতার বসবাসের জন্য আধাপাকা ঘর রয়েছে। এখানে উত্তরদাতাদের কারও পাকা ঘর নেই।

৬.২.৪ পরিবারে চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা সম্পর্কিত ধারনা

সারনী-৬.১: পরিবারে চিত্তবিনোদন সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস

পরিবারে চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা	
হ্যাঁ	৬৪.৪%
না	৩৫.৬%
মোট	১০০%

Dhaka University Institutional Repository

উপরে সারণি-৬.১ দেখায় যে, প্রায় ৬৫% পরিবারে চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা আছে। বাকি ৩৫% পরিবারে কোন ধরণের চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা নেই। তবে, মজার ব্যাপার, যে ৬৫% পরিবারে চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা আছে, তাঁদের চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা শুধুমাত্র টেলিভিশন।

৬.২.৫ উত্তরদাতাদের চিকিৎসাসেবা প্রাপ্তি সম্পর্কিত ধারনা

এটা খুবই আনন্দের যে, গবেষণায় জড়িত সকল পরিবারের সদস্যরাই চিকিৎসা সেবা পেয়ে থাকেন। তবে তাঁরা সবাই বলেছেন, তাঁরা ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান হতে এই সেবা পান। সরকারি উৎস হতে বা এনজিও বা অন্য কোন সংস্থা হতে চিকিৎসা সেবা পাওয়ার কথা কেউ বলেননি। বরং তাঁরা নিজেরা টাকার বিনিময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান থেকে চিকিৎসা সেবা নিয়ে থাকেন। তবে তাঁরা কেবলমাত্র গুরুতর অসুস্থতার ক্ষেত্রেই এই সেবা গ্রহণ করতে গিয়ে থাকেন।

অধ্যায় সাত

তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ

অধ্যায় সাত

তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ

৭.১ তাঁতশিল্প শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ সম্পর্কিত তথ্যাবলী

এই অংশে তাঁতশিল্প শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্র সম্পর্কিত তথ্যাবলী বিশদভাবে উপাত্তসহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাঁতশিল্প শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্র সম্পর্কিত তথ্যাবলীর আওতায় তাঁতিদের তাঁত কাজে অভিজ্ঞতার বছর, এই পেশায় তাঁদের জড়িত হবার কারণ, কাজের চাপ, উত্তরদাতাদের তৈরি পণ্য ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

৭.১.১ তাঁতশিল্প শ্রমিকদের কাজের অভিজ্ঞতার সময়কালের ধারনা

উত্তরদাতাদের প্রায় অর্ধেকের টাঙ্গাইল শাড়ি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন এলাকায় লম্বা কাজের অভিজ্ঞতা আছে। ৪৫% উত্তরদাতা বলেছেন তাঁরা ১১ থেকে ২০ বছর যাবত এই পেশার সাথে জড়িত।

লেখচিত্র- ৭.১:উত্তরদাতাদের কাজের অভিজ্ঞতার বছর সম্পর্কিত তথ্যাবলীর বিন্যাস

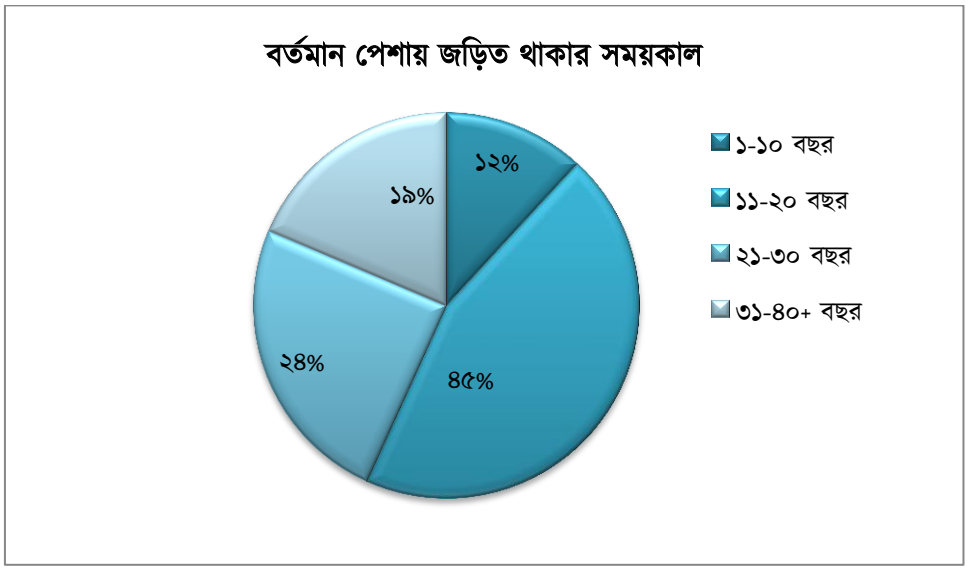

অন্য ২৪% বলেছেন, তাঁরা ২১ থেকে ৩০ বছর যাবত এই পেশার সাথে জড়িত। তার মানে, প্রায় ৬৯% তাঁতি ১১ বছর থেকে ৩০ বছর যাবত এই পেশার সাথে জড়িত। এ ছাড়াও ১২% উত্তরদাতা ১-

১০ বছর যাবত এবং অন্য ১৯% উত্তরদাতা ৩১ থেকে ৪০ বছরের বেশি সময় যাবত তাঁতশিল্প শ্রমিক হিসেবে নিয়োজিত রয়েছেন।

৭.১.২ তাঁত শিল্প পেশায় জড়িত হবার কারণ বিষয়ক ধারনা

অর্ধেকেরও বেশিরভাগ উত্তরদাতারা অর্থাৎ ৫৭% তাঁতি বলেছেন, তাঁরা এই পেশা বেছে নিয়েছেন কারণ তাঁরা আর কোনো পেশার কাজ শেখেননি বলে বা বিকল্প কোন পেশা ছিল না। প্রদত্ত অন্যান্য কারণগুলি মোটামুটি ৪ ভাগে ভাগ করা হয়। এর মধ্যে বংশ পরম্পরায় চলে আসছে বলে ৩২%, অন্য কাজে জড়িত হওয়ার সুযোগ নেই বলে ২%, এই কাজে আয় বেশি বলে ১% এবং ব্যক্তিগতভাবে এই কাজ পছন্দ বলে ৮% উত্তরদাতারা এই পেশা বেছে নিয়েছেন।

লেখচিত্র- ৭.২: তাঁতশিল্প পেশায় জড়িত হবার কারণ সম্পর্কিত তথ্যাবলীর বিন্যাস

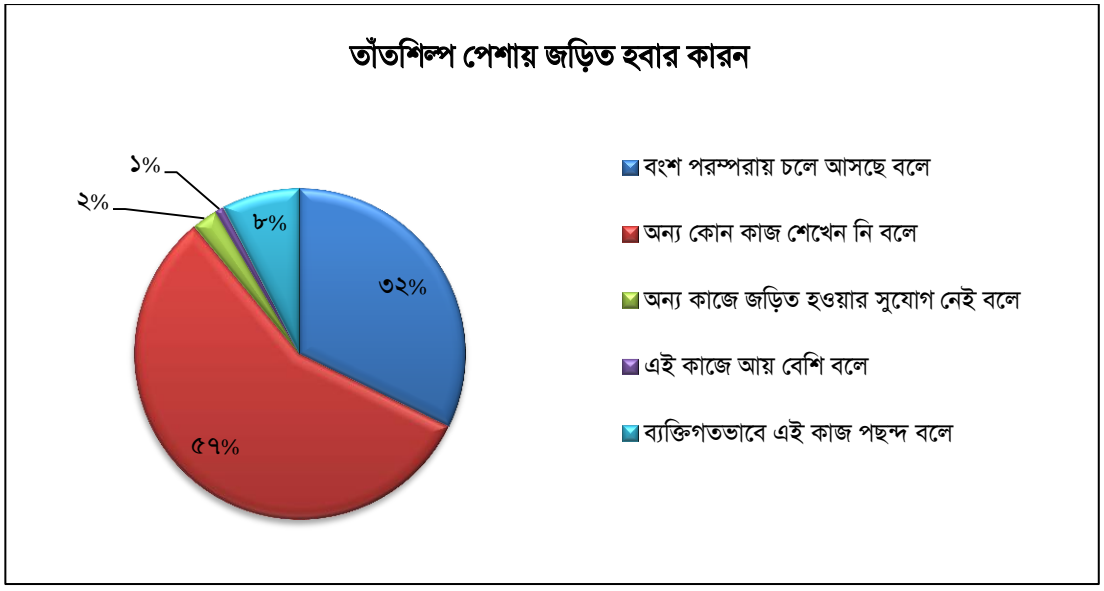

প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, গবেষণা এলাকায় অনেকেই এই পেশাটি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন, তাঁরা দারিদ্র্য ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারণে মানবেতর অবস্থার মধ্যে রয়েছেন।

৭.১.৩ কাজের চাপ সংক্রান্ত তথ্যাবলীর ধারনা

উত্তরদাতারা উল্লেখ করেছেন তাঁদের কাজের চাপ সারা বছরে একই নয়। ঈদ উপলক্ষে, বিবাহ, দুর্গা পূজা ইত্যাদি উপলক্ষে তাঁদের কাজ চাপ বেড়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

নিচের সারনিতে দেখা যায়, প্রায় ৫৭% উত্তরদাতা সবসময় কাজের চাপ একই বলে মনে করেন। বাকি প্রায় ৪৩% বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে কাজের চাপ ওঠা নামার কথা বলেন।

সারনি- ৭.১: তাঁতশিল্প কারখানায় কাজের চাপ সংক্রান্ত তথ্যাবলী

কাজের চাপ	
সবসময় এক	৫৬.৮%
সবসময় এক নয়	৪৩.২%
মোট	১০০%

৭.১.৪ উত্তরদাতাদের তৈরি পণ্য সম্পর্কিত ধারনা

১২০ জন উত্তরদাতাদের মধ্যে সবাই শাড়ি তৈরি করেন।

লেখচিত্র-৭.৩: উত্তরদাতাদের তৈরি পণ্য সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস

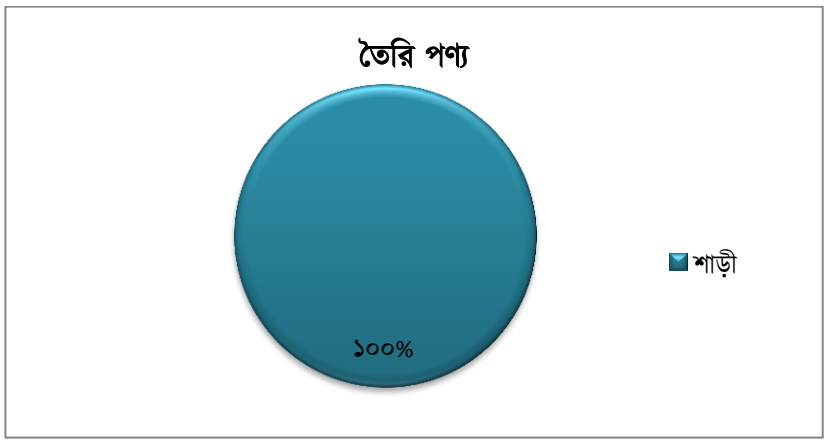

তাঁরা আরও টেকনিক্যাল এবং আর্থিক সহায়তা পেলে প্রায় দ্বিগুণ শাড়ি তৈরি করতে পারে। তাঁদের মতে, অত্যধিকউৎপাদন খরচ ও কম দামের পণ্যগুলির উচ্চমূল্যের কারণে বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থা লাভজনক নয়।

৭.২ মজুরি ও কর্ম পরিবেশ সম্পর্কিত ধারনা

তাঁতশিল্পীদের পেশা পরিবর্তনের কারণ হিসেবে তাঁদের ক্রমহ্রাসমান মজুরি এবং প্রতিকূল কর্মপরিবেশ মুখ্য। এই অংশে মজুরি ও কর্ম পরিবেশ সংশ্লিষ্ট বিষয় যথা- তাঁত ইউনিটের মালিকানা, কীসের ভিত্তিতে তাঁতিরা মজুরি পান, তাঁতশিল্প শ্রমিকদের দৈনিক কর্মঘণ্টা, যথাযথ মজুরি পান কিনা,

Dhaka University Institutional Repository

কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ কেমন, মালিকের সাথে সম্পর্ক কেমন ইত্যাদি বিষয়াবলী যথাযথ তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে আলোচনা করা হয়েছে।

৭.২.১ তাঁত ইউনিটের মালিকানা সংক্রান্ত ধারনা

গবেষণায় দেখা গেছে যে বেশিরভাগ উত্তরদাতা মালিকের নিয়ন্ত্রণে কাজ করছিল। মালিকদের নিয়ন্ত্রণে কাজ করার পিছনে কারণগুলি মূলত আর্থিক অভাবের কারণে সৃষ্ট। মালিকদের অধীনে কাজ করার অন্যতম কারণ মূলত তাঁদের নিজস্ব কোন তাঁত ইউনিট নেই।

লেখচিত্র-৭.৪: তাঁত ইউনিটের মালিকানা সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস

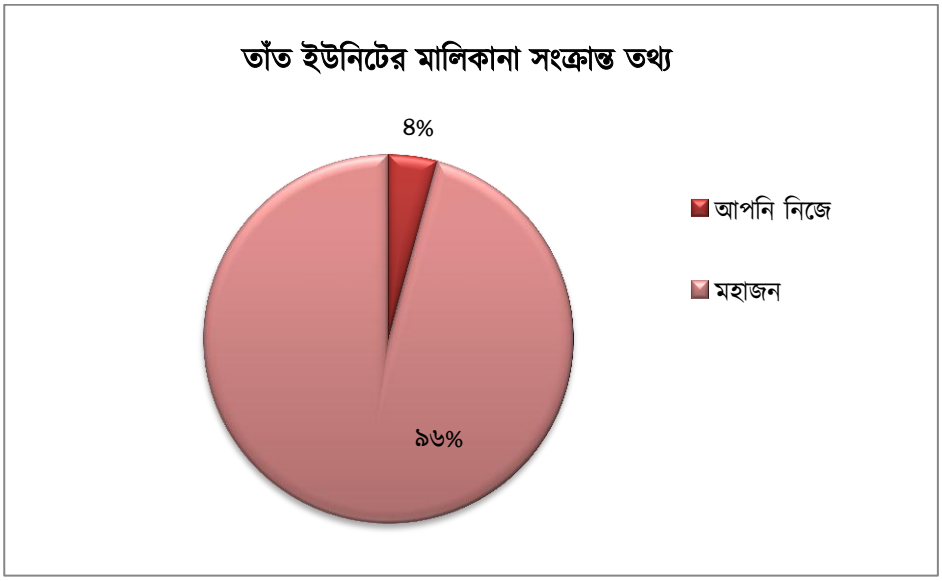

উপরের লেখচিত্রতে দেখা যায়,শ্রমিকদের মালিকানার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। শ্রেণিবিন্যাসে এটা স্পষ্ট যে মাত্র ৪% বয়নকারী তাঁত ইউনিটের মালিক হিসেবে কাজ করে, বাকি ৯৬% মালিকের নিয়ন্ত্রণে কাজ করে।

৭.২.২ শ্রমিকদের মজুরি প্রাপ্তির ধারনা

উত্তরদাতারা দৈনিক গড়ে ১০ ঘন্টা কাজ করে। তাঁদের অধিকাংশই প্রতি সপ্তাহে উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণের ভিত্তিতে মজুরি পায়। গবেষণা এলাকার তাঁতশিল্প শ্রমিকদের ৯৭% বলেছেন তাঁরা সাপ্তাহিক ভিত্তিতে মজুরি পান। বাকি ৩% পান মাসিক ভিত্তিতে।

লেখচিত্র-৭.৫: তাঁতশিল্প শ্রমিকদের মজুরী প্রাপ্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস

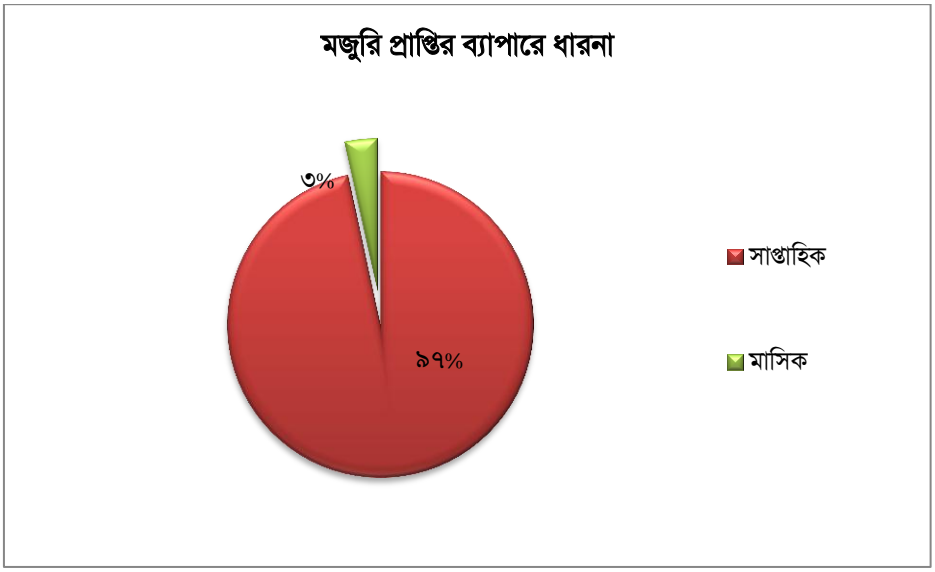

৭.২.৩ মজুরি প্রাপ্তির সময়াগত ধারনা

লেখচিত্র-৭.৬: তাঁতশিল্প শ্রমিকদের মজুরী প্রাপ্তির সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস

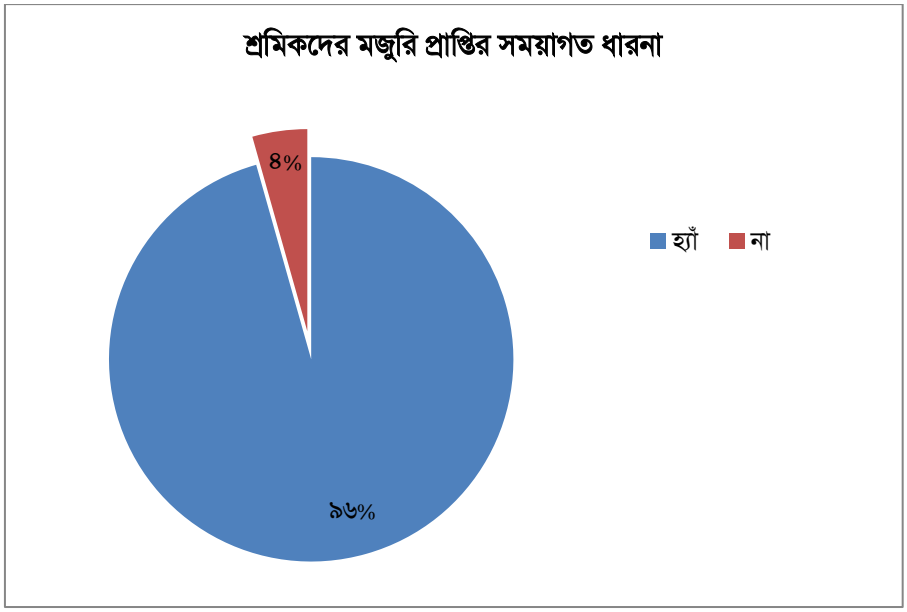

উত্তরদাতাদের প্রায় সবাই নিয়মিত তাঁদের মজুরি পান। ৯৬% উত্তরদাতা বলেছেন তাঁরা তাঁদের মজুরি যথাসময়ে পান। বাকি ৪% মজুরি যথাসময়ে পান না।

৬.২.৪ প্রাপ্ত মজুরী সম্পর্কে শ্রমিকদের মূল্যায়ন

অনেক দক্ষ কারিগর প্রত্যাশা অনুযায়ী ন্যায্য মজুরি না পেয়ে পেশা পরিবর্তন করছেন।

লেখচিত্র-৭.৭: প্রাপ্ত মজুরী সংক্রান্ত ধারনার বন্টন

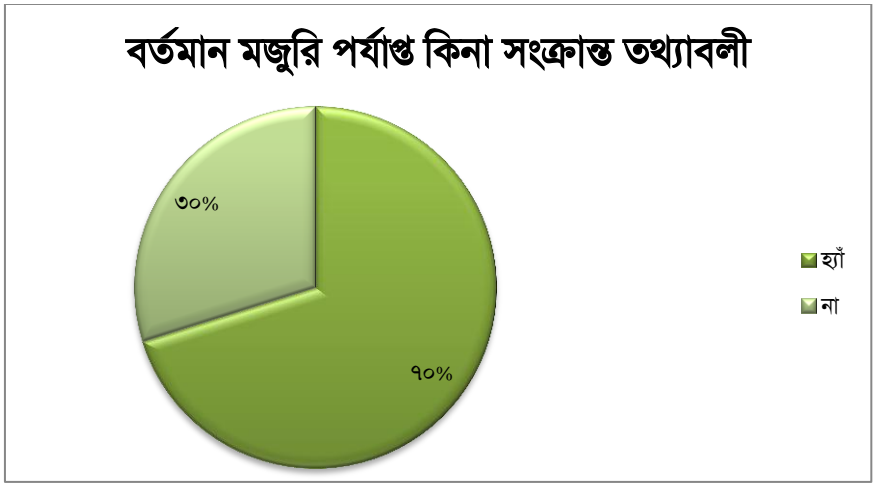

তাদের অধিকাংশই বলেছেন, তাদের প্রাপ্ত মজুরি যথেষ্ট। ৩০% উত্তরদাতা বলেছেন তাদের মজুরি যথেষ্ট নয়। তবে ৭০% উত্তরদাতাই তাদের প্রাপ্ত মজুরি যথেষ্ট বলেছেন।

৭.২.৫ তাঁতশিল্প শ্রমিকদের দৈনিক কর্মঘণ্টার ধারনা

লেখচিত্র-৭.৮: তাঁতশিল্প শ্রমিকদের কর্মঘণ্টা সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস

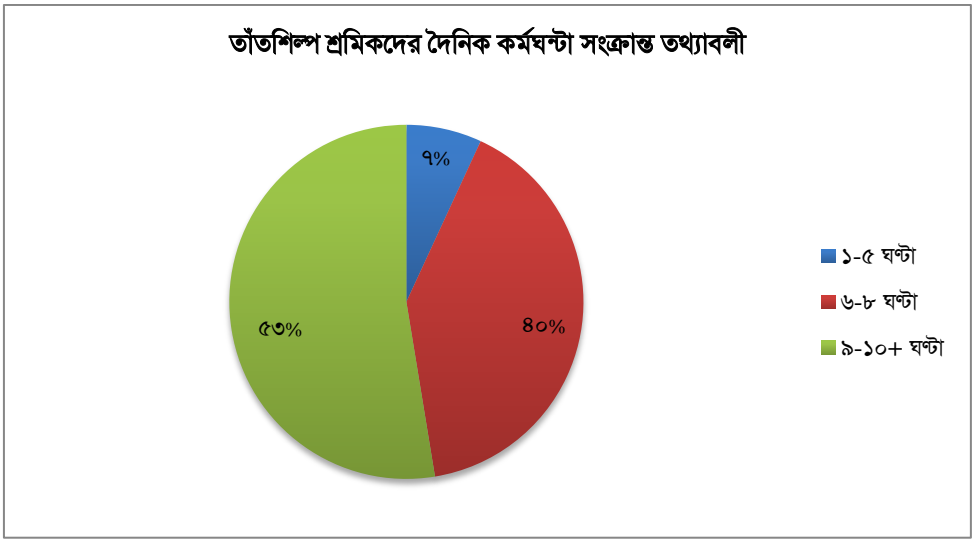

তাঁতশিল্প শ্রমিকরা প্রতিদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি করেন। লেখচিত্র ৭.৮-এ দেখানো হয়েছে, তাঁদের প্রায় অর্ধাংশের বেশি (৫৩%) ৯-১০+ ঘণ্টা কাজ করেন। এদের মধ্যেও একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যা ১২ ঘণ্টার ঊর্ধ্বে কাজ করেন। ৪০ শতাংশ উত্তরদাতা দৈনিক ৬-৮ ঘণ্টা কাজ করেন। বাকি ৭% বলেছেন তাঁরা সর্বোচ্চ ৫ ঘণ্টা কাজ করেন।

৭.২.৬ তাঁতশিল্প শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রের পরিবেশগত ধারনা

উক্ত গবেষণার অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করা হয়েছিল মালিকের সাথে সম্পর্ক এবং কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ কেমন। উত্তরদাতাদের প্রায় সবাই এই দুইটি ক্ষেত্রেই ইতিবাচক উত্তর দিয়েছেন। ৯৭% উত্তরদাতা বলেছেন কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ ভাল। অন্য মাত্র ৩% উত্তরদাতা বলেছেন কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ ভাল না। তার মানে, প্রায় সবাই কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ নিয়ে সন্তুষ্ট।

লেখচিত্র-৭.৯: তাঁতশিল্প শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রের পরিবেশগত তথ্যাবলীর বিন্যাস

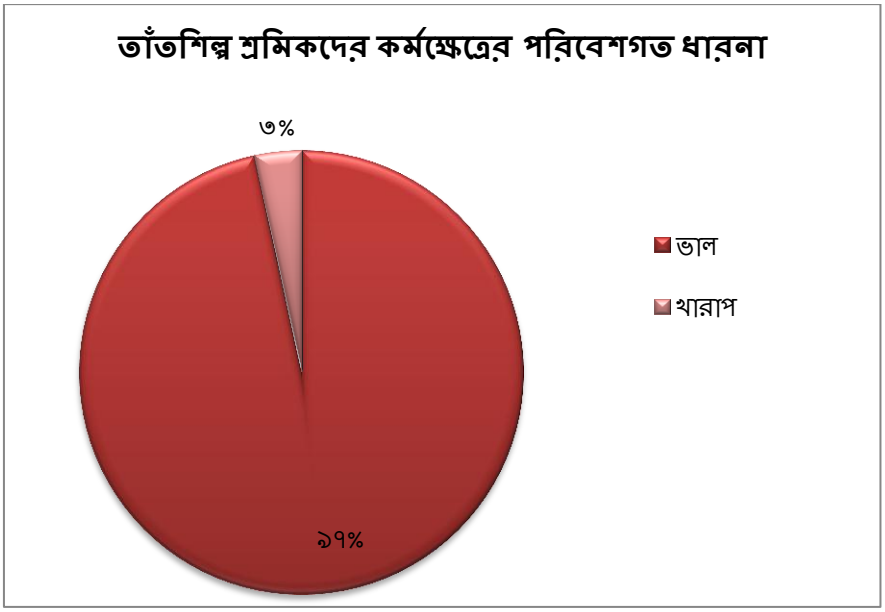

৭.২.৭ মালিকের সাথে তাঁতশিল্পীর সম্পর্ক

গবেষণার অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করা হয়েছিল মালিকের সাথে সম্পর্ক কেমন। উত্তরদাতাদের সবাই এই ক্ষেত্রেই ইতিবাচক উত্তর দিয়েছেন।

লেখচিত্র-৭.১০: শ্রমিক ও মালিকের সাথে সম্পর্ক সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস

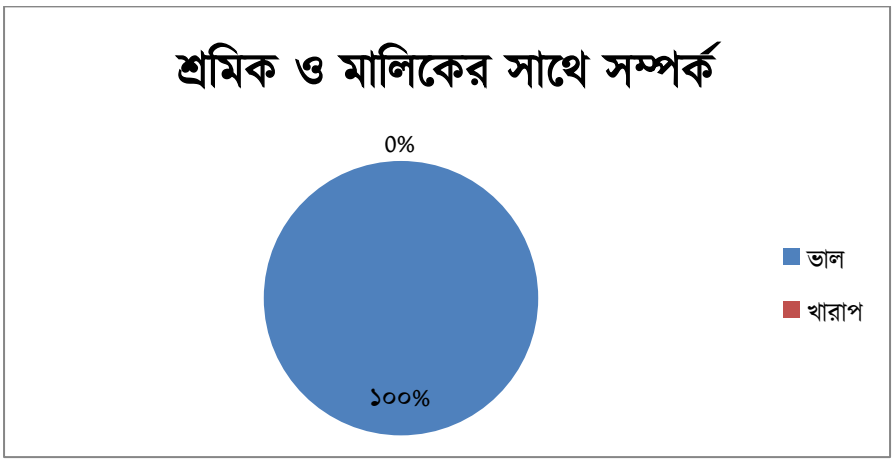

১০০% উত্তরদাতা বলেছেন মালিকের সাথে তাঁদেরসম্পর্ক ভালো। এটা অবশ্যই সুখকর যে, কোন উত্তরদাতাই মালিকের সাথে সম্পর্ক খারাপ বলেনি। তার মানে, সবাই মালিকের সাথে সম্পর্ক নিয়ে সন্তুষ্ট।

৭.৩ তাঁতশিল্পে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যার ধারনা

গবেষণায় তাঁতশিল্পের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এসব সমস্যা কীভাবে শ্রমিকদের পেশা পরিবর্তনে প্রভাব ফেলছে বা আদৌ ফেলছে কিনা, তাও খুঁজে বের করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। চলমান অংশে তাঁতশিল্পের বিভিন্ন সমস্যা যথা- প্রযুক্তিগত সমস্যা, নকঁশাজনিত সমস্যা, সংশ্লিষ্ট পরিবহন ব্যবস্থা,সংশ্লিষ্ট প্রচার প্রচারণা, বাজারজাতকরণে সমস্যা, তাঁতশিল্পের উন্নয়নে সরকারি কার্যক্রম, তাঁতশিল্প শ্রমিকদের নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদি বিষয়সমূহ তুলে ধরা হয়েছে।

৭.৩.১ তাঁতশিল্পে বিদ্যমান প্রযুক্তিগত সমস্যার ধারনা

গবেষণার অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করা হয়েছিল প্রযুক্তিগত কোন সমস্যা আছে কিনা।

উত্তরদাতাদের প্রায় সবাই উত্তর দিয়েছেন প্রযুক্তিগত কোন সমস্যা নেই। লেখচিত্র ৭.১১-এ দেখা যায়, ৯৭% উত্তরদাতা বলেছেন প্রযুক্তিগত কোন সমস্যা নেই। অন্য মাত্র ৩% উত্তরদাতা বলেছেন প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রেকিছু সমস্যা আছে। তার মানে, প্রায় সবাই প্রযুক্তিগত দিক নিয়ে সন্তুষ্ট।

Dhaka University Institutional Repository

লেখচিত্র-৭.১১: তাঁতশিল্পে বিদ্যমান প্রযুক্তিগত সমস্যার তথ্যাবলীর বিন্যাস

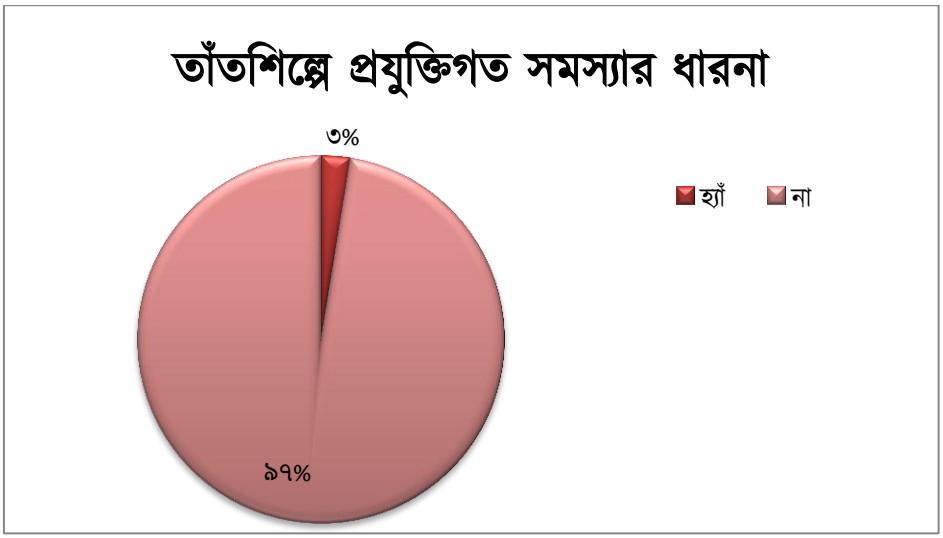

তবে কেউ কেউ জানিয়েছেন সেখানে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহের অপর্যাপ্ততার কারণে এ শিল্পের আধুনিকায়ন কিছুটা বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।

৭.৩.২ তাঁতশিল্পে বিদ্যমান নকশাজনিত সমস্যা

লেখচিত্র-৭.১২: তাঁতশিল্পে নকশাজনিত সমস্যার সম্পর্কিত ধারনার বিন্যাস

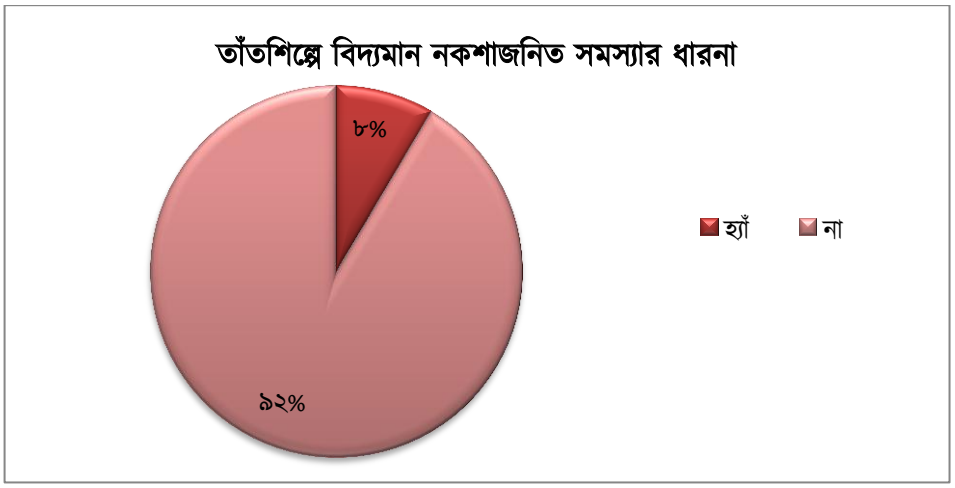

গবেষণার অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ডিজাইনগত সমস্যা আছে কিনা তা নিয়েও। উত্তরদাতাদের অধিকাংশই উত্তর দিয়েছেন ডিজাইনগত কোন সমস্যা নেই। ৯২% উত্তরদাতা বলেছেন ডিজাইনগত কোন সমস্যা নেই। অন্য মাত্র ৮% উত্তরদাতা বলেছেন নঁকশাজনতি ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা আছে। তার মানে, প্রায় সবাই ডিজাইনগত দিক নিয়ে সন্তুষ্ট।

৭.৩.৩ তাঁতশিল্পে বিদ্যমান সংশ্লিষ্ট পরিবহন ব্যবস্থা সংক্রান্ত ধারনা

সংশ্লিষ্ট পরিবহন ব্যবস্থা এবং সংশ্লিষ্ট প্রচার প্রচারণা জনিত সমস্যা আছে কিনা, এই প্রশ্নে উত্তরদাতারা মিশ্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট পরিবহন ব্যবস্থা পর্যাপ্ত বলে জানিয়েছেন ৯০ শতাংশ উত্তরদাতা। বাকি ১০% বলেছেন সংশ্লিষ্ট পরিবহন ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়।

লেখচিত্র.৭-১৩: তাঁতশিল্পে বিদ্যমান পরিবহন ব্যবস্থা সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস

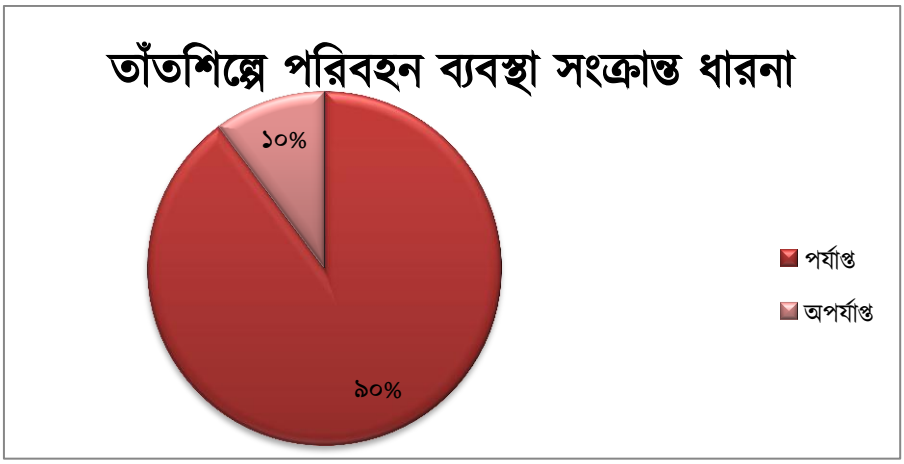

৭.৩.৪ তাঁত শিল্পে প্রচার প্রচারণা সম্পর্কিত সমস্যার ধারনা

তাঁতশিল্প সংশ্লিষ্ট প্রচার প্রচারণা অপর্যাপ্ত জানিয়েছেন প্রায় ৩৭% উত্তরদাতা। বাকি ৬৩% বলেছেন সংশ্লিষ্ট প্রচার প্রচারণা পর্যাপ্ত। এ ক্ষেত্রে দেখা যায় সংশ্লিষ্ট পরিবহন ব্যবস্থা মোটামুটি অনুকূলে থাকলেও সংশ্লিষ্ট প্রচার প্রচারণার ক্ষেত্রে অনেককেই সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়।

লেখচিত্র-৭.১৪: তাঁতশিল্পে বিদ্যমান প্রচার প্রচারণা সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস

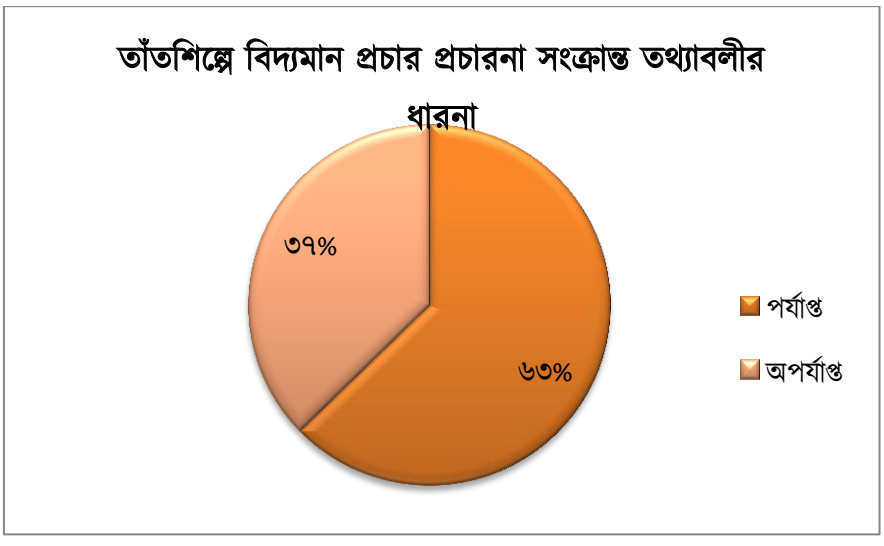

Dhaka University Institutional Repository

৭.৩.৫ তাঁতশিল্পে পণ্যের বাজারজাতকরণেচলমান সমস্যা সমূহ

উক্ত গবেষণায় তাঁতশিল্পের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এসব সমস্যা কীভাবে শ্রমিকদের পেশা পরিবর্তনে প্রভাব ফেলছে বা আদৌ ফেলছে কিনা, তাও খুঁজে বের করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। চলমান অংশে তাঁতশিল্পের বিভিন্ন সমস্যা যথা- প্রযুক্তিগত সমস্যা, নকঁশাজনিত সমস্যা, সংশ্লিষ্ট পরিবহন ব্যবস্থা, সংশ্লিষ্ট প্রচার প্রচারণা, বাজারজাতকরণে সমস্যা, তাঁতশিল্পের উন্নয়নে সরকারি কার্যক্রম, তাঁতশিল্প শ্রমিকদের নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদি বিষয়সমূহ তুলে ধরা হয়েছে।

লেখচিত্র-৭.১৫ তাঁতপন্যের বাজারজাতকরনে সমস্যা সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস

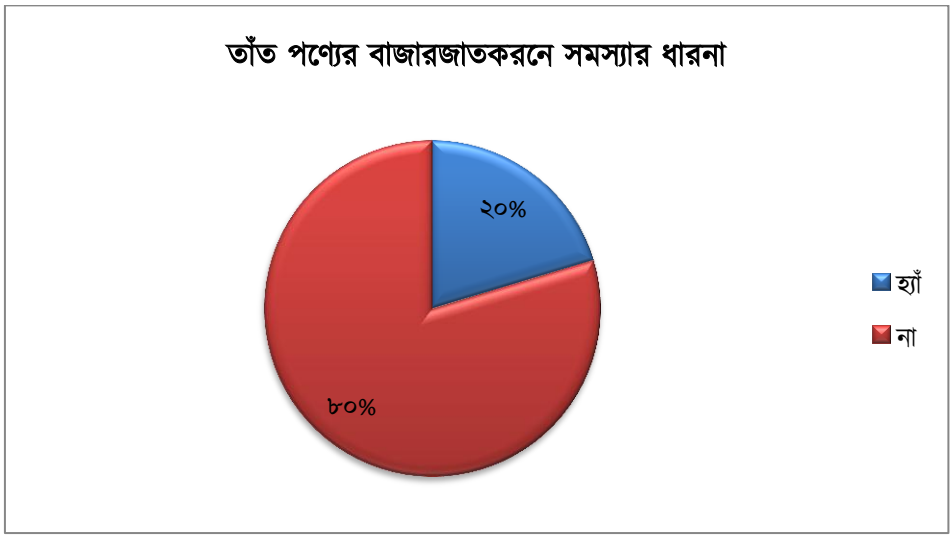

৭.৩.৬ তাঁতশিল্পের উন্নয়নে গৃহীত সরকারি কার্যক্রম সংক্রান্ত ধারনা

তাঁতশিল্প উন্নয়নে সরকারি সহযোগিতা অপর্যাপ্ত ও অকার্যকর। গবেষণা এলাকার তাঁতশিল্প শ্রমিকেরা বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে টিকে আছেন।এখানে তাঁতশিল্প উন্নয়নে সরকারি সহযোগিতা অত্যন্ত হতাশাব্যাঞ্জক।তাঁরা মহাজনদের কাছ থেকে বাকীতে উৎপাদনের কাঁচামাল সরবরাহ পেলেও সরকারি-বেসরকারি কোন ব্যাংক থেকে ঋণ পাচ্ছেন না। এছাড়াও উপযুক্ত নজরদারি ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা না থাকায় তাঁতিরা ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তবে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সহযোগিতা পেলে তাঁতশিল্প শ্রমিকেরা এ শিল্প উন্নয়নে ভূমিকা পালন করতে পারবে।

Dhaka University Institutional Repository

লেখচিত্র-৭.১৬: তাঁতশিল্পের উন্নয়নে সরকারি কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাবলী

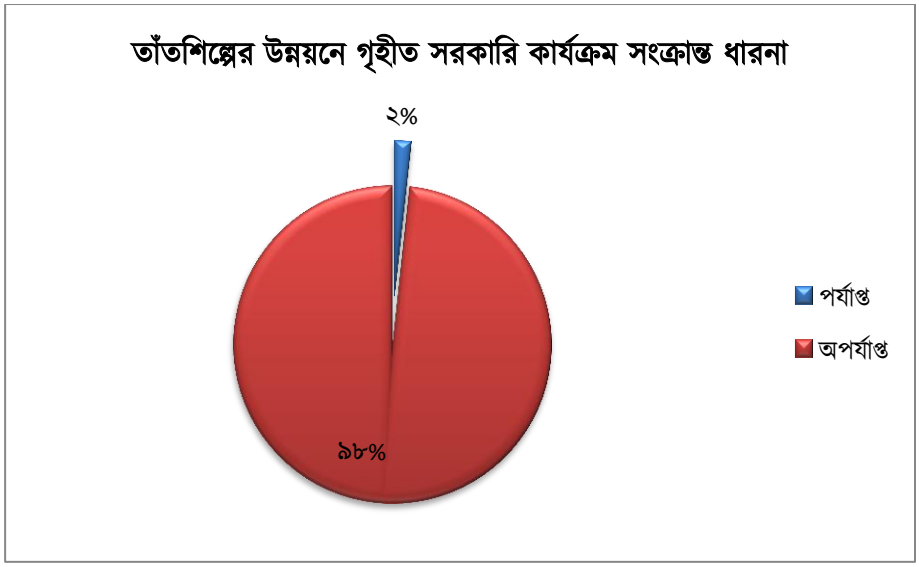

গবেষণায় দেখা যায় যে, ৯৮% উত্তরদাতা তাঁতশিল্পের উন্নয়নে সরকারি কার্যক্রম অপর্যাপ্তের বলে মনে করেন। অবশিষ্ট ২% মনে করেন তাঁতশিল্পের উন্নয়নে সরকারি কার্যক্রম রয়েছে।

৭.৩.৭ তাঁতশিল্প শ্রমিকদের নিরাপত্তাহীনতা সংক্রান্ত তথ্যাবলী

লেখচিত্র-৭.১৭: তাঁতশিল্প শ্রমিকদের নিরাপত্তাহীনতা সংক্রান্ত তথ্যাবলী

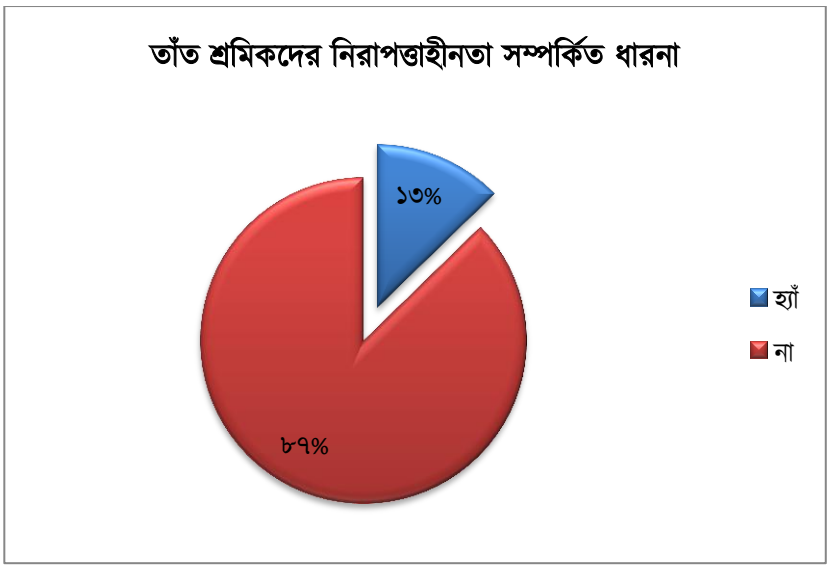

বিশেষ করে এখানকার তাঁতিরা বেশিরভাগই নিরাপত্তার বিষয়ে ততটা শংকিত থাকে না। ৮৭ শতাংশ তাঁতশিল্পী বলেছেন, তাঁরা কোন নিরাপত্তাহীনতা বোধ করেন না। বাকি ১৩ শতাংশ বলেছেন তাঁরা বিভিন্ন নিরাপত্তাহীনতা বোধ করেন। যারা নিরাপত্তাহীনতা বোধ করেন, তাঁরা কোন ধরণের

নিরাপত্তাহীনতাবোধ করেন জানতে চাইলে তাঁদের ৮৭% বলেন, তাঁরা অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা বোধ করেন। বাকিরা সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা বোধ করেন। এর বাইরেও তাঁরা কিছু বিষয়ে নিরাপত্তাহীনতার কথা উল্লেখ করেছেন। কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি, স্বল্প আয়, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও বিভিন্ন কারণে তাঁরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতার পাশাপাশি ব্যক্তিগত ও পরিবারিক নিরাপত্তাহীনতাও অনুভব করে থাকেন বলে জানান।

৭.৪ তাঁতশিল্প শ্রমিকদের পেশাগত অবস্থার ধারনা

বর্তমানে কেমন আছেন তাঁতশিল্প শ্রমিকরা ,তাঁদের পেশাগত অবস্থা কী,মূলধণের যোগান আছে কিনা, না থাকলে ঋণের ব্যবস্থা আছে কিনা, কাঁচামালের উৎস কোথায়, কাঁচামালের সরবরাহ কেমন, কাঁচামালের মূল্য, উৎপাদিত পণ্য বিক্রির জায়গা, কোন ধরণের লুম ব্যবহার করেন ইত্যাদি বিস্তারিত এই অংশে আলোচিত হয়েছে।

৭.৪.১ তাঁতশিল্পে মূলধণের যোগান সম্পর্কিত ধারনা

তাঁতের আগের সুদিন ফিরিয়ে আনতে হলে তাঁতিদের সুতা ও রঙে সরকারকে ভর্তুকি দিতে হবে। এতে করে তাঁতিরা কম মূল্যে সুতা কিনে পণ্য তৈরি করলে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে তাঁরা টিকে থাকতে পারবেন।

লেখচিত্র-৭.১৮: তাঁতশিল্পে মূলধনের যোগান সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস

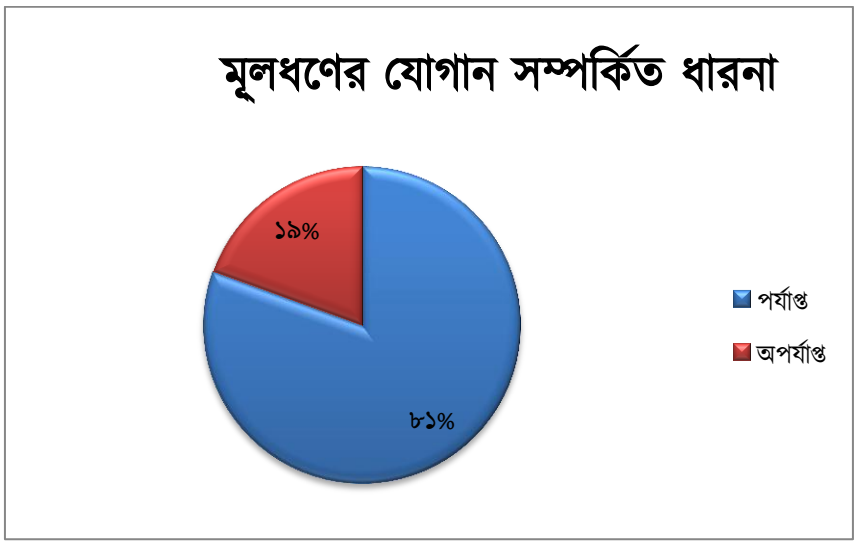

এছাড়া অধিকাংশ তাঁতির পুঁজি বা মূলধনের সংকট রয়েছে। পুঁজির অভাবে তাঁরা পণ্য উৎপাদন করতে পারেন না। এজন্য তাঁতিদের স্বল্প সুদে ঋণদানের ব্যবস্থা করতে হবে। তাঁতিদের কোনো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। আগে তাঁতিদের প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। কিন্তু অর্থের অভাবে অনেক জায়গায় সেই কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। যদিও মূলধনের অপর্যাপ্ততার কথা জানিয়েছেন ১৯% উত্তরদাতা, ৮১% উত্তরদাতা মূলধনের সমস্যা অনুভব করেন না।

৭.৪.২ তাঁতশিল্পে ঋণের সরবরাহ সম্পর্কিত ধারনা

উত্তরদাতাদের ব্যাংক ঋণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। আমাদের ১২০ জন উত্তরদাতা আমাদের জানিয়েছেন যে তাঁদের ঋণের প্রয়োজন হলেও মাত্র ১২% উত্তরদাতা বলেছেন যে তাঁরা ঋণ পেয়ে থাকেন। তবে তাও কোন সরকারি বা বেসরকারি ব্যাংক থেকে নয়। যারা পান তাঁরা বিভিন্ন এনজিও থেকে পেয়ে থাকেন। লেখচিত্র ৭.১৯ থেকে দেখা যায় ৮৮% উত্তরদাতাই কোন ধরণের ঋণ পান না।

লেখচিত্র-৭.১৯: তাঁতশিল্পে ঋণের সরবরাহ সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস

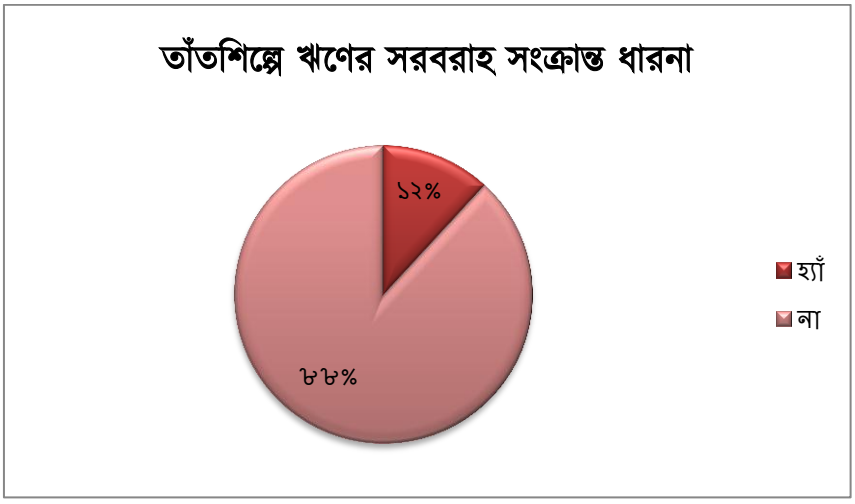

৭.৪.৩ শিল্পে ব্যবহৃতকাঁচামালের উৎস সংক্রান্ত তথ্য

হ্যান্ডলুম পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক কাঁচামাল মূলত স্থানীয় বাজার থেকে কিনেছে কিন্তু কখনও কখনও ঢাকা থেকেও কাঁচামাল কিনে আনা হয়। মূলত পাথরাইল বাজার থেকেই দুই গ্রামের তাঁতিরা কাঁচামাল কিনে থাকেন। কাঁচামাল যে কোন পণ্য উৎপাদন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গবেষণায় পাওয়া গেছে যে, ৮৭% হ্যান্ডলুম ইউনিটের তাঁতিরা স্থানীয় বাজারের

ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কাঁচামাল সামগ্রী ক্রয় করেন। স্থানীয় বাজারের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কাঁচামাল সামগ্রী ক্রয় করে।১৩% তাঁতি সরাসরি ঢাকা থেকে কেনা কাঁচামাল ব্যবহার করেন।

লেখচিত্র ৭.২০: শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামালের উৎস সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস

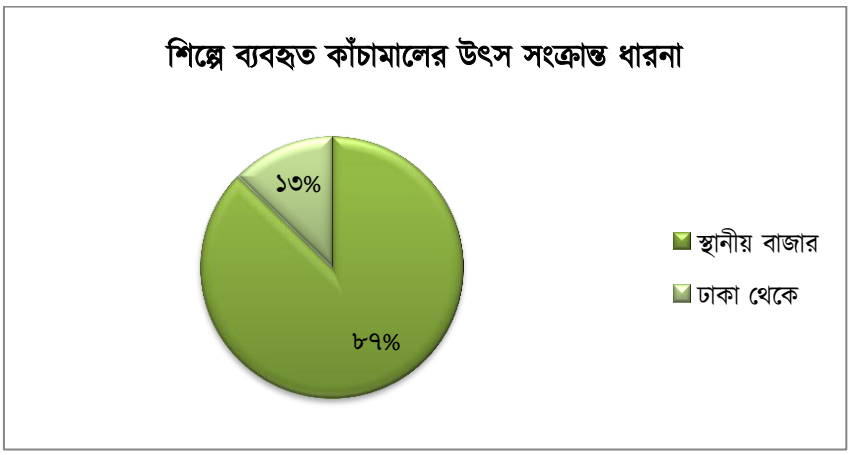

৭.৪.৪ তাঁতশিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামালের সরবরাহ সংক্রান্ত ধারনা

বাংলাদেশের তাঁতশিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ ব্যবস্থা আমদানি নির্ভর। বেনারসি এর কাঁচামাল বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে চীন, জাপান, কোরিয়া, ভিয়েতনাম, ভারত, তাইওয়ান ও পাকিস্তানের মত দেশ থেকে আমদানী করা হয় যা স্থানীয় বাজারে বিক্রি করা হয়।

লেখচিত্র-৭.২১: তাঁতশিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামালের সরবরাহ সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস

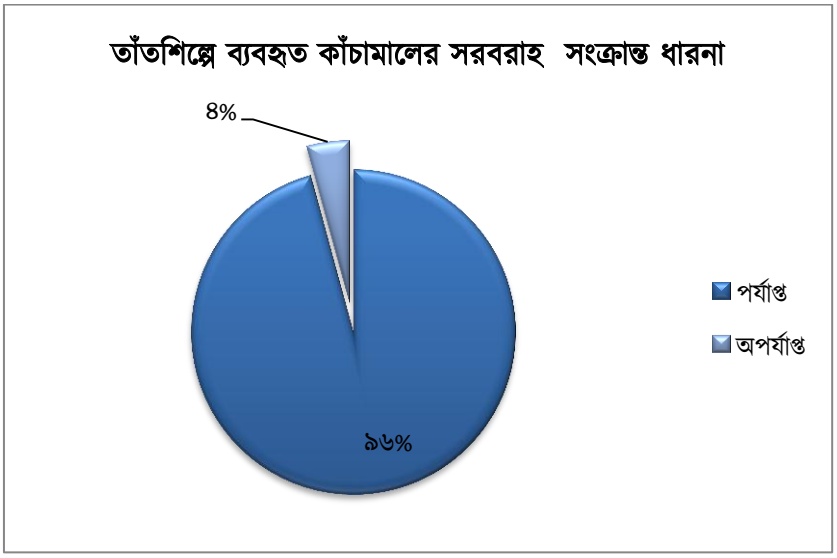

উদ্যোক্তাদের স্থানীয় বাজার থেকে অত্যন্ত উচ্চ হারে কাঁচামাল কিনতে হয়। ফলস্বরূপ উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পায় কিন্তু কাঁচামালের সরবরাহ যথেষ্ট। ৯৬% উত্তরদাতাই বলেছেন কাঁচামালের সরবরাহে কোন অপর্যাপ্ততা নেই। মাত্র ৪% উত্তরদাতা বলেছেন কাঁচামালের সরবরাহ পর্যাপ্ত নয়।

৭.৪.৫ তাঁতশিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামালের মূল্য সংক্রান্ত ধারনা

দেশের পুরনো তাঁতশিল্প অনেক সমস্যার মধ্যে পড়েছে। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো এ শিল্পে ব্যবহৃত সুতার দাম দিন দিন লাগামহীনভাবে বাড়ছে। কিন্তু সে তুলনায় তাঁতে বোনা শাড়ি কাপড়ের দাম কিছুই বাড়েনি। সে কারণে তাঁতিরা লোকসান দিতে দিতে এক সময় তাঁত বোনাই ছেড়ে দিচ্ছে।

লেখচিত্র-৭.২২: তাঁতশিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামালের মূল্য সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস

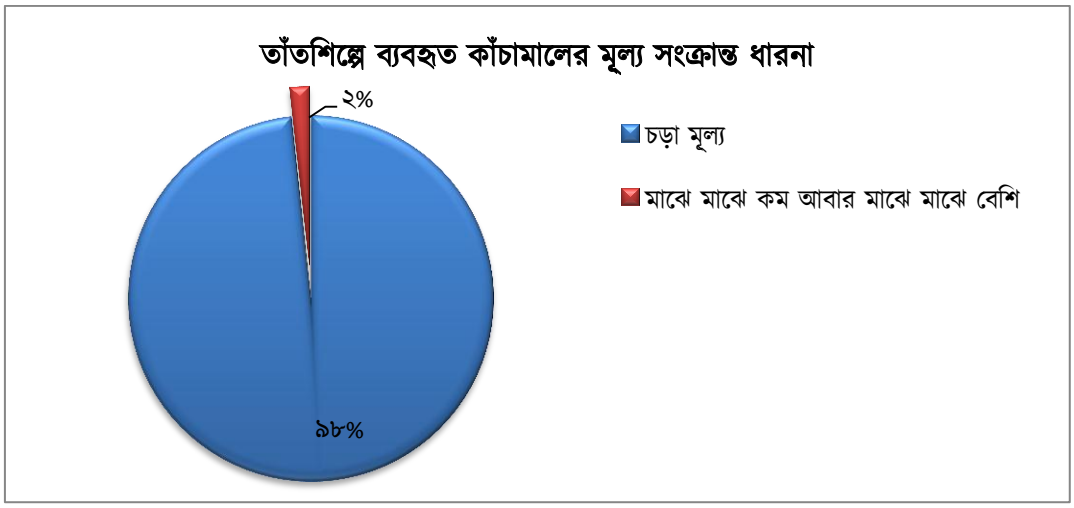

অংশগ্রহণকারীদের ৯৮% তাঁতিই বলেছেন কাঁচামালের মূল্য অত্যন্ত বেশি। বাকি ২% বলেছেন কাঁচামালের দাম কখনো বাড়ে কখনো কমে। এদের মধ্যে কেউই বলেননি যে কাঁচামালের মূল্য কম।

৭.৪.৬ তাঁতশিল্পে উৎপাদিত পণ্য বিক্রির স্থান সম্পর্কিত ধারনা

বেশিরভাগ (৬৩%) তাঁতিতাঁদের উৎপাদিত পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রয় করে। ৩২% তাঁতি বিক্রি করে খুচরা বিক্রেতার কাছে এবং ৩১% তাঁতি বিক্রি করে পাইকারি বিক্রেতার কাছে।এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে ৩০% তাঁতিমহাজনের কাছে এবং ৭% তাঁতি আড়ংয়ের বিভিন্ন শাখার কাছে তাঁদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করে। তাঁদের নিজস্ব শোরুম নেই। দোকান মালিক বা মহাজনদের মাধ্যমে তাঁদের পণ্য বিক্রি করে।

লেখচিত্র-৭.২৩: তাঁতশিল্পে উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের স্থান সম্পর্কিত তথ্যাবলীর বিন্যাস

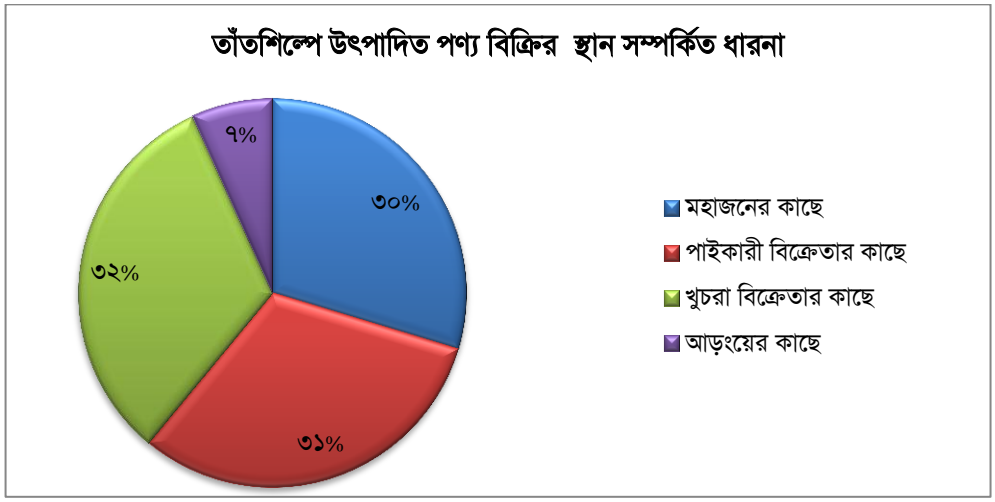

পাইকারি দাম বেশিরভাগই মহাজন দ্বারা নির্ধারিত হয়। বাকি উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রে তাঁতি নিজেই মূল্য নির্ধারণ করেন। তবে নিজেরা নির্ধারণ করলেও তাঁদের নির্ধারিত মূল্য যথেষ্ট নয় বলে মনে করেন তাঁরা। তাঁরা চাইলেও বেশি দাম নির্ধারণ করতে পারেন না। কারণ টিকে থাকতে হলে অধিক মূল্য নির্ধারণ করাটা তাঁদের জন্য আত্মঘাতীই বলা যায়। বাজারে তাঁদের পণ্যগুলির প্রধান প্রতিযোগী পণ্য দেশের অন্যান্য স্থানে উৎপাদিত সালোয়ার কামিজ, ম্যাক্সি, পাওয়ার লুমের শাড়ি, ভারতীয় শাড়ি ইত্যাদি।

৭.৪.৭ তাঁতশিল্পে লুম ব্যবহারের ধরন সম্পর্কিত ধারনা

উৎপাদনের ক্ষেত্রে সেখানে গবেষণায় অংশগ্রহণকারী তাঁতিরা সবাই হ্যান্ডলুম ব্যবহার করে। ঐতিহ্যবাহী লুমের তুলনায় অর্ধস্বয়ংক্রিয় ও বৈদ্যুতিক লুমে তুলনামূলকভাবে উৎপাদন বেশি ও সহজতর। তবে এক্ষেত্রে তাঁতিদের প্রযুক্তিগত দক্ষতার অভাবের ফলে তাঁরা হ্যান্ডলুম ব্যবহার করে। 'পিটলুম' তাঁত বস্ত্র সভ্যতার শুরু থেকেই শুরু হয়। 'পিটলুম' তাঁতের বস্ত্র তৈরি করতে তাঁতিদের পরিশ্রম বেশি হয়। এ শাড়ি তৈরি করতে খরচও বেশি পড়ে। এ শাড়ি তৈরি করতে সময় লাগে তিন থেকে চার দিন। আবার 'চিত্তরঞ্জন' তাঁতের শাড়ি তৈরিকরতে তাঁতিদের ততটা পরিশ্রম হয় না, উৎপাদন হয় বেশি, খরচ কম হয়। তবে এই গবেষণার সাথে যুক্ত কোন তাঁতি এই দুই ধরণের লুম ব্যবহার করেন না।

লেখচিত্র-৭.২৪: তাঁতশিল্পে লুম ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্যাবলীর বিন্যাস

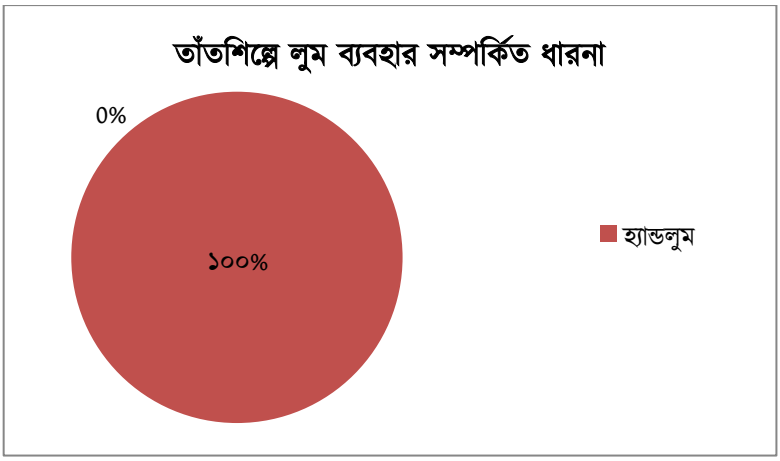

৭.৫ তাঁতশিল্প শ্রমিকদের পেশাগত ঝুঁকি ও অভিবাসন সম্পর্কিত ধারনা

বর্তমানে অনেক তাঁতশিল্প শ্রমিক পেশাগত ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন এবং তাঁরা ব্যাপক হারে অভিবাসিত হয়ে ভারতসহ বিভিন্ন দেশে চলে যাচ্ছেন। নির্ধারিত বিক্রয় মূল্য পর্যাপ্ত কিনা, এই পেশা লাভজনক কিনা, সার্বিক বিবেচনায় তাঁতশিল্পের বর্তমান অবস্থা কেমন, পেশার ভবিষ্যৎ কী, তাঁতশিল্প শ্রমিকদের অভিবাসনের চিত্র, অভিবাসিত হওয়ার কারণ ইত্যাদি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৭.৫.১ তাঁত শিল্পপণ্যের নির্ধারিত বিক্রয় মূল্য সম্পর্কিত ধারনা

লেখচিত্র-৭.২৫: তাঁতপণ্যের নির্ধারিত বিক্রয় মূল্য সম্পর্কিত তথ্যাবলীর বিন্যাস

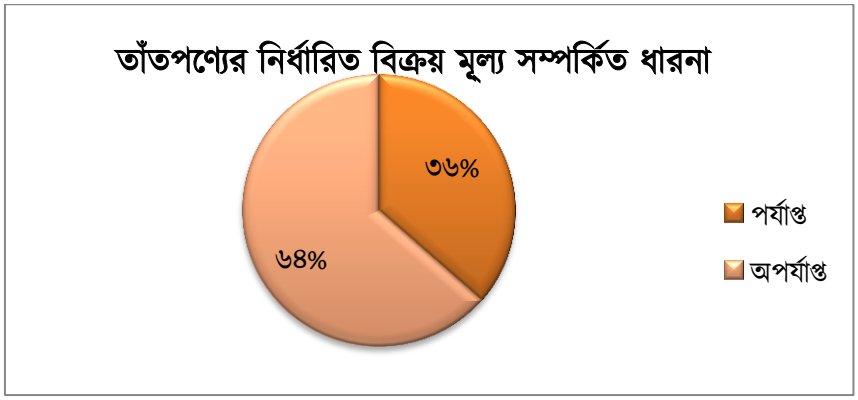

তাঁতশিল্পীদের অন্য পেশায় যাওয়ার পেছনে মূল কারণই হলো অর্থনৈতিক কারণ। তাঁদের স্বল্প আয় এবং কাঁচামাল ও উৎপাদনের পেছনে অধিক ব্যয় তাঁদেরকে এই পেশায় নিরুৎসাহিত করছে।

উপরের লেখচিত্র ৭.২৫ থেকে এটা খুবই স্পষ্ট যে তাঁরা তাঁদের পেশা নিয়ে কতটা সন্তুষ্ট। নির্ধারিত বিক্রয় মূল্যের ক্ষেত্রে প্রায় ৬৪% তাঁতি বলেছেন নির্ধারিত বিক্রয় মূল্য যথেষ্ট নয়, বাকি ৩৬% বলেছেন নির্ধারিত বিক্রয় মূল্যপর্যাপ্ত।

৭.৫.২ তাঁতশিল্প পেশা লাভজনক কিনা সংক্রান্ত ধারনা

এই পেশা লাভজনক কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে ৯০% তাঁতিই বলেছেন যে এই পেশা লাভজনক নয়। বাকি ১০% বলেছেন যে পেশা লাভজনক বা মোটামুটি লাভজনক।

লেখচিত্র-৭.২৬: তাঁতশিল্প পেশা লাভজনক কিনা সে ব্যাপারে তথ্যাবলীর বিন্যাস

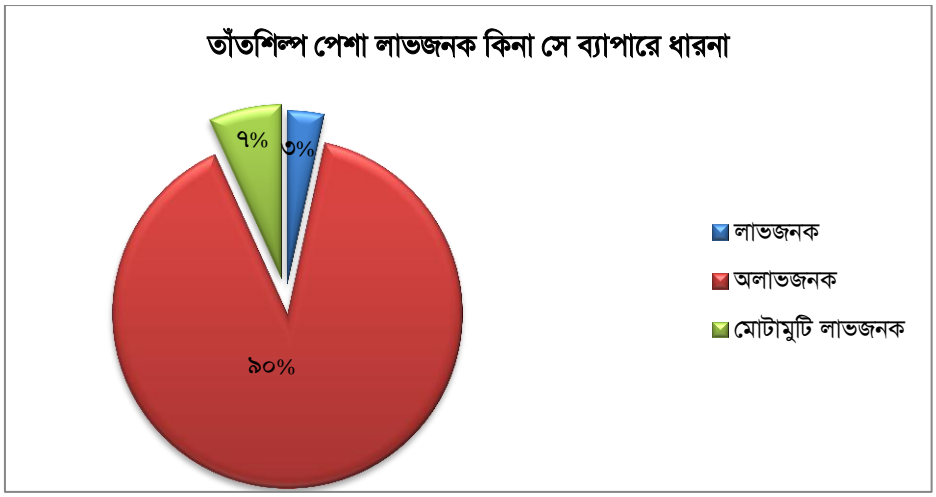

নানামুখী সংকটের কারণে টাঙ্গাইলের তাঁতশিল্প ইউনিটগুলো একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মাত্র ৩ শতাংশ তাঁতি বলেন, এই পেশা লাভজনক। ৭% বলেন মোটামুটি লাভজনক। বাকি ৯০% তাঁতিই বলেন এই পেশা লাভজনক নয়।

৭.৫.৩ তাঁতশিল্পের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ধারনা

সার্বিক বিবেচনায় তাঁতশিল্পের বর্তমান অবস্থা খুবই হতাশাজনক। এই গবেষণায় দেখা গেছে, ৯৬% উত্তরদাতারা বলছেন যে তাঁতশিল্পের বর্তমান অবস্থা অসন্তোষজনক। খুব কম সংখ্যকই বলছেন এই শিল্পের বর্তমান অবস্থা সন্তোষজনক(১%)। বাকি ৩% উত্তরদাতারা বলছেন যে তাঁতশিল্পের বর্তমান অবস্থা মোটামুটি সন্তোষজনক।

লেখচিত্র-৭.২৭: তাঁতশিল্পের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কিত তথ্যাবলীর বিন্যাস

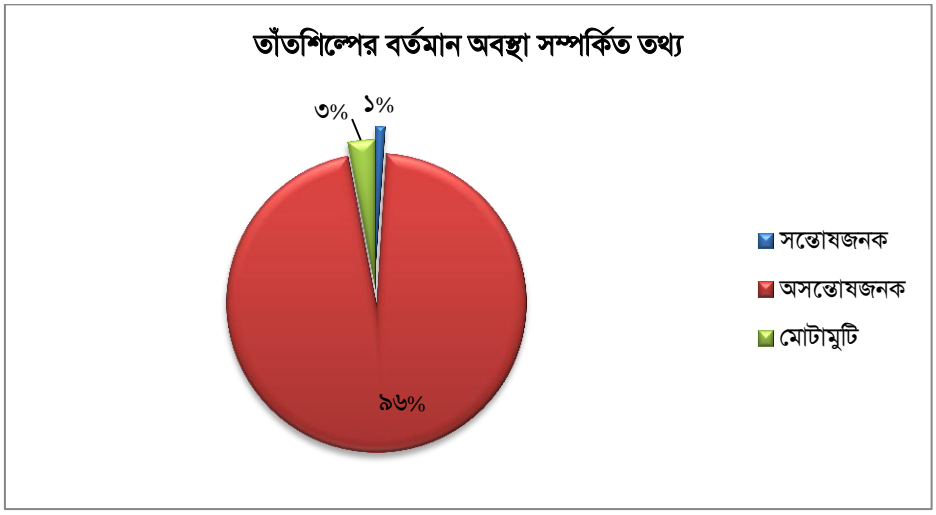

৭.৫.৪ তাঁতশিল্প পেশার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারনা

তাঁতশিল্প শ্রমিকদের অনেকেই অন্যত্র ভাল উপার্জনের সুযোগ পেলে এই পেশায় থাকতে চান না বলে জানিয়েছেন। কারণ এই পেশার ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রায় সবাই শঙ্কিত। অংশগ্রহণকারীদের ৮৮% মনে করেন, এই পেশার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাহীন। এ পেশা সম্ভাবনাময় বলেছেন মাত্র ২% অংশগ্রহণকারী। বাকি ১০% উত্তরদাতা মোটামুটি হিসেবে গণ্য করছেন।

লেখচিত্র-৭.২৮:তাঁতশিল্পপেশার ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত তথ্যাবলীর বিন্যাস

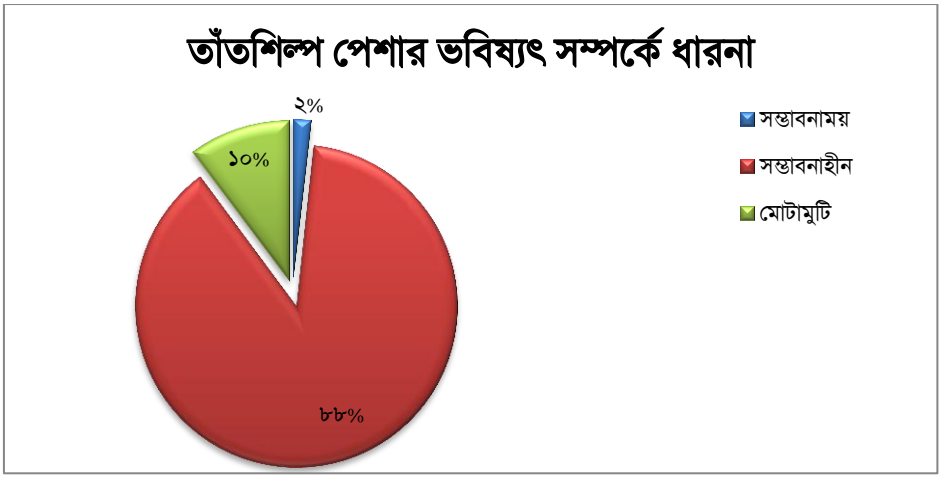

গবেষণায় অংশগ্রহণকারীরা ভবিষ্যতে শিল্পের সম্ভাবনা ও চাহিদার উপর নির্ভর করে তাঁদের পেশা পরিচালিত করবেন বা অন্য কোথাও ভাল উপার্জনের সুযোগ পেলে এ পেশা ছেড়ে দিবেন।

৭.৫.৫ তাঁতশিল্প শ্রমিকদের অভিবাসন সম্পর্কিত ধারনা

তাঁতশিল্প শ্রমিকেরা পারিবারিকভাবেই তাঁদের পৈত্রিক পেশায় নিয়োজিত হয়। তবে বিভিন্ন কারণে বর্তমানে অনেকেই অন্যান্য পেশায় জড়িয়ে পড়ছেন। এই গবেষণায় বাংলাদেশ থেকে তাঁতশিল্প শ্রমিকদের ব্যাপকভাবে ভারতে অভিবাসনের চিত্র উঠে এসেছে।

লেখচিত্র-৭.২৯: তাঁতশিল্প শ্রমিকদের অভিবাসন সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস

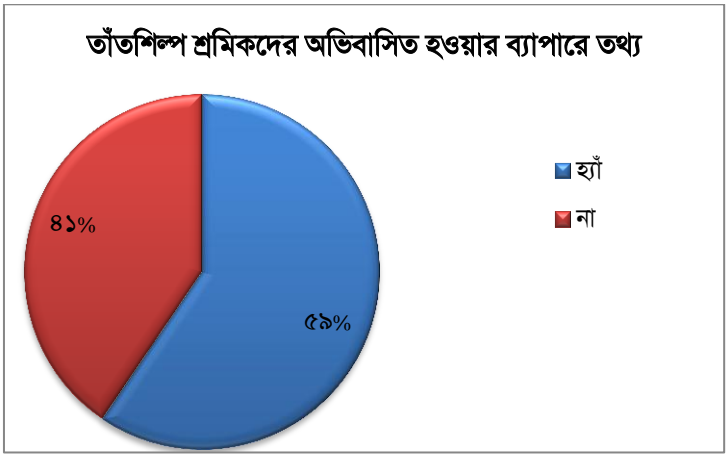

টাঙ্গাইলের তাঁতশিল্প শ্রমিকেরা মারাত্মকভাবে ঝুঁকির মধ্যে অবস্থান করছে এবং যার ফলে তাঁরা অভিবাসিত হচ্ছে বা ঐতিহ্যবাহী পেশা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। অন্যত্র অভিবাসিত হয় কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরে ৫৯% উত্তরদাতা বলেন, তাঁতিরা অন্যত্র অভিবাসিত হয়। বাকি ৪১% উত্তরদাতার মতে, অন্যত্র অভিবাসিত হবার মাত্রা কম।

৭.৫.৬ তাঁতশিল্প শ্রমিকদের অভিবাসিত হওয়ার কারণ সম্পর্কিত ধারনা

তাঁতশিল্প থেকে অভিবাসিত হয়ে যাওয়ার ফলে তাঁতি সম্প্রদায়ের সদস্য সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। কারণ হিসেবে এখানে উঠে এসেছে মূলত তিনটি- এ পেশা লাভজনক নয় বলে, অধিক লাভের আশায়, এবংনিরাপত্তার অভাবে। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৪৯% বলেছেন, নিরাপত্তার অভাবে তাঁতি সম্প্রদায় অন্যত্র অভিবাসিত হচ্ছে। ৩৫% উত্তরদাতার মতে এ পেশা লাভজনক নয় বলে তাঁরা অন্যত্র অভিবাসিত হচ্ছে।

বাকি ১৬% এর মতে অধিক লাভের আশায় তাঁতি সম্প্রদায় অন্যত্র অভিবাসিত হচ্ছে। তাঁদের ঠিকমতো সংসার চলেনা। পেটের দায়ে পূর্বপুরুষের এই পেশা ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন তাঁতিরা।

লেখচিত্র-৭.৩০: তাঁতশিল্প শ্রমিকদের অভিবাসিত হওয়ার কারণ সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস

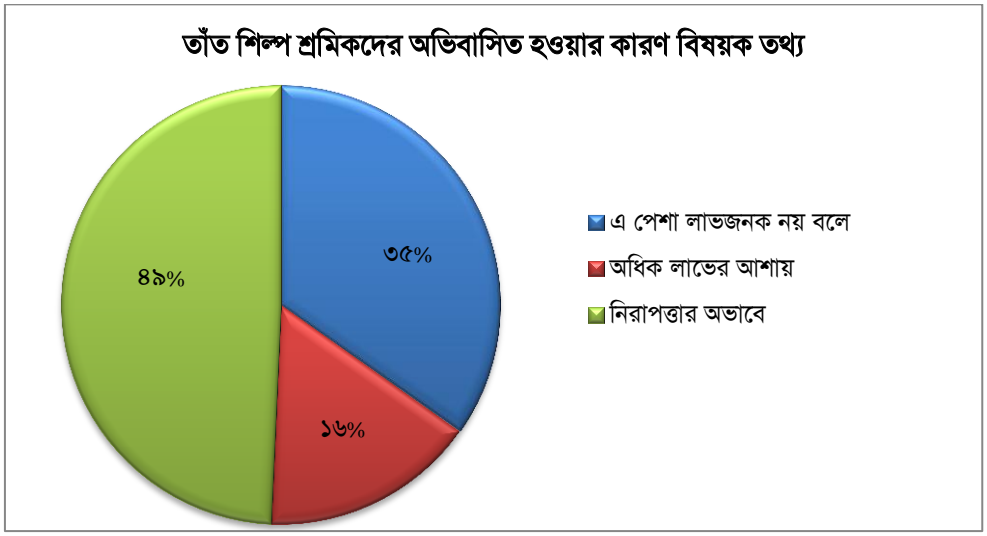

এছাড়াও কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি, সরকারি ঋণ সহায়তার অভাব, অপর্যাপ্ত পরিবহন ব্যবস্থা, নিরাপত্তাহীনতা, ভারতে পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা প্রভৃতি বিষয়গুলোর প্রেক্ষিতেও বিপুল সংখ্যক তাঁতি ভারতে চলে যাচ্ছে।যার ফলে এই ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্প ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

অধ্যায় আট

টাঙ্গাইলের তাঁতশিল্প শ্রমিকদের পেশা পরিবর্তনের সম্ভাবনা সংক্রান্ত তথ্য

অধ্যায় আট

টাঙ্গাইলের তাঁতশিল্প শ্রমিকদের পেশা পরিবর্তনের সম্ভাবনা সংক্রান্ত তথ্য

গবেষণা এলাকার তাঁতশিল্পের শ্রমিকেরা প্রতিনিয়তই বিভিন্নভাবে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। গবেষণায় দেখা যায় যে, সেখানে শ্রমিকদের কাজের সুষ্ঠু পরিবেশের অভাব চরম পর্যায়ে রয়েছে। শ্রমিকেরা বিভিন্ন ধরণের স্বাস্থ্যগত সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন। আলোচনার মাধ্যমে এখানকার আরও কিছু অন্তর্নিহিত সমস্যা উঠে এসেছে। যেমন- কাঁচামালের উচ্চমূল্য, উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা হ্রাস, আবহাওয়ার সমস্যা, আর্থিক সমস্যা, মাঝে মাঝে কাজ বন্ধ থাকা, শ্রমিকদের উপযুক্ত ও নিয়মিত মজুরি প্রদান না করা, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সমস্যা, মানুষের রুচিবোধের পরিবর্তন, সরকারি ও বেসরকারি সহযোগিতার অপর্যাপ্ততা প্রভৃতি কারণে এখানকার তাঁতিগণ ঝুঁকির মধ্যে অবস্থান করছে এবং তাঁরা অনেকেই পেশা পরিবর্তনের চিন্তা করছেন।

৮.১ তাঁতশিল্প শ্রমিকদের পেশা পরিবর্তনের সম্ভাবনা সম্পর্কিত ধারনা

গবেষণায় ব্যবহৃত উত্তরদাতার মতে, প্রায় তিন চতুর্থাংশ শ্রমিক পেশা পরিবর্তনের সম্ভাবনার প্রশ্নে ইতিবাচক উত্তর দিয়েছেন। অর্থাৎ, ৭৮% শতাংশ শ্রমিক বলেছেন এখানে তাঁতশিল্প শ্রমিকদের পেশা পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ এদের পেশা এখন অনেকটাই ঝুঁকির মুখে। বাকি ২২% উত্তরদাতা এই পেশা চালিয়ে যেতে চান।

লেখচিত্র-৮.১: তাঁতশিল্প শ্রমিকদের পেশা পরিবর্তনের সম্ভাবনা সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস

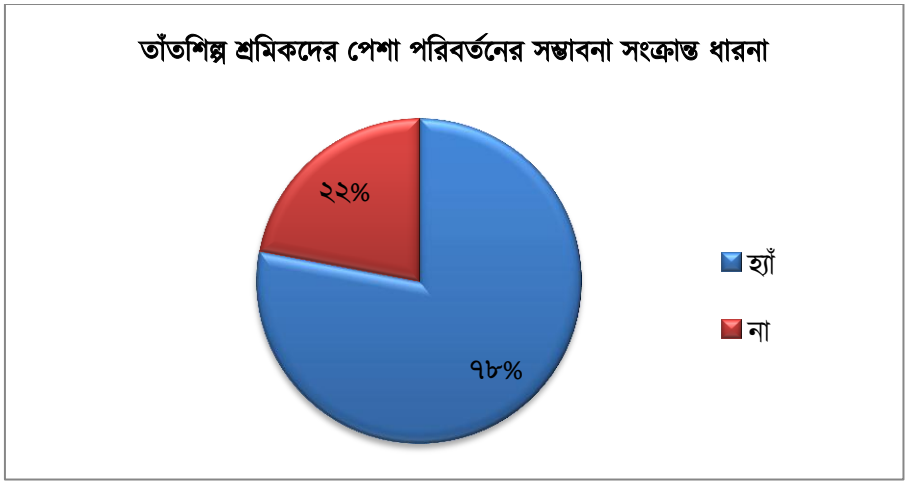

বিভিন্ন কারণে তাঁতশিল্প শ্রমিকদের পেশা পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এর মধ্যে অনেক কারণ উঠে এসেছে বিভিন্নভাবে। সরাসরি পেশা পরিবর্তনের কারণ হিসেবে ৮৯% শ্রমিকই বলেছেন, আয় কম বলে এই পেশা ছেড়ে দিচ্ছেন বা দিতে চান তাঁরা।

সারনী-৮.১: শ্রমিকদের পেশা পরিবর্তনের সম্ভাবনা সম্পর্কিত ধারনা

পেশা পরিবর্তনের সম্ভাবনা		পেশা পরিবর্তনের কারণ		পেশা পরিবর্তনকারীদের বর্তমান অবস্থা	
হ্যাঁ	না	আয় কম	স্বাস্থ্য ঝুঁকি	ভালো	খারাপ
৭৮%	২২%	৮৯%	১১%	৯৭%	৩%

১১% বলেছেন স্বাস্থ্য ঝুঁকির কথা। স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে তাঁরা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে ব্যথা হওয়া, চোখে সমস্যা দেখা দেয়া ইত্যাদি।

৮.২ শ্রমিকদের পেশা পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কিত ধারনা

গবেষণায় দেখা যায় ৮৯% শ্রমিকের আয় কম বলে পেশা ছেড়ে দিয়েছেন।

লেখচিত্র-৮.২: তাঁতশিল্প শ্রমিকদের পেশা পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস

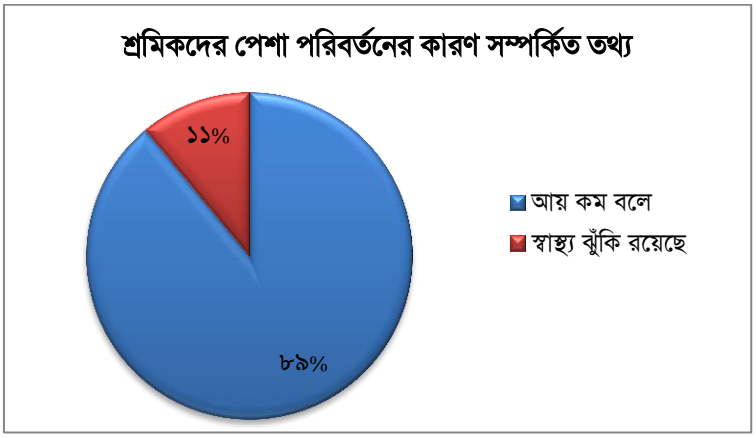

৮.৩ শ্রমিকদের পেশা পরিবর্তনের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কিত ধারনা

বাংলাদেশের তাঁতশিল্প শ্রমিকদের দারিদ্র্য বাংলাদেশের গ্রামীন দারিদ্র্যকে ফুটিয়ে তুলেছে। এর জন্য তাঁদের মধ্যে পেশা পরিবর্তনের প্রবণতা দেখা যায়। গবেষণা এলাকার তাঁতিরা মনে করেন, যারা পূর্বে এ পেশা ছেড়েছে, তাঁরা এখন আগের চেয়ে ভালো অবস্থায় আছে।

লেখচিত্র-৮.৩: পেশা পরিবর্তনকারীদের বর্তমান অবস্থা সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস

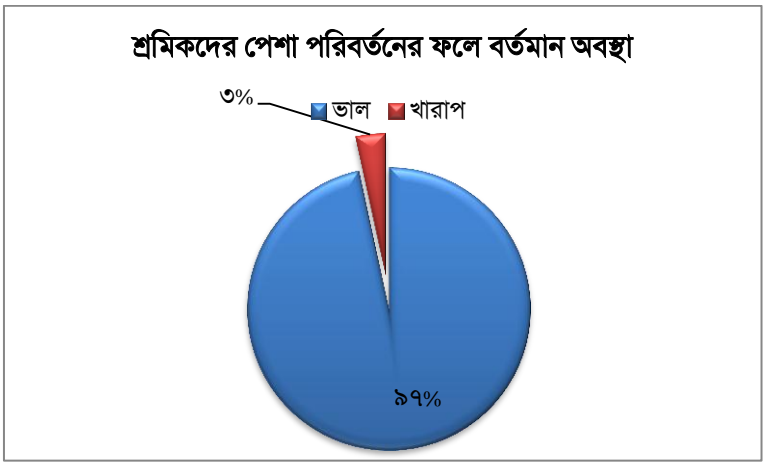

৯৭% অংশগ্রহণকারী বলেছেন, তাঁত পেশা ত্যাগকারীরা, যারা এখন পেশায় শ্রমিক, অভিবাসী, কৃষক, তাঁরা আগের চেয়ে অনেক ভালো অবস্থায় আছে। এজন্য এরাও চায় এই পেশা ছেড়ে অন্য পেশা গ্রহণ করতে।

৮.৪ বিভিন্ন বয়সী শ্রমিকদের মধ্যে পেশা পরিবর্তনের প্রবণতার ধারনা

বয়স বণ্টন দেখায় যে অংশগ্রহণকারীরা বেশিরভাগ মধ্যবয়সী। সম্ভাব্য কারণগুলির মধ্যে একটি হল যে তরুণরা এই পেশা ত্যাগ করতে বেশি আগ্রহী১৫ থেকে ২৫ বছর বয়সীদের কেউ এই পেশায় থাকতে চান না। ২৬ থেকে ৩৫ বছর বয়সীদের মধ্যে প্রায় ৭৯% এই পেশা পরিবর্তন করতে চান। ৩৬ বছর থেকে ৫৫ বছর বয়সীদের মধ্যে ৮০ শতাংশের বেশি এই পেশা ত্যাগ করতে চান। ৫৬ বছর থেকে ৬৫ বছরের বেশি বয়সীদের ৬০ ভাগ এই পেশা ত্যাগ করতে চান।

সারনী-৮.২: শ্রমিকদের পেশা পরিবর্তন সম্পর্কিতধারনা

		শ্রমিকদের পেশা পরিবর্তন সম্পর্কিত তথ্য		মোট
		হ্যাঁ	না	
বয়স	১৫-২৫	১০০%	০.০%	১০০%
	২৬-৩৫	৭৮.৫%	২১.৫%	১০০%
	৩৬-৪৫	৮০.০%	২০.০%	১০০%
	৪৬-৫৫	৮০.০%	২০.০%	১০০%
	৫৬-৬৫+	৬০.০%	৪০.০%	১০০%
মোট		৭৯.৪%	২০.৬%	১০০.০

২৬ থেকে ৩৫ বছর বয়সীদের মধ্যে প্রায় ২১%, ৩৬ বছর থেকে ৫৫ বছর বয়সীদের মধ্যে ২০%, ৩৬ বছর থেকে ৫৫ বছর বয়সীদের মধ্যে ২০%, ৫৬ বছর থেকে ৬৫ বছরের বেশি বয়সীদের মধ্যে ৪০ ভাগ এই পেশা ত্যাগ করতে চান না।

৮.৫ শ্রমিকদের মাসিক আয়ের সাথে পেশার ধারনা

মাসিক আয়ের সাথে পেশাগত সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বিভিন্ন আয়ের তাঁতশিল্প শ্রমিকদের মধ্যে তাঁতশিল্পের বর্তমান অবস্থা, শ্রমিকদের পেশা পরিবর্তনের সম্ভাবনা, এই শিল্পের ভবিষ্যৎ,এই পেশার ঝুঁকি,এই পেশার বর্তমান অবস্থা, তাঁতশিল্প শ্রমিকদের সম্মুখিত সমস্যা, এই পেশা লাভজনক কিনা, বাজারে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা ইত্যাদি বিষয়গুলোর ধারণা বিভিন্ন রকম।এছাড়াও মাসিক আয় ও নিরাপত্তাহীনতা, মাসিক আয় এবং বর্তমান মজুরির পর্যাপ্ততা, মাসিক আয় এবং অভিবাসনের বিষয়গুলো সম্পর্কিত। এই অংশে এইসব সম্পর্ক বাই-ভ্যারিয়েট সারনীর মাধ্যমে তুলে ধরা হলো।

৮.৫.১ শ্রমিকদের মাসিক আয় এবং বর্তমান মজুরির পর্যাপ্ততা সংক্রান্ত ধারনা

উত্তরদাতারাতাঁদের মাসিক আয় নিয়ে তাঁদের সন্তুষ্টির ব্যাপারে কথা বলেছেন। এখানে (সারনী-৮.৩) দেখা যাচ্ছে, যাদের মাসিক আয় ৫০০০-১০০০০ তাঁরা বেশিরভাগই (৬৮.৪%) বলেছেন তাঁদের মজুরি পর্যাপ্ত এবং মাত্র ৩১.৬% বলেছেন তাঁদের মজুরি পর্যাপ্ত নয়। যাদের মাসিক আয় ১১০০০-১৫০০০ তাঁরা ৭৮.৬% ই বলেছেন তাঁদের বর্তমান মজুরি পর্যাপ্ত এবং মাত্র ২১.৪% বলেছেন তাঁদের মজুরি অপর্যাপ্ত।

আবার যাদের মাসিক আয় ১৬০০০-২০০০০ তাঁরা কেউইই বলেননি তাঁদের মজুরি পর্যাপ্ত নয় কিন্তু যাদের মাসিক আয় ২১০০০-২৫০০০+ তাঁদের ২১.৬% বলেছেন তাঁদের মজুরি পর্যাপ্ত নয়। এই উপাত্ত থেকে অনুমান করা যাচ্ছে যাদের মাসিক আয় বেশি তাঁরা বলছেন তাঁদের বর্তমান মজুরি পর্যাপ্ত।

সারনী-৮.৩: শ্রমিকদের মাসিক আয় ও বর্তমান মজুরী সম্পর্কিত ধারনা

মাসিক আয়*বর্তমান মজুরি পর্যাপ্ত কিনা			
	বর্তমান মজুরি		
মাসিক আয়	পর্যাপ্ত	পর্যাপ্ত নয়	মোট
৫০০০-১০০০০	৬৮.৪%	৩১.৬%	১০০.০%
১১০০০-১৫০০০	৭৮.৬%	২১.৪%	১০০.০%
১৬০০০-২০০০০	১০০.০%	০.০%	১০০.০%
২১০০০-২৫০০০+	৬৬.৭%	৩৩.৩%	১০০.০%
মোট	৭৮.৪%	২১.৬%	১০০%

৮.৫.২ শ্রমিকদের মাসিক আয় ও নিরাপত্তাহীনতা সম্পর্কিত ধারনা

শ্রমিকদের মাসিক আয়ের সাথে নিরাপত্তাহীনতার একটা সম্পর্ক বিদ্যমান। এখানে বেশিরভাগ শ্রমিকরাই বলছেন তাঁরা কর্মক্ষেত্র এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁরা নিরাপত্তাহীনতায় কম ভোগেন। শুধুমাত্র গুটিকয়েক উত্তরদাতা বলছেন তাঁরা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন যাদের মাসিক আয় যথাক্রমে ৫০০০-১০০০০ (১৩.৭%) এবং ১১০০০-১৫০০০ (১১.১%)।

সারনী ৮.৪: শ্রমিকদের মাসিক আয়ও নিরাপত্তাহীনতা সম্পর্কিত ধারনার তথ্য বিন্যাস

মাসিক আয়নিরাপত্তাহীনতা সম্পর্কিত ধারনা			
	নিরাপত্তাহীনতা		
মাসিক আয়	হ্যাঁ	না	মোট
৫০০০-১০০০০	১৩.৭%	৮৬.৩%	১০০.০%
১১০০০-১৫০০০	১১.১%	৮৮.৯%	১০০.০%
১৬০০০-২০০০০	০.০%	১০০.০%	১০০.০%
২১০০০-২৫০০০+	০.০%	১০০.০%	১০০.০%
মোট	৬.২%	৯৩.৮%	১০০.০%

৮.৫.৩তাঁতশিল্প শ্রমিকদের মতেবাজারে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা সংক্রান্ত ধারনা

সারনী ৮.৫ থেকে দেখা যায় কম আয় থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ আয় পর্যন্ত শতভাগ উত্তরদাতা বলেছেন বাজারে পণ্যের চাহিদা হ্রাস পাচ্ছে।

সারনী ৮.৫: শ্রমিকদের মাসিক আয় ও উৎপাদিত পণ্যের বাজার চাহিদা সম্পর্কিত তথ্যাবলীর বিন্যাস

মাসিক আয়ও বাজারে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা সম্পর্কিত ধারনা			
মাসিক আয়	বাজারে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা		
	বৃদ্ধি পাচ্ছে	হ্রাস পাচ্ছে	মোট
৫০০০-১০০০০	০.০%	১০০%	১০০%
১১০০০-১৫০০০	০.০%	১০০%	১০০%
১৬০০০-২০০০০	০.০%	১০০%	১০০%
২১০০০-২৫০০০+	০.০%	১০০%	১০০%
মোট	০.০%	১০০%	১০০%

৮.৫.৪ তাঁতশিল্প শ্রমিকদের মতে বর্তমানপেশা লাভজনক কিনা সংক্রান্ত ধারনা

শ্রমিকদের পেশা লাভজনক কিনা তা নির্ভর করে তাঁদের মাসিক আয়ের উপর। এখানে যাদের মাসিক আয় অনেকটা বেশি তাঁরা বলছে এই পেশা অলাভজনক অথচ যাদের মাসিক আয় অনেকটা কম তাঁদের কেউ কেউ বলছে এই পেশা লাভজনক কিংবা মোটামুটি লাভজনক। যাদের মাসিক আয় ৫০০০-১০০০০ তাঁদের ২.১% এবং যাদের মাসিক আয় ১১০০০-১৫০০০ তাঁদের ১১.১% বলেছেন এই পেশা লাভজনক। তবে যাদের মাসিক আয় ১৬০০০-২৫০০০+ তাঁদের কেউই এই পেশাকে লাভজনক বলেননি। যাদের মাসিক আয় ৫০০০-১০০০০ তাঁদের ৯২.৬% এবং যাদের মাসিক আয় ১১০০০-১৫০০০ তাঁদের ৭২.২% বলেছেন এই পেশা লাভজনক নয়। যাদের মাসিক আয় ১৬০০০-২৫০০০+ তাঁদেরসবাই এই পেশাকে অলাভজনক বলেছেন।

যাদের মাসিক আয় ৫০০০-১০০০০ তাঁদের ৫.৩% এবং যাদের মাসিক আয় ১১০০০-১৫০০০ তাঁদের ১৬.৭% বলেছেন এই পেশা মোটামুটি লাভজনক।

সারনী ৮.৬: শ্রমিকদের মতে তাঁতশিল্প পেশা লাভজনক কিনা সম্পর্কিত তথ্যাবলীর বিন্যাস

মাসিক আয় ও পেশা লাভজনক কিনা সংক্রান্ত ধারনা				
	পেশা লাভজনক কিনা			
মাসিক আয়	লাভজনক	অলাভজনক	মোটামুটি লাভজনক	মোট
৫০০০-১০০০০	২.১%	৯২.৬%	৫.৩%	১০০%
১১০০০-১৫০০০	১১.১%	৭২.২%	১৬.৭%	১০০%
১৬০০০-২০০০০	০.০%	১০০.০%	০.০%	১০০%
২১০০০-২৫০০০+	০.০%	১০০.০%	০.০%	১০০%
মোট	৩.৩%	৯১.২%	৫.৫%	১০০%

তবে মোটের উপর মাত্র ৩.৩% শ্রমিক বলছে এই পেশা লাভজনক, ৯১.২% বলছে অলাভজনক আর বাকী ৫.৫% বলছে মোটামুটি লাভজনক। তবে আয় কম থাকা শ্রমিকরা কিছুটা হলেও বলছে লাভজনক বা মোটামুটি লাভজনক। কিন্তু আয় বেশি থাকা শ্রমিকরা সবাই বলছে এই পেশা অলাভজনক। তবে এক্ষেত্রে বেশি আয়ের উত্তরদাতাগণ মূলত নিজেরাই তাঁত ইউনিটের মালিক বিধায় আয়ের তুলনায় তাঁদের খরচও বেশি।

৮.৫.৫ তাঁতশিল্প শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার ব্যাপারে ধারনা

প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায়, যাদের মাসিক আয় ৫০০০-১০০০০ ও ১০০০০-১৫০০০ তাঁদের ২৯.৫% ও ৩৩.৩% বলেছেন কর্মক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হন।বাকী উত্তরদাতাদের মধ্যে যাদের মাসিক আয় ১৬০০০-২০০০০ ও ২১০০০-২৫০০০ তাঁদের শতভাগই বলেছেন কোন সমস্যার সম্মুখীন হননা।অর্থাৎ আয় বেশি হলে সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকেনা আর আয় কম হলে সম্ভাবনা থাকে। অন্য দিকে, যাদের মাসিক আয় ৫০০০-১০০০০ ও ১০০০০-১৫০০০ তাঁদের ৭০.৫% ও ৬৬.৭% বলেছেন কর্মক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হন না।

সারনী ৮.৭: শ্রমিকদের কর্তৃক মোকাবেলাকৃত সমস্যার সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস

শ্রমিকদের মাসিক আয় ও সমস্যার সম্মুখীন হন কিনা সংক্রান্ত ধারনা			
	কোন সমস্যার সম্মুখীন হন কিনা		
মাসিক আয়	হ্যাঁ	না	মোট
৫০০০-১০০০০	২৯.৫%	৭০.৫%	১০০%
১১০০০-১৫০০০	৩৩.৩%	৬৬.৭ %	১০০%
১৬০০০-২০০০০	০.০%	১০০.০%	১০০%
২১০০০-২৫০০০+	০.০%	১০০.০%	১০০%
মোট	১৫.৭%	৮৪.৩%	১০০%

৮.৫.৬ তাঁতশিল্প শ্রমিকদের মতে এই পেশার বর্তমান অবস্থার ধারনা

বর্তমান পেশার অবস্থা ভালো নাকি খারাপ সেটিও মূলত মাসিক আয়ের সাথে কিছুটা হলেও সম্পর্কযুক্ত। তবে এখানে মাসিক আয় কম হোক বা বেশি হোক উত্তরদাতারা সবাই বলছেন এই পেশার বর্তমান অবস্থা খারাপ। অর্থাৎ কেউই তাঁদের পেশার অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট না।

সারনী ৮.৮: তাঁতশিল্প পেশার বর্তমান অবস্থার ধারনা সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস

মাসিক আয় ও তাঁতশিল্প পেশার বর্তমান অবস্থার ধারনা			
	তাঁতশিল্প পেশার বর্তমান অবস্থা		
মাসিক আয়	ভালো	খারাপ	মোট
৫০০০-১০০০০	০.০%	১০০.০%	১০০%
১১০০০-১৫০০০	০.০%	১০০.০%	১০০%
১৬০০০-২০০০০	০.০%	১০০.০%	১০০%
২১০০০-২৫০০০+	০.০%	১০০.০%	১০০%
মোট	০.০%	১০০.০%	১০০%

৮.৫.৭ বিভিন্ন আয়ের তাঁতশিল্প শ্রমিকদের মতে তাঁতশিল্প পেশার ঝুঁকি সংক্রান্ত ধারনা

পেশাগত ঝুকি ও মাসিক আয় অনেকটাই একে অপরের সাথে জড়িত। এখানে যাদের মাসিক আয় ৫০০০-১০০০০ তাঁদের মধ্যে ৬৮.৪% বলেছেন পেশাগত ঝুঁকি নেই। এবং লক্ষ্য করলে দেখা যায় আয় বাড়ার সাথে সাথে ঝুঁকি কমে যাচ্ছে।

সারনী ৮.৯: তাঁতশিল্প পেশার ঝুঁকিসম্পর্কিত তথ্যাবলীর বিন্যাস

মাসিক আয় ও তাঁতশিল্প পেশার বর্তমান ঝুঁকি			
	এই পেশার ঝুঁকি		
মাসিক আয়	আছে	নেই	মোট
৫০০০-১০০০০	৩১.৬%	৬৮.৪%	১০০%
১১০০০-১৫০০০	৩০.০%	৭০.০%	১০০%
১৬০০০-২০০০০	২১.৫%	৭৮.৫%	১০০%
২১০০০-২৫০০০+	২৩.৩%	৭৬.৭ %	১০০%
মোট	২৬.৬০%	৭৩.৪০%	১০০%

যেমন যাঁদের আয় ১১০০০-১৫০০০, ১৬০০০-২০০০০ ও ২১০০০-২৫০০০, তাঁদের মধ্যে যথাক্রমে ৭০%, ৭৮.৫% ও ৭৬.৭% বলেছেন এই পেশায় তেমন ঝুঁকি নেই।তবে তাঁদের মতে কর্মক্ষেত্রে ২০%-৩১% এর মতো ঝুকি থেকেই যাচ্ছে। যেমন যাঁদের আয় ১১০০০-১৫০০০, ১৬০০০-২০০০০ ও ২১০০০-২৫০০০, তাঁদের মধ্যে যথাক্রমে৩০%, ২১.৫% ও ২৩.৩% বলেছেন এই পেশা ঝুঁকিপূর্ণ।

৮.৫.৮ বিভিন্ন আয়ের উত্তরদাতাদের মতে তাঁত শিল্পের ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত ধারনা

বিভিন্ন আয়ের উত্তরদাতারা এই শিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁদের মতামতের ব্যাপারে কথা বলেছেন। এখানে দেখা যাচ্ছে, যাদের মাসিক আয় ৫০০০-১০০০০ তাঁরা বেশিরভাগই (৯১.৬%) বলেছেন এই শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাহীন এবং মাত্র ৮.৪% বলেছেন এই শিল্পের ভবিষ্যৎ মোটামুটি সম্ভাবনাময়। যাদের মাসিক আয় ১১০০০-১৫০০০ তাঁরা ৭৭.৮% ই বলেছেন এই শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাহীন, মাত্র ১১.১% বলেছেন এই শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময় এবং মাত্র ১১.১% বলেছেন এই শিল্পের ভবিষ্যৎ মোটামুটি সম্ভাবনাময়।

সারনী ৮.১০: তাঁতশিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ধারনা সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস

মাসিক আয় ও তাঁতশিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সংক্রান্ত ধারনা				
	ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা			
মাসিক আয়	সম্ভাবনাময়	সম্ভাবনাহীন	মোটামুটি	মোট
৫০০০-১০০০০	০.০%	৯১.৬%	৮.৪%	১০০.০%
১১০০০-১৫০০০	১১.১%	৭৭.৮%	১১.১%	১০০.০%
১৬০০০-২০০০০	০.০%	১০০.০%	০.০%	১০০.০%
২১০০০-২৫০০০+	০.০%	১০০.০%	০.০%	১০০.০%
মোট	২.৮%	৯২.৪%	৪.৮%	১০০.০%

যাদের মাসিক আয় ১৬০০০-২৫০০০+তাঁরা কেউই বলেননি এই শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময়, বরং সবাই বলেছেন এই শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাহীন। এই উপাত্ত থেকে অনুমান করা যাচ্ছে, সকল উত্তরদাতাদের মধ্যে ৯২.৪% মনে করেন এই শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাহীন। এই শিল্পের ভবিষ্যৎ মোটামুটি সম্ভাবনাময় বলে মনে করেন মাত্র ৪.৮%। মাত্র ২.৮% উত্তরদাতা মনে করেন এই শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময়। এক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে বেশি আয়ের উত্তরদাতাগণ নিজেই তাঁতশিল্পের মালিক। ফলে তাঁর খরচও অন্যান্য শ্রমিকের তুলনায় বেশি।

৮.৫.৯ বিভিন্ন আয়ের তাঁতশিল্প শ্রমিকদের পেশা পরিবর্তনের সম্ভাবনা সংক্রান্ত ধারনা

শ্রমিকদের পেশা পরিবর্তনের জন্য অনেকগুলো বিষয় কাজ করে। মাসিক আয় সব থেকে বড় একটি বিষয় যার জন্য শ্রমিকদের পেশা পরিবর্তনের সাথে সাথে অনেক কিছুই নির্ভর করে। এখানে যাদের আয় মাসিক ৫০০০-১০০০০, ১১০০০-১৫০০০, ১৬০০০-২০০০০ ও ২১০০০-২৫০০০+ তাঁদের মতে পেশা পরিবর্তনের সম্ভাবনা যথাক্রমে ৭৬.৮%, ৭৭.৮%, ৮০.০% ও ৯৬.০%। অর্থাৎ, আয় বাড়ার সাথে সাথে পেশা পরিবর্তনের সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। আবার যাদের আয় মাসিক ৫০০০-১০০০০, ১১০০০-১৫০০০, ১৬০০০-২০০০০ ও ২১০০০-২৫০০০+ তাঁদের মধ্যে যথাক্রমে ২৩.২%, ২২.২%, ২০.০% ও ৪.০% পেশা পরিবর্তন করতে চান না।

সারনী ৮.১১: তাঁতশিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের পেশা পরিবর্তনের কারন সম্পর্কিত তথ্যাবলীর বিন্যাস

মাসিক আয় ও তাঁত শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের			
	পেশা পরিবর্তন		
মাসিক আয়	হ্যাঁ	না	মোট
৫০০০-১০০০০	৭৬.৮%	২৩.২%	১০০.০%
১১০০০-১৫০০০	৭৭.৮%	২২.২%	১০০.০%
১৬০০০-২০০০০	৮০.০%	২০.০%	১০০.০%
২১০০০-২৫০০০+	৯৬.০%	৪.০%	১০০.০%
মোট	৮২৭.%	১৭.৩%	১০০.০%

৮.৫.১০ বিভিন্ন আয়ের তাঁতশিল্প শ্রমিকদের মতে তাঁতশিল্পের বর্তমান অবস্থার ধারনা

সার্বিক বিবেচনায় তাঁতশিল্পের বর্তমান অবস্থাও অনেকটা নির্ভর করে মাসিক আয়ের উপর। এখানে দেখা যাচ্ছে মাসিক আয় বাড়ার সাথে সাথে উত্তরদাতারা এটাও বলছেন যে তাঁতশিল্পের বর্তমান অবস্থা অসন্তোষজনক (৯৫%-৯৮%)। যাদের মাসিক আয় ৫০০০-১০০০০ তাঁদের ৯৭.৯%, যাদের মাসিক আয় ১১০০০-১৫০০০ তাঁদের ৯৫.০%, যাদের মাসিক আয় ১৬০০০-২০০০০ তাঁদের ৯৬.৫% এবং যাদের মাসিক আয় ২১০০০-২৫০০০+ তাঁদের মধ্যে ৯৫.৪% বলেছেন এই পেশার বর্তমান অবস্থা অসন্তোষজনক। যাদের মাসিক আয় ৫০০০-১০০০০ তাঁদের মাত্র ২.১%, যাদের মাসিক আয় ১১০০০-১৫০০০ তাঁদের ৫.০%, যাদের মাসিক আয় ১৬০০০-২০০০০ তাঁদের ৩.৫% এবং যাদের মাসিক আয় ২১০০০-২৫০০০+ তাঁদের মধ্যে ৪.৬%এই পেশার বর্তমান অবস্থাকে সন্তোষজনক বলেছেন।

সারনী ৮.১২: শ্রমিকদের মতে তাঁতশিল্পের বর্তমান অবস্থা সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস

মাসিক আয় ও সার্বিক বিবেচনায় তাঁতশিল্পের বর্তমান অবস্থার ধারনা			
	সার্বিক বিবেচনায় তাঁতশিল্পের বর্তমান অবস্থা		
মাসিক আয়	সন্তোষজনক	অসন্তোষজনক	মোট
৫০০০-১০০০০	২.১%	৯৭.৯%	১০০.০%
১১০০০-১৫০০০	৫.০%	৯৫.০%	১০০.০%
১৬০০০-২০০০০	৩.৫%	৯৬.৫%	১০০.০%
২১০০০-২৫০০০+	৪.৬%	৯৫.৪%	১০০.০%
মোট	৩.৮০%	৯৬%২০.	১০০.০%

সব মিলিয়ে খুব কম মাত্র ৩.৮০% বলছেন এই শিল্পের বর্তমান অবস্থা সন্তোষজনক আর অসন্তোষজনক বলেছেন ৯৬.২০% উত্তরদাতা।

৮.৬ তাঁতশিল্পে নিয়োজিত পেশা পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কিত ধারনা

বর্তমানে ব্যাপক হারে তাঁতিরা তাঁদের পেশা পরিবর্তন করছেন। তাঁতিদের পেশা পরিবর্তনের বিষয়টি এই গবেষণার মূল আলোচ্য বিষয়। তাঁতিদের পেশা পরিবর্তনের কারণ হিসেবে এখানে পেশা পরিবর্তনের সাথে বিভিন্ন বিষয়ের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে পেশা পরিবর্তনের সাথে এই পেশায় জড়িত থাকার সময়, বর্তমান মজুরি, মূলধণের যোগান, সম্মুখিত বিভিন্ন সমস্যা, বাজারে অপ্রতুল চাহিদা, নিরাপত্তাহীনতা, আগের তুলনায় বর্তমান অবস্থার অবনতি, পেশার খারাপ অবস্থা, পেশা লাভজনক না হওয়া, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার শঙ্কা, পেশা পরিবর্তনকারীদের বর্তমান ভাল অবস্থা, তাঁতশিল্পের প্রয়োজনীয়তা, সার্বিক বিবেচনায় বর্তমান অবস্থা, কাঁচামালের দামবৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ের সম্পর্কের অবতারণা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৮.৬.১ তাঁত শ্রমিকদের পেশায় জড়িত থাকা সময়ের সাথে পেশা পরিবর্তনের সম্পর্ক

যেসব তাঁতশিল্পী ১-১০ বছর যাবত এই পেশায় জড়িত তাঁদের ৭৮.৪% এই পেশা পরিবর্তন করতে চান। যারা ১১-২০ বছর যাবত এই পেশায় জড়িত তাঁদের ৭৫.৫% এই পেশা পরিবর্তন করতে চান। যেসব তাঁতি ২১-৩০ বছর যাবত এই পেশায় জড়িত, তাঁদের মধ্যেও ৯৩.১% এই পেশা পরিবর্তন

করতে চান। এমনকি, যেসব তাঁতি ৩১-৪০+ বছর যাবত এই পেশায় জড়িত তাঁদের মধ্যেও ৮১.৮% এই পেশা পরিবর্তন করতে চান।

সারনী ৮.১৩: তাঁতশিল্পে নিয়োজিত থাকাকালীন পেশা পরিবর্তনের কারন সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস

পেশায় জড়িত থাকা সময় ও পেশা পরিবর্তনের কারন			
	পেশা পরিবর্তন		
পেশায় জড়িত থাকা সময়	হ্যাঁ	না	মোট
১-১০ বছর	৭৮.৪%	২১.৬%	১০০.০%
১১-২০ বছর	৭৫.৫%	২২.৬%	১০০.০%
২১-৩০ বছর	৯৩.১%	৬.৯%	১০০.০%
৩১-৪০+ বছর	৮১.৮%	১৮.২%	১০০.০%
মোট	৮২.২০%	১৭.৮০%	১০০.০%

৮.৬.২ বর্তমান মজুরির সাথে পেশা পরিবর্তনের সম্পর্কের ধারনা

গবেষণায় দেখা যায়, যারা বর্তমান মজুরিকে পর্যাপ্ত মনে করেন, তাঁদের মধ্যে ৭৫.৫% তাঁদের পেশা পরিবর্তন করতে চান। আর যারা মনে করেন বর্তমান মজুরি পর্যাপ্ত নয়, তাঁদের মধ্যেও ৮৮.২% তাঁদের পেশা পরিবর্তন করতে চান।

সারনী ৮.১৪: বর্তমান মজুরী ও পেশা পরিবর্তনের সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস

বর্তমান মজুরি ও পেশা পরিবর্তন			
	পেশা পরিবর্তন		
বর্তমান মজুরি	হ্যাঁ	না	মোট
পর্যাপ্ত	৭৫.৫%	২৪.৫%	১০০.০%
পর্যাপ্ত নয়	৮৮.২%	১১.৮%	১০০.০%
মোট	৮১.৮%	১৮.২%	১০০.০%

তাঁত শ্রমিকদের মজুরি অত্যন্ত কম। যে কারণে তাঁরা পেশা পরিবর্তন করে অন্য পেশায় চলে যাচ্ছে। ফলে তাঁতশিল্পে দক্ষ তাঁতির অভাব দেখা দিয়েছে। এতে করে তাঁতের উৎপাদনও কমে গেছে।

৮.৬.৩ মূলধণের যোগানের অপর্যাপ্ততার কারণে পেশা পরিবর্তন সম্পর্কিত ধারনা

অনেক তাঁতি মূলধণের যোগানের অপর্যাপ্ততার কারণে এ পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় চলে যাচ্ছে। যেসব তাঁতি মূলধণের যোগানের অপর্যাপ্ততার কথা জানিয়েছেন তাঁদের মধ্যে ৬৯.৬% আর যারা মূলধণের যোগানের পর্যাপ্ততার কথা জানিয়েছেন তাঁদের মধ্যে ৮১.১% জানিয়েছেন তাঁদের পেশা পরিবর্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আবার যারা মূলধণের যোগানের অপর্যাপ্ততার কথা জানিয়েছেন তাঁদের মধ্যে ৩০.৪% এবং মূলধণের যোগানের পর্যাপ্ততার কথা জানানো তাঁতিদের মধ্যে ১৮.৯% জানিয়েছেন তাঁরা তাঁদের পেশা পরিবর্তন করতে চান না।

সারনী ৮.১৫: মূলধনের স্বল্পতার কারনে পেশা পরিবর্তন সম্পর্কিত তথ্যাবলীর বিন্যাস

মূলধণের যোগানও পেশা পরিবর্তন সংক্রান্ত ধারনা				
		পেশা পরিবর্তন		মোট
		হ্যাঁ	না	
মূলধণের যোগান	পর্যাপ্ত	৮১.১%	১৮.৯%	১০০%
	অপর্যাপ্ত	৬৯.৬%	৩০.৪%	১০০%
মোট		৭৮.৮%	২১.২%	১০০%

৮.৬.৪ বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার কারণে পেশা পরিবর্তনের ধারনা

গবেষণায় বাংলাদেশের তাঁতশিল্পের বর্তমান সময়ের বেশ কিছু সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার কথা বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। এখানে তাঁতিরা সঠিক সময়ে ও ন্যায্য মূল্যে মানসম্মত কাঁচামালের সরবরাহ পায় না, অত্যধিক উচ্চ মূল্যে তাঁদের কাঁচামাল কিনতে হয়। এতে তাঁদের লাভ হয় কম।

তাঁতশিল্প উন্নয়নে সরকারি সহযোগিতা নেই বললেই চলেএবং যা আছে তাও অকার্যকর।তাঁতিদের পর্যাপ্ত দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে, সমসাময়িক প্রযুক্তির ঘাটতি অনেক এবং সেসবের সাথে অধিকাংশই তাল মিলিয়ে চলতে পারে না।

সারনী ৮.১৬: বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার কারনে পেশার পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস

বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীনওপেশা পরিবর্তন সংক্রান্ত ধারনা			
	বিভিন্ন সমস্যা ও পেশা পরিবর্তন		
সমস্যা সম্মুখীন	হ্যাঁ	না	মোট
হ্যাঁ	৮০.০%	২০.০%	১০০%
না	৭৬.৫%	২৩.৫%	১০০%
মোট	৭৮.৩%	২১.৭%	১০০%

এই গবেষণায় ফুটে উঠেছে, যেসব তাঁতশিল্প শ্রমিক বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন, তাঁদের মধ্যে ৮০% এই পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় যেতে চান। যারা তেমন কোন সমস্যার সম্মুখীন হন না, তাঁদের মধ্যেও ৭৬.৫% তাঁতশিল্প শ্রমিক এই পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় যেতে চান।

৮.৬.৫ বাজারে অপ্রতুল চাহিদার কারণেপেশা পরিবর্তন সংক্রান্ত ধারনা

কাঁচামালের উপকরণের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎপাদন খরচ অনেক বেড়ে যায়, ফলে লাভের পরিমাণ যায় কমে। দিনদিন বাজারে তাঁতের কাপড়ের চাহিদাও কমে আসছে। এ কারণে বিপাকে পড়ে তাঁতিরা। অব্যাহত লোকসানের মুখে পরে বাপ-দাদার আদি পেশা পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছেন এ শিল্পের সাথে যুক্ত অনেক কারিগর। এছাড়া অন্য কোনও কাজ জানা না থাকায় অনেকে এখনও ধরে রেখেছেন এই পেশা। কিন্তু পুঁজি ও শ্রম বিনিয়োগের তুলনায় লাভজনক না হওয়ায় এবং বাজারে ক্রমহ্রাসমান চাহিদার কারণে দুর্ভোগে আছেন তাঁতিরা।

সারনী ৮.১৭: বাজারচাহিদা ও পেশা পরিবর্তন সম্পর্কীত তথ্যাবলীর বিন্যাস

বাজারে চাহিদার সাথেপেশা পরিবর্তন সংক্রান্ত ধারনা				
		পেশা পরিবর্তন		
		হ্যাঁ	না	মোট
বাজারে চাহিদা	হ্রাস পাচ্ছে	৭৮.৮%	২১.২%	১০০%
মোট		৭৮.৮%	২১.২%	১০০%

সকল অংশগ্রহণকারী তাঁতিরা বাজারে ক্রমহ্রাসমান চাহিদার কথা জানিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে প্রায় ৭৮.৮% উত্তরদাতা জানান বাজারে ক্রমহ্রাসমান চাহিদার কারণে তাঁরা তাঁদের পেশা পরিবর্তন করতে চান।

৮.৬.৬ নিরাপত্তাহীনতার কারণে পেশা পরিবর্তন সংক্রান্ত ধারনা

গবেষণায় বাংলাদেশের তাঁতশিল্পের শ্রমিকদের পেশাগত নিরাপত্তাহীনতার বিষয়টি বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। বর্তমান সময়ের বেশ কিছু সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার কারণে তাঁতশিল্প শ্রমিকরা এখন বেশ নিরাপত্তাহীন। অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা, পর্যাপ্ত তাঁতি সংগঠন না থাকা, বিপননের ক্ষেত্রে সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার কারণে এবং পাওয়ার লুমের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় টিকতে না পেরে ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্প শ্রমিকেরা দারুন হুমকির সম্মুখীন।

সারনী ৮.১৮: উত্তরদাতাদের নিরাপত্তাহীনতার কারনে পেশা পরিবর্তন সম্পর্কিত তথ্যাবলীর বিন্যাস

নিরাপত্তাহীনতা ওপেশা পরিবর্তন সংক্রান্ত ধারনা			
	পেশা পরিবর্তন		
নিরাপত্তাহীনতা	হ্যাঁ	না	মোট
হ্যাঁ	৯৩.৩%	৬.৭%	১০০%
না	৭৫.৭%	২৪.৩%	১০০%
মোট	৭৮.০%	২১.২%	১০০%

গবেষণায় দেখা যায়, যেসব তাঁতশিল্প শ্রমিক বিভিন্নভাবে নিরাপত্তাহীনতার সম্মুখীন হন, তাঁদের মধ্যে ৯৩.৩% এই পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় যেতে চান। যারা তেমন কোন নিরাপত্তাহীনতার সম্মুখীন হন না, তাঁদের মধ্যেও প্রায় ৭৫.৭% তাঁতশিল্প শ্রমিক এই পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় যেতে চান।

৮.৬.৭ আগের তুলনায় বর্তমান অবস্থার অবনতির কারণে পেশা পরিবর্তন সম্পর্কিত ধারনা

পরিবর্তিত রুচি ও পছন্দের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাঁতবস্ত্রেও পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগা প্রয়োজন। কিন্তু সে জন্য পর্যাপ্ত সামর্থ থাকা দরকার। কিন্তু সাধারণ তাঁতি সমাজের তা নেই। তাই তাঁদেরকে সনাতনী পদ্ধতিতেই ও সনাতনী মানের বস্ত্র উৎপাদনে নিয়োজিত থাকতে হচ্ছে।

এ অবস্থা তাঁতশিল্পের উৎকর্ষ সাধণের পথে বড় অন্তরায়। আগের তুলনায় তাই হারিয়ে যাচ্ছে এই পেশার গৌরব আর ঐতিহ্য।

সারনী ৮.১৯: অবস্থার অবনতি ও পেশা পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস

বর্তমান অবস্থার অবনতি ও পেশা পরিবর্তন সংক্রান্ত ধারনা			
	পেশা পরিবর্তন		
আগের তুলনায় বর্তমান অবস্থা	হ্যাঁ	না	মোট
ভালো	-	-	-
খারাপ	৭৮.০%	২২.০%	১০০%
মোট	৭৮.০%	২২.০%	১০০%

উত্তরদাতাদের প্রায় সবাই বলেছেন যে আগের তুলনায় এই পেশার অবস্থা খারাপ। আর এদের মধ্যে একটা বড় অংশ বলেছেন তাঁরা এই পেশা পরিবর্তন করতে চান। প্রায় ৭৮%-এরই ইচ্ছা এই পেশা ছেড়ে অন্য পেশা গ্রহণ করার।

৮.৬.৯ পেশা লাভজনক না হবার কারণে পেশা পরিবর্তন সংক্রান্ত ধারনা

তাঁত শিল্প পেশা লাভজনক কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে প্রায় সকল তাঁতিই বলেছেন যে এই পেশা লাভজনক নয়। কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন কাঁচামালের আমদানি মূল্য বৃদ্ধি, কারিগরদের মজুরি বৃদ্ধি, কারখানা ভাড়াসহ আনুষঙ্গিক খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। সে অনুপাতে ভালো দাম পাচ্ছেন না তাঁতিরা। গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মাত্র ৩ শতাংশ তাঁতি বলেন, এই পেশা লাভজনক। তাঁত শিল্পে আয় কম হওয়ার জন্য, অলাভজনক হওয়ার কারণে তাঁত শিল্পের শ্রমিকরা অন্যত্র চলে যান বলে মনে করেন অংশগ্রহণকারী তাঁতিরা। তাঁতীদের একটা বড় অংশ, বলতে গেলে প্রায় সবাই মনে করেন যারা এই পেশা লাভজনক নয়। আর এই বিষয়টা তাঁদের পেশা পরিবর্তনে বেশ আগ্রহী করে তুলছে বলে মনে হয়।

সারনী ৮.২০: পেশা অলাভজনক ও পেশা পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস

পেশা অলাভজনক ওপেশা পরিবর্তন সংক্রান্ত ধারনা			
	পেশা পরিবর্তন		
পেশা লাভজনক কিনা	হ্যাঁ	না	মোট
লাভজনক	৭৫.৫%	২৪.৫%	১০০%
লাভজনক নয়	৯১.২%	৮.৮%	১০০%
মোটামুটি	৯০%	১০.০%	১০০%
মোট	৮৫.৬%	১৪.৪%	১০০%

যেসব শ্রমিক মনে করেন এই পেশা লাভজকন নয়, তাঁদের মধ্যে প্রায় ৯১.২% তাঁতি পেশা পরিবর্তনে আগ্রহী বলে মনে করেন। অল্প কিছু সংখ্যক তাঁতি মনে করেন এই পেশা মোটামুটি লাভজনক বা লাভজনক। তবে মজার ব্যাপার, যেসব তাঁতি মনে করেন এই পেশা লাভজনক তাঁদের মধ্যে প্রায় ৭৫.৫% তাঁতি পেশা পরিবর্তনে আগ্রহী বলে উল্লেখ করেন। আর যেসব তাঁতি মনে করেন এই পেশা মোটামুটি লাভজনক তাঁদের মধ্যেও প্রায় ৯০% তাঁতি পেশা পরিবর্তনে আগ্রহী।

৮.৬.১০ ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অনিশ্চিত হওয়ার কারণে পেশা পরিবর্তন সংক্রান্ত ধারনা

তাঁতশিল্প পেশার ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রায় সবাই শঙ্কিত। তাই অনেকেই এই পেশাটি চালিয়ে যেতে চান না। অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশই মনে করেন, এই পেশার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাহীন। গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের ব্যক্তি ভবিষ্যতে শিল্পের সম্ভাবনা ও চাহিদার উপর নির্ভর করে তাঁদের পেশা পরিচালিত করবেন বা অন্য কোথাও ভাল উপার্জনের সুযোগ পেলে এ পেশা ছেড়ে দিবেন। এক্ষেত্রে তাঁদের পেশাগত নিরাপত্তাহীনতা উদ্বেগজনক হিসেবে দেখা যাচ্ছে এবং তাঁদের পেশা পরিবর্তনের সম্ভাবনা ক্রমেই তীব্রতর হচ্ছে। যারা মনে করেন, এই পেশার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময়, তাঁদের মধ্যে ৭১.৯% তাঁদের পেশা পরিবর্তন করতে চান। যারা বলেছেন, এই পেশার ভবিষ্যৎ মোটামুটি সম্ভাবনাময়, তাঁদের মধ্যে সবাই তাঁদের পেশা পরিবর্তন করতে আগ্রহী।

সারনী ৮.২১: ভবিষ্যতে অনিশ্চিত সম্ভাবনা ও পেশা পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস

ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত সম্ভাবনা ওপেশা পরিবর্তন সংক্রান্ত ধারনা			
	পেশা পরিবর্তন		
ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা	হ্যাঁ	না	মোট
সম্ভাবনাময়	৭১.৯%	২৭.১%	১০০%
সম্ভাবনাহীন	৭৬.৯%	২২.১%	১০০%
মোটামুটি	১০০.০%	০.০%	১০০%
মোট	৮২.৯%	১৭.১%	১০০%

অন্যদিকে যারা মনে করেন, এই পেশার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাহীন, তাঁদের মধ্যে ৭৬.৯% তাঁদের পেশা পরিবর্তন করতে চান।

৮.৬.১১ তাঁতশিল্পের প্রয়োজনীয়তা ও পেশা পরিবর্তন সংক্রান্ত ধারনা

সারনী ৮.২২: তাঁতীদের মতে তাঁত শিল্পের প্রয়োজনীয়তা ও পেশা পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস

তাঁতশিল্পেরপ্রয়োজনীয়তা ও পেশা পরিবর্তন সংক্রান্ত ধারনা			
	পেশা পরিবর্তন		
তাঁতশিল্পের প্রয়োজনীয়তা	হ্যাঁ	না	মোট
প্রয়োজন রয়েছে	৭৮.৯%	২১.১%	১০০%
প্রয়োজন নেই	-	-	-
মোট	৭৮.৯%	২১.১%	১০০%

গবেষণার অংশগ্রহণকারীদের সবাই মনে করেন এই পেশার প্রয়োজনীয়তা আছে। তবে যেসব তাঁত শিল্পী মনে করেন এ পেশার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তাঁদের একটা বড় অংশই এ পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। প্রায় ৭৮.৯% শতাংশই এ ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

৮.৬.১২ সার্বিক বিবেচনায় বর্তমান অবস্থা ও পেশা পরিবর্তনের আগ্রহ সম্পর্কিত ধারনা

সারনী ৮.২৩: সার্বিক বিবেচনায় বর্তমান অবস্থা ও পেশা পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস

সার্বিক বিবেচনায় বর্তমান অবস্থা ওপেশা পরিবর্তন সংক্রান্ত ধারনা			
	পেশা পরিবর্তন		
সার্বিক বিবেচনায় বর্তমান অবস্থা	হ্যাঁ	না	মোট
ভালো	-	-	-
মোটামুটি	১০০.০%	০.০%	১০০%
খারাপ	৭৮.৯%	২১.১%	১০০%
মোট	৮৯.৫%	১০.৫%	১০০%

উত্তরদাতাদের মতে, এসব কাপড় আর চলে না। এগুলো এখন যেন সে কালের কাপড় হয়ে গেছে। তাছাড়া সুতার দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় আগের মত আর মজুরি দিয়ে লাভ না হওয়ায় এ শিল্পকে আর বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। জীবনযাত্রার পরিবর্তন এবং নারীদের রুচি পরিবর্তনের কারণে অনেক নারী আগের মত শাড়ি পরে না।তাঁরা সালওয়ার কামিজ, মাক্সি, বা ভারত থেকে আমদানি করা শাড়ির প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়ছে। এসব প্রেক্ষিতে অংশগ্রহণকারীদের একটা বড় অংশ মনে করেন, এই শিল্পের বর্তমান অবস্থা খারাপ। এই পেশার বর্তমান অবস্থা মোটামুটি যারা বলেছেন, তাঁদের শতভাগই অন্য পেশায় চলে যেতে আগ্রহী। অন্যদিকে এই পেশার বর্তমান অবস্থা খারাপ যারা বলেছেন, তাঁদের প্রায় ৭৯% অন্য পেশায় চলে যেতে আগ্রহী।

৮.৬.১৩: বিভিন্ন সমস্যার ফলশ্রুতিতে পেশা পরিবর্তনের আগ্রহ সংক্রান্ত ধারনা:

তাঁতশিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকরা বর্তমানে নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন যেমন: মূলধনের অভাব, দক্ষ শ্রমিকের অভাব, মার্কেটিংয়ের অভাব, প্রযুক্তিগত সমস্যা ইত্যাদি।

সারনী ৮.২৩: বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখিদের পেশা পরিবর্তনের আগ্রহ সংক্রান্ত ধারনার বন্টন

সম্মুখীত সমস্যা ওপেশা পরিবর্তন সংক্রান্ত ধারনা	
সম্মুখীত সমস্যার বিবরণ	**পেশা পরিবর্তনের হার**
মূলধণের অভাব	৭৪%
আয় কম	৭৪%
দক্ষ শ্রমিকের অভাব	২০%
কাঁচামালের উচ্চমূল্য	৭৮%
ডিজাইনগত সমস্যা	২১%
মার্কেটিং সমস্যা	১২%
ভারতীয় পণ্যের আমদানি	৫৬%
প্রযুক্তিগত সমস্যা	২৩%
আবহাওয়াগত সমস্যা	৩০%
মাঝে মাঝে কাজ বন্ধ থাকা	৩৪%
শারীরিক সমস্যার ঝুঁকি	৬৯%
নিরাপত্তাহীনতা	৯৩.৩%

তাঁতশিল্প শ্রমিকেরা দিন দিন এ পেশা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে এবং নতুন পেশা বেছে নিচ্ছে। গবেষণায় দেখা যায় বাংলাদেশের তাঁতশিল্প বিভিন্ন সমস্যায় বেষ্টিত হয়ে আছে। এবং ধারণা করা হয়, এইসব সমস্যার কারণে তাঁরা এই পেশায় টিকে থাকতে ব্যর্থ হচ্ছেন এবং পেশা ছেড়ে দেয়ার চিন্তা করছেন।

উত্তরদাতাদের মধ্যে ৭৪% মনে করেন মূলধণের অভাবে বা আয় কম থাকার কারণে তাঁদের পেশা পরিবর্তন করতে চাচ্ছেন বা করছেন। ২০% মনে করেন দক্ষ শ্রমিকের অভাবে, ৭৮% এর মতে সুতা, রং তথা কাঁচামালের উচ্চমূল্যের কারণে, ২১% এর মতে ডিজাইনগত সমস্যা, ১২% এর মতে মার্কেটিং সমস্যার কারণে, ৫৬% মনে করেন ভারতীয় পণ্যের আমদানির কারণে এবং ২৩% মনে করেন প্রযুক্তিগত সমস্যারকারণে বাংলাদেশে এ শিল্প ব্যাহত হচ্ছে।

এছাড়াও আবহাওয়াগত সমস্যা, মাঝে মাঝে কাজ বন্ধ থাকা, শারীরিক সমস্যার ঝুঁকি, নিরাপত্তাহীনতা কথাও বলেছেন উল্লেখযোগ্য হারের তাঁতশিল্পী।এসব সমস্যার ফলে তাঁতশিল্পের অগ্রগতি অতিমাত্রায়

বাধাগ্রস্থ হচ্ছে এবং এ শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের পেশাগত ঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তাঁদের পেশা পরিবর্তনের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে।

৮.৬.১৪ কাঁচামালের দামবৃদ্ধির ফলেপেশা পরিবর্তন সংক্রান্ত ধারনা

তাঁতশিল্পে নিয়োজিত শিল্পীদের মতে, কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি তাঁতপন্য তৈরীর ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রাখে। কারন কাঁচামালের মূল্য অধিক বেড়ে গেলে তাদের লাভ হবে না।

সারনী ৮.২৪: কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি ও পেশা পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস

কাঁচামালের দামবৃদ্ধি ওপেশা পরিবর্তন সংক্রান্ত ধারনা				
	পেশা পরিবর্তন			
		হ্যাঁ	না	মোট
কাঁচামালের দাম	অধিক মূল্য	৭৮.৪%	২১.৬%	১০০%
	কখনো বাড়ে, কখনো কমে	১০০%	০.০%	১০০%
মোট		৭৮.৮%	২১.২%	১০০%

তাঁতশিল্পের জন্য প্রয়োজন সুতা, রং, রাসায়নিক দ্রব্য ও অন্যান্য উপকরণ। এক ধরনের মধ্যসত্বভোগীর কারণে এ সকল উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি ঘটার ফলে, তাঁতবস্ত্রের উৎপাদন খরচ স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ার কারণে তাঁতিদের প্রতিযোগিতা ক্ষমতাও কমে যাচ্ছে। লোকসানের ঝুঁকি বাড়ছে। অতিরিক্ত লোকসানের কারণে অনেকেই তাঁদের তাঁত বন্ধ রাখতে বাধ্য হচ্ছে। আগের থেকে অধিক হারে সুতা, রংসহ যাবতীয় কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি পাওয়াসহ বাজারের এসব কাপড়ের চাহিদা না থাকায় মহাজন তাঁতিদেরকে ঠিক সময় পর্যাপ্ত মজুরি দিতে ব্যর্থ হচ্ছেন। ফলে পেশা বদল করে তাঁরা অন্য পেশায় যেতে চাচ্ছে।

তাঁতশিল্প শ্রমিকদের মধ্যে যারা মনে করেন কাঁচামালের মূল্য অধিক তাঁদের মধ্যে ৭৮.৪% তাঁদের পেশা পরিবর্তন করতে চান। বাকি ২১.৬% তাঁদের পেশা পরিবর্তন করতে চান না। অন্যদিকে যারা বলেছেন কাঁচামালের দাম কখনো বাড়ে, কখনো কমে, তাঁদের সবাই পেশা পরিবর্তন করতে চান।

অধ্যায় নয়

তাঁতশিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের পেশাগত ঝুঁকির সার্বিক প্রেক্ষাপট

অধ্যায় নয়

তাঁতশিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের পেশাগত ঝুঁকির সার্বিক প্রেক্ষাপট

৯.১ তাঁতশিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের পেশাগত ঝুঁকির অতীত ও বর্তমান প্রেক্ষাপট

অর্থনৈতিক সংকট, কাঁচামালের অভাব, অধিক খরচ, অধিক প্রতিযোগিতা, কম বিক্রি, কম চাহিদা ও নানা প্রতিকূলতার কারণে এককালের প্রসিদ্ধ তাঁতশিল্প এখন বিলুপ্ত হতে চলেছে। এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত কয়েক হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে অন্য পেশায় জড়িয়ে পড়েছে। ক্রমাগত লোকসান, প্রয়োজনীয় পুঁজি, সুষ্ঠু নীতিমালার অভাব, চোরাই পথে আসা ভারতীয় কাপড়ের ছড়াছড়ি আর দফায় দফায় কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধির কারণে চরম দুর্দিনে রয়েছে তাঁত শ্রমিকরা।

লেখচিত্র- ৯.১: আগের তুলনায় এই পেশার বর্তমান অবস্থা খারাপ হওয়ার কারণ সংক্রান্ত তথ্যের বন্টন

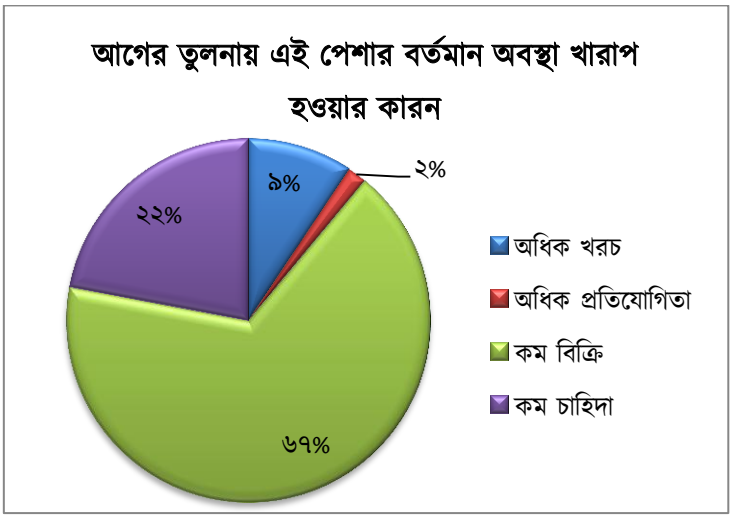

কাপড়ের রং, কেমিক্যাল ও সুতার মূল্য বৃদ্ধির কারণে তাঁতের তৈরি কাপড়ের উৎপাদন খরচ বেড়েছে অনেক। মেশিনের তৈরি নানাবিধ পণ্যসামগ্রী বাজারে আসায় দেশীয় তৈরি কাপড়ের চাহিদা একেবারেই কমে গেছে। আর এসব কারণেই আগের তুলনায় এই পেশার বর্তমান অবস্থা খারাপ। আগের তুলনায় এই পেশার বর্তমান অবস্থাখারাপ হওয়ার পেছনে কারণ হিসেবে কম বিক্রির কথা বলেছেন সবচেয়ে বেশি অংশগ্রহণকারী।

৬৭% অংশগ্রহণকারীর মতে এই পেশার বর্তমান অবস্থা খারাপ হওয়ার পেছনে কারণ কম বিক্রি।কম চাহিদার কথা জানান ২২%, অধিক খরচের কথা বলেন ৯% অধিক প্রতিযোগিতার কথা বলেন ২% অংশগ্রহণকারী।

৯.২ বর্তমান প্রেক্ষিতে তাঁতশিল্পের প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত ধারনা

তাঁতশিল্প আমাদের দেশের প্রভূত সম্ভাবনাময় খাত। একসময় তাঁতশিল্প থেকে উৎপাদিত কাপড় দেশের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বিদেশের বাজারেও রপ্তানি করা হতো। কিন্তু তাঁতিদের দেশত্যাগ, সুতার মূল্যবৃদ্ধি, মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য ইত্যাদি কারণে তাঁতশিল্প বেশ বিপাকে পড়ে। তবে গত এক দশকে তাঁতশিল্প কিছুটা হলেও ঘুরে দাঁড়িয়েছে। তাঁতশিল্পকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন। সরকার যদি তাঁতশিল্পে উৎপাদিত কাপড়ের আন্তর্জাতিক বাজার তৈরি করতে পারে ও তাঁতশিল্প মালিকদের উৎসাহ দিতে পারে, তাহলে হয়তো তাঁতশিল্প তার হারানো রূপ ফিরে পাবে। গবেষণার সাথে জড়িতদের ৯৭% তাঁতিই বলেছেন, বর্তমান প্রেক্ষিতে তাঁতশিল্পের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ৩% বলেছেন বর্তমান প্রেক্ষিতে তাঁতশিল্পের প্রয়োজনীয়তা নেই।

তাঁতশিল্প আমাদের ঐতিহ্য। এটা রক্ষা করতে হবে। প্রাচীনকালে বাংলাদেশের তাঁতশিল্পের খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া। তখন অনেক লোক এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এই তাঁতশিল্পের সৃষ্টি মসলিন কাপড় এক সময় পৃথিবীতে বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল। এই যুগেও তাঁতের কদর আছে বিশ্বব্যাপী। আমাদের এই শিল্পটিকে রক্ষা করতে হলে সরকারসহ সবাইকে এদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। তাঁতশিল্পের চমৎকার ও আকর্ষণীয় কাপড় বোনা দেখে এখনো সবাই আবেগ তাড়িত হয়।

লেখচিত্র- ৯.২: বর্তমান প্রেক্ষিতে তাঁতশিল্পের প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বন্টন

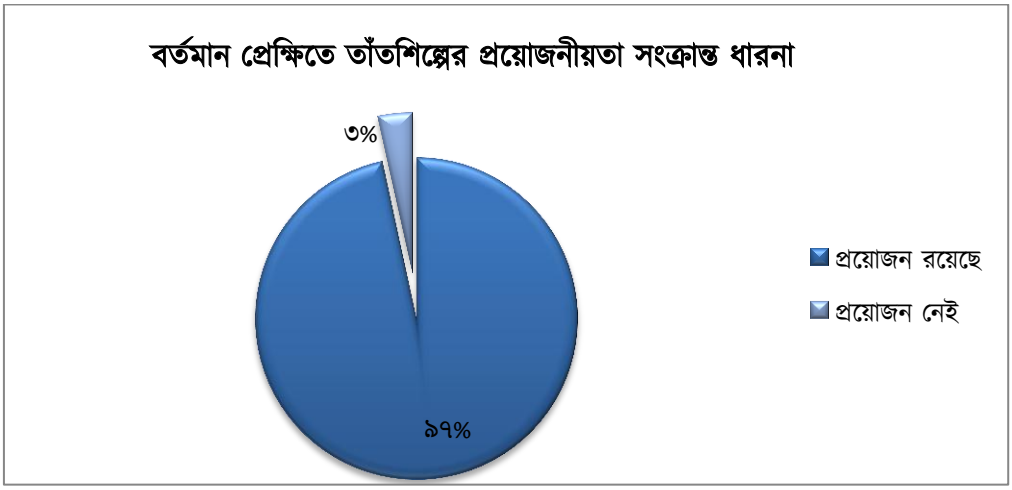

নব্য মহাজনদের হাত থেকে তাঁতিদের রক্ষা করে তাঁদের উপযুক্ত লাভ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। মোট কথা, আমাদের প্রাণপ্রিয় ও ঐতিহ্যের ধারক তাঁতশিল্পকে আমাদেরই রক্ষা করে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে হবে।

৯.৩ বর্তমান পেশায় ঝুঁকি আছে কিনা সংক্রান্ত ধারনা

গবেষণায় বেশ কিছু ঝুঁকির কথা বলেছেন উত্তরদাতা তাঁতিরা। তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঝুঁকিগুলো হলো- স্বাস্থ্য ঝুঁকি, চোখের ক্ষতি, অর্থনৈতিক দুরবস্থা ইত্যাদি। প্রায় ৩৫% উত্তরদাতার মতে এই পেশা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। অন্য দিকে ৬৫% মনে করেন এই পেশায় তেমন কোন ঝুঁকি নেই।

লেখচিত্র- ৯.৩:বর্তমান পেশায় ঝুঁকি আছে কিনা তথ্যের বিন্যাস

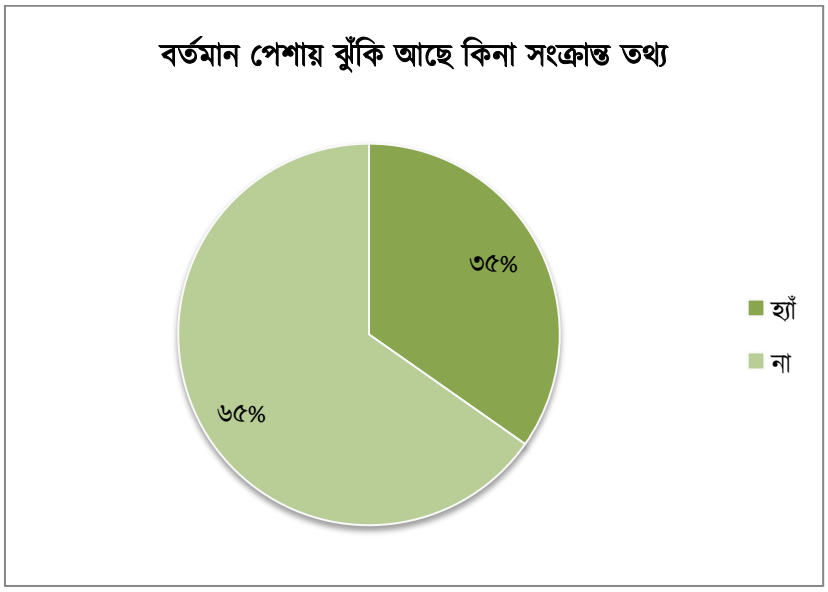

৯.৪ তাঁতশিল্পের ভবিষ্যৎ

পাথরাইল ও নলশোধা গ্রাম দুটিতে তাঁতশিল্প উৎপাদনে উৎপাদনের আনুসঙ্গিক সকল কাজে নারী ও শিশুদের অংশগ্রহণ নেই বললেই চলে। তাঁরা তাঁদের সন্তান লালন পালন, রান্না বান্নার মতই ঘর গৃহস্থালি কর্ম নিয়েই থাকেন।

সারনী-৯.১: তাঁতশিল্পের ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত তথ্যের বন্টন

এই পেশায় শিশুদের সংশ্লিষ্টতা		এই পেশায় নারীদের সংশ্লিষ্টতা		সন্তানদের আনার সম্ভাবনা	
হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না
২%	৯৮%	৫%	৯৫%	০%	১০০%

গবেষণায় দেখা গেছে, মাত্র ৫% অংশগ্রহণকারী নারীদের এই কাজে সংশ্লিষ্টতার কথা জানিয়েছেন এবংমাত্র ২% অংশগ্রহণকারী শিশুদের এই কাজে সংশ্লিষ্টতার কথা জানিয়েছেন। তবে যেসব নারী ও শিশুরা এই কাজে সংশ্লিষ্ট, বা অংশগ্রহণকারীরা সংশ্লিষ্টতার কথা জানিয়েছেন, তাঁরা সবাই লুমের মালিক। শ্রমিক শ্রেনির কেউ নারী ও শিশুদের অংশগ্রহণের কথা জানাননি।

৯.৫ সন্তানদেরকে তাঁতশিল্প পেশায় না আনার কারণ সংক্রান্ত ধারনা

অনেক এলাকারই অনেক তাঁতি এখন অন্য পেশায় যেতে বাধ্য হচ্ছে। জাতীয় অর্থনীতিতে তাঁতশিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও এ শিল্পের সমস্যা অনেক। তাঁতিদের কম আয়, ভবিষ্যৎহীনতা, স্বাস্থ্য ঝুঁকি, সুষ্ঠু সংগঠনের অভাব, মূলধনের অভাব, ন্যায্য মূল্যেমানসম্পন্ন উৎপাদন উপকরণ সহজলভ্য না হওয়া, প্রযুক্তিগত অনগ্রসরতা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতার অভাব, উৎপাদিত বস্ত্রের সুষ্ঠু বিপণনের অভাব প্রভৃতি তাঁতশিল্পের উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে আছে।

এসব কারণে এই শিল্পের ভবিষ্যৎ খুবই অন্ধকার। তাই তাঁতিরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের এই পেশায় আনতে সম্পূর্ণই অনাগ্রহী।

লেখচিত্র- ৯.৪: সন্তানদেরকে তাঁতশিল্প পেশায় না আনার কারণ সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস

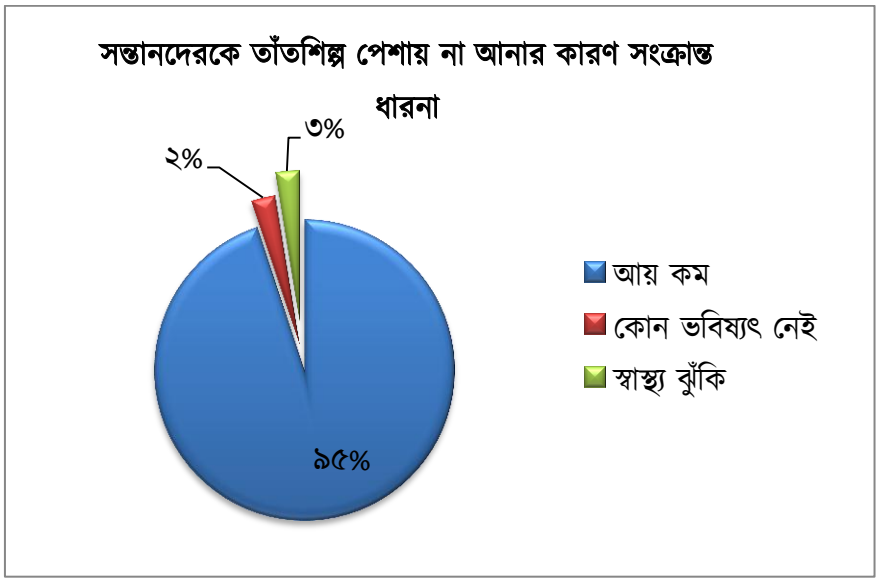

উত্তরদাতা সবাই বলেছেন তাঁরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের এই পেশায় আনতে চান না। কারণ হিসেবে ৯৫% তাঁতশিল্প শ্রমিকই বলেছেন কম আয়ের কথা। ৩% বলেছেন স্বাস্থ্য ঝুঁকির কথা আর ভবিষ্যৎহীনতার কথা বলেছেন ২% অংশগ্রহণকারী।

৯.৬ টাঙ্গাইলের তাঁতিদের ক্রমবর্ধমান পেশাগত ঝুঁকি সংক্রান্ত ধারনা

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, যেমন- ইউরোপ, আমেরিকার বিভিন্ন দেশ, জাপান, সৌদি আরব, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যসহ পশ্চিম বাংলায় টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ির ব্যাপক কদর থাকলেও এ শাড়ি আন্তর্জাতিক বাজারে মার খাচ্ছে নানা কারণে-

(১) দামের জন্য (কাঁচামালের সরবরাহের সহজলভ্যতা না থাকা, কাঁচামালসহ তাঁত মেশিনের বিভিন্ন যন্ত্রাংশের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে টাঙ্গাইল শাড়ি উৎপাদন খরচ বেশি পড়ে যায়)।

(২) ভারতীয় শাড়ির আগ্রাসন (সেখানে কাঁচামালের সহজলভ্যতা ও সুতার স্বল্প মূল্যের জন্য টাঙ্গাইল তাঁতের শাড়ির চেয়ে ভারতের শাড়ি দামে সস্তা হয়ে থাকে বিধায় অনেক ক্রেতাই সে দিকে ঝুকে পড়েছে)।

(৩) টাঙ্গাইল শাড়ি বিপণন ব্যবস্থাটি মহাজনি চক্রের হাতে বন্দি, ফলে বিপণন ব্যবস্থা সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত হচ্ছে না।

টাঙ্গাইলের তাঁতি সম্প্রদায় নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। যেমন মূলধনের সমস্যা, প্রয়োজনীয় উপকরণের সমস্যা, নকশা ও প্রযুক্তিগত সমস্যা, দক্ষতার অভাব, বিপণনের সমস্যা প্রভৃতি। তাঁতিরা প্রয়োজনীয় আর্থিক যোগান তো পাচ্ছেই না। আবার চাঁদাবাজরা দফায় দফায় চাঁদা দাবি করে তাঁদের হয়রানি করছে।[37]

এহেন নানা প্রতিকূলতার কারণে অনেক তাঁতি পেশা ছেড়েছে, আবার অনেকে দেশও ছেড়েছে। আবার কিছু তাঁতি আছে যারা এর শেষ দেখতে চায়। এই দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে নিজ নিজ পেশাকে তাঁরা আঁকড়ে ধরে আছেন। শত প্রতিকূলতার মাঝেও টিকে আছে টাঙ্গাইলের তাঁতশিল্প।

৯.৭ তাঁত পেশায়ঝুঁকি বৃদ্ধির কারণ সংক্রান্ত ধারনা

ঐতিহ্যগতভাবে, বাংলাদেশে হ্যান্ডলুম পণ্যগুলি বিশিষ্ট পণ্য হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে এবং এটি আমাদের কৃষি অর্থনীতির মূলনীতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল থেকে দেখা যায়,এই শিল্পের কিছু সমস্যা আছে। বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা, যা এই সেক্টরে বাধা সৃষ্টি করছে।

৯.৭.১ তাঁতশিল্পে আধুনিক প্রযুক্তির প্রভাবের অভাব সংক্রান্ত ধারনা

কিছু তাঁতশিল্প বিশেষজ্ঞ বলেন, যদিও প্রযুক্তির অনেক ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয়েছে, এই সেক্টর আধুনিক প্রযুক্তির প্রভাব থেকে বাইরে আছে। তবুও, তাঁতিরা তাঁদের হ্যান্ডলুম ব্যবহার করেন এবং পরিবর্তে তাঁরা পর্যাপ্ত মজুরি পান না। আধুনিক প্রযুক্তির সাথে টেক্কা দিতে হস্তচালিত তাঁতেও কিছুটা প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ নিয়ে আসা দরকার, এ ব্যাপারে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ এগিয়ে আসতে হবে।

৯.৭.২ তাঁতশিল্পে সরকারি সহায়তা ও ঋণের অভাব

আর্থিক ও অন্যান্য সমস্যার কারণে সারা দেশে অনেক তাঁতি তাঁতশিল্পে আসতে বা থাকতে পারছেন না। তদুপরি সরকারি সহায়তা এখানে অত্যন্ত প্রবল। স্বল্প মেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পাওয়া যায় না। এই জন্য, এই পণ্য ঐতিহ্যগতভাবে মূলধনের অভাবে ভোগে। এছাড়াও তাঁতিদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য সরকারি উদ্যোগ খুবই অপর্যাপ্ত। তাঁতিরা তাঁদের ব্যবসা শুরু করে ঋণ গ্রহণ করে। তাঁরা যে মুনাফা করে, তা কাঁচামাল কিনতে এবং ঋণ শোধ করতেই চলে যায়, তাই লাভ কম হয়। পণ্য

[37]'গ্রামীণ ঐতিহ্যের ধারক বাহক টাঙ্গাইলের তাঁতশিল্প' দৈনিক সংগ্রাম, ১৩ এপ্রিল ২০১৫।

উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজি প্রয়োজন। প্রাতিষ্ঠানিক উৎস বিশেষ করে ব্যাংক ও বিশেষ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ ধরনের পুঁজি সরবরাহের ব্যবস্থা থাকা দরকার।

৯.৭.৩ তাঁতশিল্পে সুতার ক্রমবর্ধমানদাম সংক্রান্ত ধারনা

রেশমসুতা (কাঁচামাল) বয়ন শিল্পের মধ্যে সবচেয়ে অপরিহার্য জিনিস। সুতার মূল্য এবং পণ্যের খরচ একে অপরের সাথে সম্পর্কিত হয়। সুতার মূল্য বাড়ানোর সাথে সাথে পণ্যের দামও বৃদ্ধিপায়। এই কাঁচামালটির মূল্য দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৯ সালের পর এটি আগের সময়ের তুলনায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। সুতার মূল্যের ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধির কারণে উৎপাদনের উচ্চমূল্য বিবেচনা করা হয়। এতে লাভের পরিমাণ যায় কমে। যদি কাঁচামালের মূল্য নিয়ন্ত্রিত না হয় তবে ক্ষুদ্র পণ্যগুলি ধ্বসে যেতে পারে।

৯.৭.৪ তাঁতশিল্পে মজুরি ব্যবস্থা সংক্রান্ত ধারনা

হ্যান্ডলুম শ্রমনিবিড় শিল্প যেখানে মজুরি সন্তোষজনক হওয়া উচিত। কিন্তু এটি সাধারণত বিশ্বাস করা হয় যে শ্রমনির্ভর শিল্পে শ্রমিকরা মূলধন নির্ভর শিল্পের চেয়ে কম মজুরি পায়। হ্যান্ডলুম শিল্পীরা তাঁদের উৎপাদনশীলতার তুলনায় অনেক কম মজুরি পায়। বর্তমান মজুরি তাঁদের জীবনযাত্রার জন্য খুবই কম। এই কাজ তাঁদের দারিদ্র্য এবং বিচ্ছিন্নতার একটি অন্যতম কারণ।

তাঁতশিল্প শ্রমিকরা তাঁদের শ্রমের জন্য পর্যাপ্ত মজুরি পায় না। ফলস্বরূপ, তাঁত শিল্পীরা এই পেশায় তাঁদের সন্তানদেরও নিয়ে আসতে ইচ্ছুক নয়।

৯.৭.৫ তাঁতশিল্পে শিথিলপ্রশাসনওবিদেশি কাপড়ের অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত তথ্য

শিথিল প্রশাসন ও ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে চোরাচালানীর মাধ্যমে অবাধে বস্ত্রসামগ্রী দেশে প্রবেশ করছে। ফলে চোরাই পথে আসা কাপড়ের সাথে দেশি তাঁতবস্ত্র এখন প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হয়ে পড়েছে। চোরাই পথে আসা বস্ত্র সামগ্রীর ট্যাক্স দিতে না হওয়ায় সেগুলো কমদামে বাজারে বিক্রি হচ্ছে। দেশী তাঁতবস্ত্র তাই মানে ভাল হওয়া সত্ত্বেও বাজার পাচ্ছেনা। তাঁত বস্ত্রের বাজার তাই সীমিত হয়ে পড়ছে। পণ্য বিক্রি করতে গিয়ে তাঁতিদেরকে পড়তে হচ্ছে দারুণ সমস্যায়।

খোলা বাজারনীতির ফলে দেশটিতে ভারতীয় শাড়ি রপ্তানি করা হচ্ছে। এসব শাড়ির সস্তা দামের জন্য এবং বিভিন্ন ডিজাইন এবং প্রাপ্যতার কারণে সাধারণত স্থানীয় ক্রেতারা প্রলুব্ধ হয়। এর পাশাপাশি

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এ শিল্প সম্প্রসারণের ফলে চাহিদার তুলনায় সরবরাহ বেড়েছে। তাই ধীরে ধীরে বিক্রয় হ্রাস হয়।

৯.৭.৬ তাঁতশিল্পে তৈরি পোশাকশিল্পের সাথে প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত ধারনা

তৈরি পোশাক শিল্পও তাঁতিদের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একশ্রেণীর তৈরি পোশাক আমদানীকারক বিশেষ কর ও শুল্ক সুবিধায় পোশাক রপ্তানির নামে বস্ত্র আমদানি করে দেশের বাজারে তা বিক্রি করে দিচ্ছে। কর ফাঁকি দেয়ায় এসকল বস্ত্র কমদামে বিক্রি করা সম্ভব হচ্ছে। বস্ত্রকলে তৈরি এসকল কাপড় তাঁতবস্ত্রের বাজার সহজেই দখল করে নিচ্ছে। তাঁতিরা পড়ছে বিপাকে।

৯.৭.৭ তাঁতশিল্পে উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তন সংক্রান্ত ধারনা

তাঁতশিল্পের জন্য প্রয়োজন সুতা, রং, রাসায়নিক দ্রব্য ও অন্যান্য উপকরণ। এক ধরনের মধ্যসত্বভোগীর কারণে এসকল উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি ঘটার ফলে, তাঁতবস্ত্রের উৎপাদন খরচ স্বাভাবিক ভাবেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ার কারণে তাঁতিদের প্রতিযোগিতা ক্ষমতাও কমে যাচ্ছে। লোকসানের ঝুঁকি বাড়ছে। অতিরিক্ত লোকসানের কারণে অনেকেই তাঁদের তাঁত বন্ধ রাখতে বাধ্য হচ্ছে।

৯.৭.৮ মানুষের রুচিবোধের পরিবর্তন ও পরিকল্পনার অভাব সংক্রান্ত ধারনা

মানুষের জন্য বস্ত্র সরবরাহ করে চলেছে। সে প্রেক্ষিতে এশিল্পের সঙ্গে জড়িত কারিগরদের জন্য পেশাগত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। মানুষের রুচি ও পছন্দের দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। যাতায়াত, যোগাযোগ ও প্রচারণা ব্যবস্থার অকল্পনীয় উন্নতির কারণেই মানুষের রুচিবদল দ্রুততর হচ্ছে। পরিবর্তিত রুচি ও পছন্দের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাঁতবস্ত্রেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মেয়েদের রুচির পরিবর্তনের ফলে তাঁরা আর শাড়ি পরতে চায় না। তাঁতশিল্প তাই আজ ঝুঁকির মুখে।

৯.৭.৯ আমদানকৃিত কাপড়ের উন্নতমানের ডিজাইন, মান ও গুণ সংক্রান্ত ধারনা

বৈধ ও অবৈধভাবে আমদানকৃিত কাপড় পরিকল্পিত ও সুব্যবস্থাপনায় উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারে তৈরি হওয়ার ফলে সেগুলোর ডিজাইন, মান ও গুণ তুলনামূলকভাবে উন্নতমানের। উন্নতমানের এ পণ্যের সাথে হস্তচালিত তাঁতে প্রস্তুত কাপড় প্রতিযোগিতায় টিকিয়ে রাখার জন্য ডিজাইন ও ব্যবসায়ী পরিকল্পনার ক্ষেত্রে যে সহযোগিতা দরকার, তার কোন ব্যবস্থা নেই। তাঁত বস্ত্রের ডিজাইন উন্নত

আকর্ষণীয় ও বহুমাত্রিক করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার অভাব তাঁতিদের প্রভাব আরো দুর্বল করে দিচ্ছে। তাঁতশিল্পে এখন আধুনিক ডিজাইনের ছোঁয়া লাগা প্রয়োজন। কিন্তু সে জন্য যে সামর্থ্য থাকা দরকার সাধারণ তাঁতি সমাজের তা নেই। তাই তাঁদেরকে সনাতনী পদ্ধতিতেই ও সনাতনী মানের বস্ত্র উৎপাদনে নিয়োজিত থাকতে হচ্ছে। এ অবস্থা তাঁতশিল্পের উৎকর্ষ সাধণের পথে বড় অন্তরায় হয়ে অবস্থান করছে।

৯.৭.১০ তাঁতপণ্যে ডিজাইনের বৈচিত্র্যের অভাব সংক্রান্ত ধারনা

শাড়িগুলির ডিজাইন প্রায় প্রথাগত। স্থানীয় ডিজাইনারদের কোন প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণনেই এবং পেশাদার ডিজাইনারদের সাথেও কোন যোগাযোগ নেই। তাই ডিজাইনের বৈচিত্র্যের অভাব এর চাহিদা হ্রাসের একটি কারণ।

৯.৭.১১ তাঁতশিল্পের ক্ষেত্রে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ও ঋণের অনুপস্থিতি সংক্রান্ত ধারনা

সরকারিভাবে তাঁতশিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য গৃহীত উদ্যোগ ও ব্যবস্থা যথেষ্ট না। আবার সেগুলো কার্যকরও নয়। এছাড়া, সরকারি নীতি ও কর্মকাণ্ড তাঁতশিল্পের অনুকূলে বাস্তবে কম প্রতিফলিত হয়। তাঁতশিল্পের বিকাশের জন্য অপেক্ষাকৃত সংরক্ষিত অভ্যন্তরীণ বাজার, অবৈধ বস্ত্রের প্রবেশ রোধ, তাঁতবস্ত্রের উৎকর্ষ বৃদ্ধির অনুকূলে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, ডিজাইন বহুমুখীকরণ, ঋণসহযোগিতা তাঁতপণ্য বাজারজাতকরণ ও বাজার প্রসারের বিশেষ পদক্ষেপ দরকার। কিন্তু, তেমন পদক্ষেপের অনুপস্থিতি তাঁতশিল্পের পুনরুজ্জীবন ও বিকাশ প্রায় অসম্ভব করে তুলেছে।

৯.৭.১২ তাঁতশিল্পে সাংগঠনিক অনুপস্থিতি সংক্রান্ত ধারনা

তাঁতশিল্পের সাথে যারা জড়িত তাঁদের জোরালো সাংগঠনিক অনুপস্থিতিও তাঁতশিল্প বিকাশের পথে অন্যতম বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাঁতিদের সমস্যা, দুরবস্থা তুলে ধরার জন্য শক্তিশালী পেশাগত সংগঠনের অভাব বিদ্যমান। তাঁদের সমস্যা সমাধানের জন্য তাই তাঁরা নীতিনির্ধারকদের উপরে চাপ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হচ্ছে। পুঁজি সরবরাহ প্রাপ্তির জন্য তাঁতি সম্প্রদায়ের দীর্ঘদিনের দাবি হচ্ছে একটি তাঁত ব্যাংক স্থাপন করা। এ ছাড়া, তাঁতবস্ত্র বাজারজাতকরণের জন্য জাতীয় ভিত্তিক কার্যকর ব্যবস্থাও গড়ে তোলা দরকার। তাঁতবস্ত্রের বড়বাজার এক সময় ছিল বহিঃবিশ্বে। রপ্তানীবাজার ধরার জন্যও

প্রয়োজন শক্তিশালী বাজার প্রসার-পদক্ষেপ। এ সকল বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে তাঁতি সম্প্রদায়কে সংগঠিত শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটাতে হবে।

৯.৭.১৩ তাঁতশিল্পে অপর্যাপ্ত প্রযুক্তিএবং দক্ষতা ও নীতিমালার অভাব সংক্রান্ত ধারনা

বিশেষ ধরণের তাঁতবস্ত্র যেমন জামদানী, বেনারসী ইত্যাদির জন্য বিশেষ কারিগরি দক্ষতার প্রয়োজন। ঐতিহ্যের ধারা রক্ষা করে এসকল শিল্পের জন্য মূল-কারিগর গড়ে ওঠে। এ ধরনের কারিগরের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। এ সকল বিশেষ বস্ত্রের মানও তাই কমে যাচ্ছে। বিশেষ কারিগরদের খুঁজে বের করে তাঁদের দক্ষতার স্বীকৃতি দান ও দক্ষতার ব্যবহার করার কোন ব্যবস্থা নেই। বিশেষ বস্ত্রবয়নে বিশেষ কারিগরি দক্ষতা তাই হ্রাস পাচ্ছে। তাঁতশিল্পের জনপ্রিয়তা অনেকাংশে নির্ভর করছে বিশেষ কারিগরি দক্ষতার বিস্তার ঘটিয়ে পণ্যে অনন্যতা সৃষ্টি করার উপরে। বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তাঁতবস্ত্র তেরি করতে না পারার কারণে সাধারণ বস্ত্রের সাথে আলাদা অবস্থানে তাঁতবস্ত্রকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

৯.৭.১৪ তাঁত শিল্পীদের অন্য পেশায় নিয়োজিত হওয়া সাফল্য সংক্রান্ত ধারনা

অনেক তাঁতিরা অনেকটা নিরুপায় হয়েই বাপ-দাদার এই পেশায় আঁকড়ে আছেন। তবে পুঁজি হারিয়ে তাঁত ব্যবসা বন্ধ করে দিচ্ছেন অনেকেই। মূলত প্রতিযোগিতার কাছে তাঁরা পরাজিত হয়ে যাচ্ছেন। এতে তাঁতিরা বেকার হয়ে পড়ছে। আর এই তাঁত পেশা ছেড়ে অনেকে রিকশা, অটোরিকশা চালক ও অনেকে কৃষি শ্রমিকের কাজ করে বেঁচে আছেন। তবে প্রায় সবাই মনে করেন, ভিন্ন পেশায় যারা গিয়েছেন তাঁরা আগের তুলনায় ভাল আছেন। আর তাই এই পেশা দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে। তাঁতশিল্পের একজন শ্রমিক এক/দুই বছর কাজ করে দক্ষ হয়ে উঠার পর গড়ে প্রতিদিন চারশ থেকে সাড়ে চারশ টাকা উপার্জন করে। এদিকে, ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা বা পোশাক কারখানায় কাজ করলে গড়ে প্রতিদিন সাতশ থেকে আটশ টাকা উপার্জন করতে পারে। তাই তাঁরা আর জামদানির কারিগর হতে চান না।

৯.৭.১৫ তাঁতশিল্পীদের ভারতে গমন সুবিধা সংক্রান্ত ধারনা

তাঁতশিল্প শ্রমিকরা অনেকেই ভারতে অভিবাসিত হয়ে যাচ্ছেন কারণ সেখানে তাঁরা বাংলাদেশের তুলনায় অধিকতর ভালো সুবিধা পাচ্ছেন। এই গবেষণায় তাঁতশিল্প শ্রমিকদের ব্যাপক অভিবাসনের

চিত্র উঠে এসেছে। ভারতে তাঁতশিল্পের চাহিদা, পৃষ্ঠপোষকতা, এবং সুবিধার কারণে মূলত এই পেশা এখন বেশ ঝুঁকির মুখে।

৯.৮ পেশা পরিবর্তনকারী তাঁতিদের বিকল্প পেশাসমূহ সংক্রান্ত ধারনা

বেশ কিছু শাড়ি তৈরির কারিগর পেশা পরিবর্তন করে অটোরিকশা চালাচ্ছেন। কারণ, সপ্তাহজুড়ে কাজ করে তাঁরা যে পারিশ্রমিক পান, তা দিয়ে তাঁদের সংসার চলে না। তাই তাঁরা জামদানি তৈরির কাজ ছেড়ে দিয়েছেন।গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের দেয়া তথ্যমতে, তাঁতশিল্প শ্রমিকদের যারা পেশা বদলে অন্য পেশায় চলে গেছেন, তাঁরা অধিকাংশই ভারতে অভিবাসিত হয়ে চলে গেছেন। অনেকেই রাজমিস্ত্রির কাজ করছেন, অনেকে কৃষিকাজের সাথে জড়িয়ে গেছেন। অটোরিকশা চালক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, গার্মেন্টস শ্রমিক, সিএনজি চালক হিসেবেও নিয়োজিত আছেন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পেশা পরিবর্তনকারী।

৯.৯ তাঁতিরা সহজে অন্য পেশায় যোগ দিতে পারেন কিনা সংক্রান্ত ধারনা

বেশিরভাগ উত্তরদাতারা অর্থাৎ ৫৭% তাঁতি বলেছেন, তাঁরা এই পেশা বেছে নিয়েছেন কারণ তাঁরা আর কোনো পেশার কাজ শেখেননি বলে বা বিকল্প কোন পেশা ছিল না। এই বিষয়টি থেকে একটা বিষয় খুবই পরিষ্কার যে সহজে তাঁরা অন্য পেশায় যোগ দিতে পারবেন না। অন্য পেশায় যোগ দিলেও সেটা হবে তাঁদের জন্য খুব চ্যালেঞ্জিং।

অধ্যায় দশ

উপসংহার ও সুপারিশমালা

অধ্যায় দশ

উপসংহার ও সুপারিশমালা

বৃহৎ এবং তাৎপর্যপূর্ণ অ-কৃষিজ কর্মসংস্থান ক্ষেত্র হিসেবে এবং দেশে বিদ্যমান বেকার সমস্যার সমাধান ও সর্বোপরি গ্রামীন দারিদ্র জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে তাঁতশিল্পের অবদানের কথা অনস্বীকার্য। কিন্ত গবেষণা এলাকায় শ্রমিকেরা নানা ধরনের সমস্যাও ঝুঁকির দ্বারা বেষ্ঠিত হয়ে আছে। যেমন: বাজার ব্যবস্থার বিফলতা, পুঁজির স্বল্পতা, উৎপাদিত পণ্যের বৈচিত্রহীনতা, তাঁতশিল্প শ্রমিকদের অনিরাপত্তাহীনতা, কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি, প্রযুক্তিগত সমস্যা, ঋণের স্বল্পতা, ডিজাইনগত সমস্যা ইত্যাদি। বর্তমানে হস্তচালিত তাঁতের স্থলে মেশিন লুম স্থান করে নিচ্ছে। তাঁতিরা মূলধনের অভাবে এ পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় চলে যাচ্ছে। ফলে তাঁতিদের সংখ্যা ও বর্তমানে ব্যাপক ভাবে কমে যাচ্ছে। এছাড়াও গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায়, উত্তরদাতাদের শিক্ষার অপর্যাপ্ত হার, তাঁত-শিল্প শ্রমিকদের অসচেতনতা ইত্যাদি কারনে তাঁতশিল্প শ্রমিকরা তাঁতপণ্যের বাজার সম্প্রসারন ও ডিজাইনের ব্যাপারে সচেতন নয়। পাশাপাশি আগের থেকে অধিক হারে সুতার দাম বৃদ্ধি পাওয়াসহ বাজারের এসব কাপড়ের চাহিদা না থাকায় মহাজন তাঁতিদেরকে ঠিক সময় ঠিক মত মজুরি দিতে পারে না। ফলে পেশা বদল করে তাঁদের অন্য পেশায় যেতে হচ্ছে। তবেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা, সুতা ও কাঁচা মাল, পুঁজির ব্যবস্থা এবং চোরা পথে ভারতীয় নিম্ন মানের কাপড়র আসা বন্ধ করলে তাঁতশিল্পপুনঃরুদ্ধারসহ তাঁতিদের রক্ষা করা সম্ভব। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাঁত শিল্পীদের পর্যাপ্ত মূলধনের জোগান, সুষ্ঠুভাবে বাজারজাতকরণের সুযোগ এবং প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ করতে পারছে না। যন্ত্রচালিত মেশিনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে না থাকতে পেরে বিলুপ্তির পথে বিভিন্ন জেলার ঐতিহ্যবাহী হস্তচালিত তাঁতশিল্প।রং, সুতাসহ তাঁতশিল্পের কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি ও বাজারে তাঁতের তৈরি লুঙ্গি, গামছা ও শাড়ির চাহিদা কমে যাওয়ায়, কমে গেছে এ শিল্পের কদর। তাই তাঁতিদের অনেকেই ছেড়ে দিচ্ছেন বাপ-দাদার রেখে যাওয়া এ পেশা। আর যারা এখনো এ পেশাকে ধরে রেখেছেন তাঁরা পরিবার পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

নতুন তাঁতপণ্যের সেবা যেমন প্রযুক্তির প্রয়োগ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধি ও হ্রাস পাওয়া সম্পর্কে সচেতন হয়। এছাড়া সরকারকে প্রান্তিক ও গ্রামীন কৃষিকাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের মাঝে ঋণ বিতরনের ক্ষেত্রে কার্যকরী নতুন নীতিমালা ও পদক্ষেপ নিতে হবে। অন্যথায় তাঁতশিল্প শ্রমিকদের

ঋণের চাপ বেড়েই চলবে। বেশি বেশি করে মেলা বা প্রদর্শনীর আয়োজন করতে হবে তাঁতপন্যের প্রচার-প্রচারনার জন্য। পরিশেষে বলা যায় ঐতিহ্যবাহী এ তাঁতশিল্প এই উপমহাদেশে অতীতে ও ছিল এবং ভবিষ্যতে ও থাকবে। অন্যথায় বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক কর্মসংস্থানহীনতার সৃষ্টি হবে যা নগরে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রায় ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করবে। সার্বিক বিবেচনায় বলা যায় গ্রামীন ব্যাপক জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবন ও জীবিকার উন্নয়নে এবং বাংলাদেশের শিল্প ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসেবে ঐতিহ্যময় এ শিল্পের সংরক্ষন ও উন্নয়নে আবশ্যিক ভাবে সরকারী সংস্থা ও সরকারকে নানামুখী উদ্ভাবনীমূলক নীতিমালা প্রনয়ন, পুঁজির সহায়তা প্রযুক্তির সহায়তাসহ বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

১০.১ সুপারিশসমূহ

উত্তরদাতা কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যের আলোচনা ও পর্যালোচনা থেকে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ প্রদান করা হলো যা ভবিষ্যতে তাঁতশিল্পের উন্নতির জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান করবে।

১. সরকারকে সুতার মূল্য নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত যাতে বয়নকারীরা সস্তা দামে পণ্যের উৎপাদন করতে পারে।

২. এই শিল্পের জন্য সরকারের সমর্থন যথেষ্ট এবং কার্যকর নয়। এই প্রাচীন শিল্প সংরক্ষণ করার জন্য সরকারকে আরো সচেষ্ট হওয়া উচিত এবং নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করা উচিত।

৩. হ্যান্ডলুম পণ্যের বর্তমান বিতরণ চ্যানেল পর্যাপ্ত এবং কার্যকরী নয়। এই শিল্পের প্রবৃদ্ধিতে অংশ নেওয়ার জন্য বেসরকারি সংস্থা এবং এনজিওদের এগিয়ে আসা উচিত। তাছাড়া বিদ্যমান প্রচারণামূলক প্রচারাভিযান পর্যাপ্ত নয়। সুতরাং বাণিজ্য মেলা, জনসংযোগ, বিক্রয় প্রচার এবং বিজ্ঞাপনগুলিতে তীব্র প্রচারণামূলক প্রোগ্রামগুলি গ্রহণ করা উচিত।

৪. ভালমানের কাঁচামাল উৎপাদন করতে বাংলাদেশের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

৫. কাঁচামাল আমদানি শুল্ক কমানো উচিত।

৬. সরকার কাঁচামাল আমদানি করতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে এবং উদ্যোক্তাদের কাছে সরাসরি বিক্রি করতে পারে।

৭. ডিজাইনারদের পেশাদার ডিজাইনারদের কাছ থেকে প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত যাতে করে শাড়ির ডিজাইন এবং রঙ সমন্বয় করা যায় এবং আধুনিকায়ন করা যায়।

৮. ভারতীয় অবাধ অনুপ্রবেশকে সরকারের পরীক্ষা করা উচিত।

৯. আন্তর্জাতিক বাজারে শাড়ি রপ্তানির সম্ভাবনার বিষয়টা অনুসন্ধান করা উচিত।

১০. কর্মপরিবেশ এবং তাঁতশিল্প শ্রমিকদের মজুরি উন্নত করা উচিত।

১১. সরকারী ও এনজিও সহযোগিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সরকারি ও প্রাইভেট ব্যাংককে নিম্ন হারে তাঁতিদের ঋণ সুবিধা দেওয়া উচিত।

১২. হ্যান্ডলুম শিল্পে গ্রামাঞ্চলে ট্রেড ইউনিয়ন নীতি প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।

১৩. তাঁতিরা সঠিক সময়ে এবং সঠিক দামে কাঁচামাল পায় না। তাই রিটেইলারের কোনও বেআইনী সুবিধা নিরীক্ষণের জন্য সরকারকে হ্যান্ডলুম বোর্ডের আওতায় নজরদারি রাখা উচিত।

১৪. তাঁতিরা অসম্পূর্ণ সমসাময়িক প্রযুক্তি থেকে দূরে আছে। সুতরাং, স্থানীয় বাজারে এই প্রযুক্তিগুলি সুলভ করার জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

১৫. হ্যান্ডলুম শিল্পের মুখোমুখি হওয়া সমস্ত সমস্যা মোকাবেলার জন্য একটি ব্যাপক হ্যান্ডলুম পুনর্জীবীকরণ নীতি প্রয়োজন। পাশাপাশি কর্মীদের কর্মসংস্থান ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উপর মনোনিবেশ করতে হবে।

১৬. এই খাতের জন্য কাঁচামাল, সুতা, রং এবং অন্যান্য জিনিসপত্রের অভাব অনেক বড় সমস্যা। সুতার মূল্য ক্রমবর্ধমান থেকে ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেজন্য কাঁচামালের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

১৭. প্রজনন, প্রযুক্তি এবং গুণগতমান উন্নত করতে হবে। হ্যান্ডলুমগুলিকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যবহৃত সর্বশেষ নকশা ব্যবহার করা উচিত এবং সংশ্লিষ্ট আধুনিক প্রযুক্তিগুলি শিখতে হবে[৩৮]।

১৮. নারী শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।সূক্ষ্ম এবং বিশেষ পণ্য তালিকা প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে লিঙ্গগত সমস্যাটি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিত। বৈদেশিক বাণিজ্য নীতির নারীদের চাহিদার প্রতি এবং নারীদের উৎপাদন ব্যবস্থার প্রতি সংবেদনশীল হওয়া উচিত। এছাড়া, জাতীয় বাজেটের একটি বিশেষ অংশ তাঁদের জন্য বরাদ্দ দেওয়া উচিত।

১৯. হ্যান্ডলুম পণ্য উৎপাদনের প্রধান উপকরণ তুলা, রেশম ও পাট। যদিও এইগুলি বাংলাদেশে উৎপাদিত হয়, তবুও বিভিন্ন অর্থনৈতিক কারণে এগুলোর বিশেষ করে কটন ও রেশমের দাম নিয়মিতভাবে বেড়ে চলেছে। কাঁচামালের উচ্চমূল্য হ্যান্ডলুম বুননকারীদের উৎপাদনে বাধা দেয়,

[৩৮]ব্যানার্জিও অন্যান্যরা, 2014

যাতে তাঁরা উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে না। হ্যান্ডলুম শিল্পীদের জন্য এই কাঁচামালের সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিত করা উচিত।

২০.মিলস ও পাওয়ার লুমের সাথে হ্যান্ডলুমের অসম প্রতিযোগিতা দূর করা প্রয়োজন। হ্যান্ডলুমের পণ্যগুলি বড় মিল এবং পাওয়ার লুমের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, যারা বিভিন্ন ফর্মগুলিতে সরকারের কাছ থেকে উৎসাহ পাচ্ছে। পাশাপাশি, এই কুটির পণ্যের ভারতীয় কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে হয়। এই অসম প্রতিযোগিতায় খেয়াল রাখা উচিত যাতে হ্যান্ডলুম পণ্যগুলি টিকে থাকতে পারে।

গ্রন্থপুঞ্জী (Bibliography)

Banarjee, S.; Muzib, M. M. and Sharmin, S. (2014). *Status of Handloom Workers and Causes of Their Migration: A Study in Handloom Industry of Tangail District, Bangladesh.* Research on Humanities and Social Sciences, Vol.4, No.22, 2014.

Chowdhury, N.(1989). *Bangladesh's Handloom Economy in Transition: A Case of Unequal Growth, Structural Adjustment and Economic Mobility Amid Laissez-Fair Markets: A Synthesis.* Special Issue on The Handloom Economy of Bangladesh in Transition, vol XVII, no. 1 & 2, pp. 1-22.

Cottage/Handicraft Manufacturing Industries Survey -2003. Central Statistics Agency (CSA).

Ferdous, T. (2014). *"House hold politics, the market and subordination : A study of weaver community in Bangladesh."* M.Phil thesis, Department of Anthropology, University of Dhaka.

Ghosh, SK & Akter, MS. (2005). *"Handloom Industry on the way of Extinction : An Empirical study over the pre-domonant factors."* BRAC University Journal, Vol. II, No. 2, 2005. Pp. 1-12.

Islam, M. K. and Hossain, M. E. (2013). *Cost-Benefit Analysis Of Handloom Weaving Industry In Kumarkhali Upazila Of Kushtia District, Bangladesh.* Development Compilation, Vol. 09, No. 01, pp 63-72.

Islam, M. K. and Hossain, M. E. (2015). *Determinants of Technical Inefficiency of Handloom Weaving Industry in Kushtia District of Bangladesh: A Tobit Model Approach.* Journal of Investment and Management, Vol. 4, No. 4, pp 95-99.

Jaforulla, M. (1999). *Production Technology, Elasticity of Substitution and Technical Efficiency of the Handloom Textile Industry of Bangladesh.* Applied Economics, 31(4), 437-442.

Jahan, Nusrat. and Jahan, Israt. (2016). *"Comparative Economic Profitability and Problems of Handloom Products of Bangladesh : A study on Handloom Weavers of Benarashi , Jamdani and Lungi."* The Cost and Management , ISSN 1817-5090, Vol. 44, Nov-Oct 2016.

Khan, Ashraful Momin. 2013. *"Role of Handloom Board to Generate Employment in rural Area: A Study of Enaitpur Thana in Sirajgonj."* Institute of Governance Studies , BRAC University, Dhaka.

Khondoker, A.M. and Sonobe, T. (2011). *Determinants of Small Enterprises' Performance in Developing Countries: A Bangladesh Case.* The National Graudate Institute For Policy Studies (GRIPS), Tokyo, Japan, January 2011.

Mannan, Manzurul. (2014). *"An Anatomy of Traditional Weaver Community and the Traditional of Technology inBangladesh."* Independent University, Bangladesh.

*Monthly Management Information Report–January 2016.*Bangladesh Handloom Board (BHB).

Rahman, A.S.M Atiqur. (2006). *"A study on production of Benarashi in Benarashi palli : Prospects of Developing Women Entrepreneurs."* Democracywatch, 7 circuit house road, Dhaka -1000.

Rahman, M.M. (2013). *"Prospects of HandloomIndustries in Pabna, Bangladesh."* Global Journal of Management and Business Research Interdisciplinary, vol. 13, Issue -5, version -1.0, Year -2013.

Report on Bangladesh Handloom Census – (2003). Bangladesh Bureau of Statistics, Planning Division, Ministry of Planning.

Tangail weaving industry in crisis as weavers quit job for price hike of raw materials. The Daily Star Online and Print Version.

Zohir, I. S. (1996). "An Assessment of Industrial Policy in Bangladesh": What Policies are We Talking About?

'গ্রামীণ ঐতিহ্যের ধারক বাহক টাঙ্গাইলের তাঁতশিল্প' দৈনিক সংগ্রাম, ১৩ এপ্রিল ২০১৫।

অর্থবাণিজ্য, ৯ আগস্ট, ২০১৭

কালের কণ্ঠ, ১২ জুলাই, ২০১৭

যুগান্তর, ১০ জুন, ২০১৬

যায়যায় দিন, ৮ অক্টোবর, ২০১৬।

তাঁতশিল্পেরঅতীতওবর্তমানঅবস্থা,মিজানরহমান

তাঁত শুমারী –২০০৩

দৈনিক সংগ্রাম, ১৬মার্চ,২০১৪

ব্যানার্জি, মুজিব ওশারমিন (২০১৪)। হ্যান্ডলুম ওয়ার্কার্স এবং তাঁদের মাইগ্রেশন এর অবস্থা- টাঙ্গাইল জেলায় বাংলাদেশের হ্যান্ডলুম শিল্পে অধ্যয়ন।

বণিক বার্তা, "বিলুপ্তির পথে নরসিংদীর ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্প" অক্টোবর ১৭, ২০১৬

বণিক বার্তা, ০৬ মে ২০১৭

বণিকবার্তা,মে৩১, ২০১৪

বাংলা ট্রিবিউন, অক্টোবর ০৩ , ২০১৭

বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন

মাসিক ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদন, জানুয়ারি ২০১৬, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড।

সাজেদ রহমান (২০১৫), 'উদ্যোগ: মোমিননগরের তাঁত শিল্প'।

অধ্যায় এগার

কতিপয় জীবন অধ্যয়ন

অধ্যায় এগার

কতিপয় জীবন অধ্যয়ন

মোঃ ইদ্রিস আলী
ধর্ম: ইসলাম, বয়স: ৫৪ বছর
পাথরাইল, দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল

১১.১ কেস স্টাডি-১

টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার থানার পাথরাইল গ্রামের ৫৪ বছর বয়সী তাঁতি মোঃ ইদ্রিস আলী। তিনি ইসলাম ধর্মাবলম্বী এবং একক পরিবারে বসবাস করেন। তাঁর পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ জন। তাঁর পরিবারের মাসিক আয় মাত্র ১০,০০০ টাকা এবং পরিবারের আনুমানিক মাসিক ব্যয়ও সর্বসাকুল্যে ১০,০০০ টাকা। একজন নিম্নবিত্ত পরিবারের সদস্য হিসেবে তিনি কিছুই সঞ্চয় করতে পারেন না। তাঁর বাসস্থানের ধরণ কাঁচা এবং শৌচাগারের ধরণআধাপাকা।পরিবারে চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা বলতে শুধুমাত্র টেলিভিশনের কথা বলেছেন তিনি। তাঁর তিন মেয়ের সবাই স্কুল ও কলেজগামী। এদের মধ্যে বড় মেয়ে অনার্স পড়ুয়া, মেজো মেয়ে দ্বাদশ শ্রেণিতে এবং ছোট মেয়ে ২য় শ্রেণিতে পড়ে। তিনি জানিয়েছেন, তাঁর পরিবারের সকল সদস্যরা চিকিৎসা সেবা পান এবং তাঁরা মূলত ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান হতে এ সেবা পেয়ে থাকেন।

ইদ্রিস আলী প্রায় ৪৩ বছর যাবত এই পেশার সাথে জড়িত আছেন। তিনি অন্য কোন কাজ শেখেন নি বলেই এই পেশায় জড়িত হয়েছেন। তিনি তাঁতি হিসেবে শাড়ি তৈরি করেন। তিনি যে তাঁত ইউনিটে কাজ করেন, সেতাঁত ইউনিটের মালিক মহাজন। তিনি একজন শ্রমিক হিসেবে এখানে কাজ করেন। তিনি সাপ্তাহিক ভিত্তিতে মজুরি পান। ইদ্রিস আলী দিনে ১০ ঘন্টার অধিক কাজ করেন এবং তিনি তাঁর মজুরি যথা সময়ে পান বলে জানিয়েছেন। যদিও তাঁর আয় এবং ব্যয় সমান সমান, তথাপি তিনি মনে করেন তাঁর বর্তমান মজুরি পর্যাপ্ত।

তাঁর মতে, সারা বছর কাজের চাপ একই রকম থাকে। তিনি তাঁর কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ নিয়ে যথেষ্ট সন্তুষ্ট এবং মালিকের সাথে তাঁর সম্পর্কও সন্তোষজনক বলে জানিয়েছেন। ইদ্রিস আলীর কোন লুম নেই, তবে তিনি মালিকের বা মহাজনের তাঁতে পিট লুম ব্যবহার করে কাজ করেন। তাঁর মতে, তাঁর কর্মক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত বা ডিজাইনগত কোন সমস্যা নেই।

অভিবাসনের প্রশ্নে তিনি জানান, এখানকার তাঁতশিল্পীরা সাধারণত ব্যাপক হারে ভারতে অভিবাসিত হন। তিনি মনে করেন নিরাপত্তার অভাবেই তাঁরা অভিবাসিত হন। তাঁতশিল্প সংশ্লিষ্ট পরিবহন ব্যবস্থা পর্যাপ্ত বলে মনে করেন তিনি।

একজন তাঁত বোর্ডের সদস্য হিসেবে তিনি মনে করেন, এ শিল্প সংশ্লিষ্ট প্রচার প্রচারনাও যথেষ্ট এবং সরাসরি বাজারজাতকরনে কোন ধরণের সমস্যা হয় না। তিনি তাঁতশিল্পের উন্নয়নে সরকারি কার্যক্রম যথেষ্ট নয় বলে মনে করেন। তিনি জানান, তাঁদের উৎপাদিত পণ্য দেশের বাইরে ভারতে রপ্তানি করা হয়। ম্যাক্সি, সালোয়ার-কামিজ ইত্যাদিকে তিনি বাজারে তাঁদের উৎপাদিত পণ্যের প্রতিযোগী পণ্য হিসেবে মনে করেন।

কর্মক্ষেত্রে তিনি কোন প্রকার নিরাপত্তাহীনতা বোধ করেন না।বাজারে তাঁদের উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা উত্তরোত্তর হ্রাস পাচ্ছে বলে জানান তিনি। হ্রাস পাওয়ার পেছনে কারণ হিসেবে তিনি বলেন, মেয়েদের শাড়ি পরার অভ্যাস কমে গেছে।তিনি পেশাগত কোন প্রশিক্ষণ পাননি এবং প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলেও মনে করেন না।

তিনি মনে করেন, এই শিল্পে পর্যাপ্ত মূলধণের যোগান এবং ঋণের ব্যবস্থা আছে। তিনি এনজিও থেকে ঋণ পেয়ে থাকেন। পাথরাইলের লোকাল বাজার থেকে তিনি কাঁচামাল সংগ্রহ করেন। কাঁচামালের সরবরাহ পর্যাপ্ত থাকলেও কাঁচামালের মূল্য চড়া বলে মনে করেন তিনি। তিনি উৎপাদিত পণ্য আড়ংয়ের কাছে বিক্রি করেন। পণ্যের বিক্রয় মূল্য তিনি নিজে নির্ধারণ করলেও নির্ধারিত বিক্রয় মূল্য পর্যাপ্ত নয়। তাঁর মতে, এই পেশা লাভজনক নয় এবং এই পেশার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাহীন।

এই পেশায় তিনি কোন প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হন না। তাঁর পরিবারের শিশু এবং নারীরা এই পেশার সাথে বা এই পেশা সংশ্লিষ্ট কাজে জড়িত নয় এবং তিনি তাঁর সন্তানদেরকে ভবিষ্যতে এই পেশায় আনবেন না। সন্তানদেরকে ভবিষ্যতে এই পেশায় না আনার কারণ হিসেবে তিনি বলেন, এই পেশার কোন ভবিষ্যৎ নেই বলে এবং মেয়ে সন্তান বলে তিনি সন্তানদেরকে ভবিষ্যতে এই পেশায় আনবেন না। তাঁর মতে, আগের তুলনায় এই পেশার বর্তমান অবস্থা খারাপ। খারাপ হওয়ার কারণ হিসেবে তিনি বলেন, বাজারে এই পণ্যের চাহিদা আগের চেয়ে অনেক কম। তবে তিনি বলেন, এই পেশায় কোন প্রকার ঝুঁকি নেই।

আয় কম বলে ইদ্রিস আলী এই পেশা পরিবর্তন করে অন্য পেশায় যেতে চান। তিনি জানান, অনেকেই এই পেশা পরিবর্তন করেছে এবং তাঁদের অনেকেই বর্তমানে বিদেশি শ্রমিক, রাজমিস্ত্রী, কৃষিকাজ, অটোরিকশা চালক প্রভৃতি পেশায় নিয়োজিত আছেন। সে/তারা বর্তমানে আগের চেয়ে ভাল অবস্থায় রয়েছে বলেও তিনি মনে করেন।

ইদ্রিস আলী মনে করেন, বর্তমান প্রেক্ষিতে তাঁতশিল্পের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তবে সার্বিক বিবেচনায় তাঁতশিল্পের বর্তমান অবস্থা অসন্তোষজনক। এই শিল্পের উন্নয়নে তিনি কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছেন।তাঁর মতে, কাঁচামালের মূল্য কমাতে হবে;ভ্যাট/শুল্ক প্রত্যাহার করতে হবে; সরকারিভাবে উৎপাদিত পণ্য ক্রয় করতে হবে।

১১.২ কেস স্টাডি-২

তরুণ কৃষ্ণ পাল
ধর্ম: হিন্দু, বয়স: ৬৫ বছর
নলশোধা, দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল

টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার থানার নলশোধা গ্রামের ৬৫ বছর বয়সী তাঁতি তরুণ কৃষ্ণ পাল। তিনি হিন্দু ধর্মাবলম্বী এবং যৌথ পরিবারে বসবাস করেন। তাঁর পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৯ জন। তাঁর পরিবারের মাসিক আয় ১২,০০০ টাকা এবং পরিবারের আনুমানিক মাসিক ব্যয় সর্বসাকুল্যে ১২,০০০ টাকার অধিক। সংসার চালানোর জন্য পর্যাপ্ত আয় তিনি তাঁতশিল্প থেকে করতে পারেন না। প্রায়ই তাই ধার দেনা করে সংসার চালাতে হয়। তিনি নিজেকে একজন নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্য হিসেবে দেখেন। সংসারের খরচ বহন করতে প্রচন্ড চাপে থাকা তরুণ কৃষ্ণপরিবারে চিত্তবিনোদনের জন্য কোন ব্যবস্থা করতে পারেন না।

তরুণ কৃষ্ণ পালছোটবেলা থেকেই পৈতৃক এই পেশার সাথে জড়িত আছেন। তিনি মূলত শাড়ি তৈরি করেন। তিনি মালিক কৃষ্ণ দাস-এর তাঁত ইউনিটে একজন শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন এবং অন্যান্য শ্রমিকদের মতোই সাপ্তাহিক ভিত্তিতে মজুরি পান। তিনি অতিরিক্ত আয়ের জন্য দিনে প্রায় ১১-১২ ঘন্টা কাজ করেন। যদিও তিনি তাঁর মজুরি যথা সময়ে পান, তবে তাঁর বর্তমান প্রাপ্ত মজুরি প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল এবং অপর্যাপ্ত।

তাঁর মতে, সারা বছরে কাজের চাপ মোটামুটি থাকলেও ঈদ, পূজা, পহেলা বৈশাখসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানগুলোতে কাজের চাপ কিছুটা বৃদ্ধি পায়। তিনি তাঁর কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ নিয়ে সন্তুষ্ট এবং মালিকের সাথে তাঁর সম্পর্কও সন্তোষজনক বলে জানিয়েছেন। তাঁর মতে, তাঁর কর্মক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত বা ডিজাইনগত তেমন কোন সমস্যা নেই। তাঁর এলাকার তাঁতিরা ব্যাপকভাবে ভারত ও মালয়েশিয়ায় অভিবাসিত হচ্ছে বলে জানান তিনি।

তাঁত বোর্ডের একজন সদস্য হিসেবে তিনি তাঁতশিল্পে সংশ্লিষ্ট পরিবহন ব্যবস্থা ও সংশ্লিষ্ট প্রচার প্রচারনা যথেষ্ট বলে মনে করেন এবং সরাসরি বাজারজাতকরনে তেমন কোন সমস্যা হয় না বলেও জানিয়েছেন। তিনি মনে করেন তাঁতশিল্পের উন্নয়নে সরকারি কার্যক্রম যথেষ্ট নয়। তাঁর মতে, সালোয়ার কামিজ ও ভারত থেকে আমদানিকৃত শাড়ীর সাথে তাঁদের উৎপাদিত পণ্য বাজারে প্রতিযোগিতায় হেরে যাচ্ছে।কম চাহিদা, তুলনামূলক বেশি দাম, ভারতীয় শাড়ীর সহজপ্রাপ্যতা ও স্বল্পমূল্যের কারণে বাজারে তাঁদের

Dhaka University Institutional Repository

উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা উত্তরোত্তর হ্রাস পাচ্ছে বলে মনে করেন তিনি।তাঁর মতে ঠিকভাবে কাজ চালানোর জন্য ঋণের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে, তবে ঋণের তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। যতটুকু ব্যবস্থা রয়েছে তাও বিভিন্ন এনজিও থেকে। সরকারি কোন ঋণ কর্মসূচি এখানে নেই বললেই চলে। কাঁচামালের সরবরাহ পর্যাপ্ত থাকলেও কাঁচামালের ঊর্ধ্বমূল্য তাদের লাভের সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়। তদুপরি মহাজন নির্ধারিত পণ্যের বিক্রয় মূল্য পর্যাপ্ত নয়। তাঁর মতে, এই পেশা মোটেই লাভজনক নয় এবং এই পেশার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাহীন। এই পেশায় তিনি আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হন, তথাপি তিনি বাপ দাদার আমলের পুরনো এই পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় যেতে চান না।তবে এই পেশার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থা খারাপ বলে তিনি তাঁর সন্তানদেরকে ভবিষ্যতে এই পেশায় আনতে চান না।

তরুণ পালমনে করেন, বর্তমান প্রেক্ষিতে তাঁতশিল্পের অনেক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তবে তাঁতশিল্পের বর্তমান অবস্থা ভালো নয়। তাঁর মতে, এই শিল্পের উন্নয়নে এ শিল্পের প্রতি নজরদারী বাড়ানো, শ্রমিকদের আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান, ভারতীয় শাড়ীর ব্যাপক অনুপ্রবেশ রোধ এবং সরকারিভাবে সহযোগিতা করা ছাড়া এই শিল্পের উন্নয়ন অসম্ভব।

১১.৩ কেস স্টাডি-৩

মোঃ সানোয়ার হোসেন
ধর্ম: ইসলাম, বয়স: ৩৫ বছর
নলশোধা, দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল

টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার থানার নলশোধা গ্রামের ৩৫ বছর বয়সী তাঁতি মোঃ সানোয়ার হোসেন। তিনি ইসলাম ধর্মাবলম্বী এবং একক পরিবারে বসবাস করেন। তাঁর পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ জন। তাঁর পরিবারের মাসিক আয় ১২,০০০ টাকা এবং পরিবারের আনুমানিক মাসিক ব্যয় সর্বসাকুল্যে ১০,০০০ টাকা। একজন নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্য হিসেবে নিজেকে দেখেন। তাঁর বাসস্থানের ধরণ কাঁচা এবং শৌচাগারের ধরণআধাপাকা।পরিবারে চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা বলতে শুধুমাত্র টেলিভিশন। তিনি জানিয়েছেন, তাঁর পরিবারের সকল সদস্যরা ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান হতে চিকিৎসা সেবা পান।

সানোয়ার হোসেন প্রায় ১৬ বছর যাবত এই পেশার সাথে জড়িত আছেন। তাঁর ধারনায় এই পেশায় আয় বেশি বলেই তিনি এই পেশায় জড়িত হয়েছেন। তিনি মূলত শাড়ি তৈরি করেন। তিনি যে তাঁত ইউনিটে কাজ করেন, সেতাঁত ইউনিটের মালিক রূপণ বসাক। তিনি একজন শ্রমিক হিসেবে এখানে কাজ করেন। তিনি সাপ্তাহিক ভিত্তিতে মজুরি পান। সানোয়ার হোসেন দিনে ৮ ঘন্টা কাজ করেন এবং তিনি তাঁর মজুরি যথা সময়ে পান বলে জানিয়েছেন। তিনি তাঁর বর্তমান মজুরি নিয়ে সন্তুষ্ট নন। তিনি মনে করেন, মজুরি আরও বেশি হওয়া উচিত।তাঁর মতে, সারা বছর কাজের চাপ একই রকম থাকে। তিনি তাঁর কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ নিয়ে যথেষ্ট সন্তুষ্ট এবং মালিকের সাথে তাঁর সম্পর্কও সন্তোষজনক বলে জানিয়েছেন। সানোয়ার হোসেনের নিজস্ব কোন লুম নেই, তিনি মালিকের বা মহাজনের তাঁতে পিট লুম ব্যবহার করে কাজ করেন। তাঁর মতে, তাঁর কর্মক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত বা ডিজাইনগত কোন সমস্যা নেই।তাঁতশিল্প সংশ্লিষ্ট পরিবহন ব্যবস্থা পর্যাপ্ত বলে মনে করেন তিনি। তিনি কোন সংগঠনের সদস্য নন। এ শিল্প সংশ্লিষ্ট প্রচার প্রচারনা যথেষ্ট নয় বলে মনে করেন তিনি এবং সরাসরি বাজারজাতকরনে কোন ধরণের সমস্যা হয় না বলে জানান। তিনি তাঁতশিল্পের উন্নয়নে সরকারি কার্যক্রম যথেষ্ট নয় বলে মনে করেন। পাওয়ার লুমের উৎপাদিত পণ্যকে তিনি বাজারে তাঁদের উৎপাদিত পণ্যের প্রতিযোগী পণ্য হিসেবে মনে করেন।

কর্মক্ষেত্রে তিনি পেশাগত দুর্ঘটনা আশংকা করে নিরাপত্তাহীনতা বোধ করেন।বাজারে তাঁদের উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা উত্তরোত্তর হ্রাস পাচ্ছে বলে জানান তিনি। হ্রাস পাওয়ার পেছনে কারণ হিসেবে তিনি অত্যধিক দামকে দায়ী করেন তিনি।তিনি পেশাগত কোন প্রশিক্ষণ পাননি এবং প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলেও মনে করেন না।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি মনে করেন, এই শিল্পে মূলধণের যোগান পর্যাপ্ত, তবে ঋণের ব্যবস্থা নেই। ঋণের প্রয়োজনীয়তা আছে বলেও মনে করেন না তিনি। পাথরাইলের লোকাল বাজার থেকে তিনি কাঁচামাল সংগ্রহ করেন। কাঁচামালের সরবরাহ পর্যাপ্ত থাকলেও কাঁচামালের মূল্য চড়া। তিনি উৎপাদিত পণ্য খুচরা বিক্রেতার কাছে বিক্রি করেন। পণ্যের বিক্রয় মূল্য তিনি নিজে নির্ধারণ করলেও নির্ধারিত বিক্রয় মূল্য পর্যাপ্ত নয় বলে মনে করেন তিনি। তাঁর মতে, এই পেশা মোটামুটি লাভজনক। তবে এই পেশার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাহীন।

এই পেশায় তিনি নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন। সমস্যা চিহ্নিত করতে গিয়ে তিনি জানান, এই পেশায় পর্যাপ্ত কাজ থাকে না এবং বিক্রিও বেশ কম। তাঁর পরিবারের শিশু এবং নারীরা এই পেশার সাথে বা এই পেশা সংশ্লিষ্ট কাজে জড়িত নয় এবং তিনি তাঁর সন্তানদেরকে ভবিষ্যতে এই পেশায় আনবেন না। এই পেশার ভবিষ্যৎ অন্ধকার থাকায় তিনি সন্তানদেরকে ভবিষ্যতে এই পেশায় আনতে চান না। তাঁর মতে, আগের তুলনায় এই পেশার বর্তমান অবস্থা খারাপ। খারাপ হওয়ার কারণ হিসেবে তিনি বলেন, কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধি, উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা কম। তিনি বলেন, এই পেশা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।আয় কম বলে সানোয়ার হোসেন এই পেশা পরিবর্তন করে অন্য পেশায় যেতে চান। তিনি জানান, অনেকেই এই পেশা পরিবর্তন করেছে এবং তাঁদের অনেকেই বর্তমানে বিদেশি শ্রমিক বা অটোরিকশা চালক হিসেবে কর্মরত আছেন। সে/তারা বর্তমানে আগের চেয়ে ভাল অবস্থায় রয়েছে বলেও তিনি মনে করেন।

সানোয়ার হোসেন মনে করেন, বর্তমান প্রেক্ষিতে তাঁতশিল্পের অনেক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তবে সার্বিক বিবেচনায় তাঁতশিল্পের বর্তমান অবস্থা অসন্তোষজনক। এই শিল্পের উন্নয়নে তাঁর মতে, কাঁচামালের মূল্য কমাতে হবে;চাহিদা বৃদ্ধি করতে হবে; শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করতে হবে।

১১.৪ কেস স্টাডি-৪

কাসেম মিয়া
ধর্ম: ইসলাম, বয়স: ৪৫ বছর
পাথরাইল, দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল

টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার থানার পাথরাইল গ্রামের ৪৫ বছর বয়সী তাঁতি কাসেম মিয়া। তিনি মুসলমান ধর্মাবলম্বী এবং একক পরিবারে বসবাস করেন। তাঁর পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ জন। তাঁর পরিবারের মাসিক আয় মাত্র ৮,০০০ টাকা এবং পরিবারের আনুমানিক মাসিক ব্যয় আয়ের চেয়ে অধিক। তিনি যে আয় করেন তা সংসার চালানোর জন্য এবং ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা চালানোর জন্য অপর্যাপ্ত।

কাসেম মিয়াপ্রায় ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে তিনি পৈতৃক এই পেশার সাথে জড়িত আছেন। তিনি মূলত শাড়ি তৈরি করেন। তিনি মালিক কৃষ্ণ দাস-এর তাঁত ইউনিটে একজন শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন এবং অন্যান্য শ্রমিকদের মতোই সাপ্তাহিক ভিত্তিতে মজুরি পান। তিনি দিনে প্রায় ১১ ঘন্টা হাড়ভাঙা কাজ করেন। কিন্তু তারপরও তিনি অধিক আয় করতে ব্যর্থ হন।

তাঁর মতে, সারা বছরে কাজের চাপ স্বাভাবিক থাকলেও ঈদ এবং পূজার সময় কাজের চাপ বৃদ্ধি পায়। তাঁর কর্মক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত বা ডিজাইনগত কিছু সমস্যার কথা জানিয়েছেন। কাসেম মিয়াবিভিন্ন কারণে যথা- কম আয়, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ইত্যাদি কারণে তাঁর এলাকার তাঁতিরা ব্যাপকভাবে ভারতে অভিবাসিত হচ্ছে।

তাঁতশিল্পে সংশ্লিষ্ট পরিবহন ব্যবস্থা ও সংশ্লিষ্ট প্রচার প্রচারনা যথেষ্ট হলেও এবং সরাসরি বাজারজাতকরনে তেমন কোন সমস্যা না হলেও এই শিল্পের এর জন্য কার্যকর প্রচারণার ব্যবস্থা করা অতি জরুরি। তিনি মনে করেন, তাঁতশিল্পের উন্নয়নে সরকারি কার্যক্রম খুবই নগন্য। এই শিল্পের উন্নয়নে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা যথেষ্ট না হলে এই শিল্প একদিন মুখ থুবড়ে পড়বে। তাঁর মতে, সালোয়ার কামিজের ব্যাপক ব্যাবহার এবং বর্তমানে নারীদের রুচি ও পছন্দের পরিবর্তন ও নতুন নতুন ডিজাইনের মেশিনে তৈরী শাড়ীর প্রসারের ফলে তাঁদের উৎপাদিত পণ্য বাজারে মার খাচ্ছে। আর এ কারণে বাজারে তাঁদের উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা উত্তরোত্তর হ্রাস পাচ্ছে।

তাঁর মতে এই শিল্পের সঠিক পরিচালনার জন্য ঋণের প্রয়োজনীয়তা অনেক হলেও ঋণের তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। কাঁচামালের সরবরাহ তাঁদের পর্যাপ্ত কিন্তু কাঁচামালের মূল্য অত্যধিক। যার ফলে তাঁরা লাভের মুখ দেখে খুব সীমিত পরিমাণে। তার উপর মহাজন নির্ধারিত পণ্যের বিক্রয় মূল্য পর্যাপ্ত নয়।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর মতে, এই পেশা মোটেই লাভজনক নয় এবং এই পেশার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এই পেশায় তিনি আর্থিক অনটনের মধ্যে দিনাতিপাত করেন, তাই তিনি এর চেয়ে ভালো কোন সুযোগ পেলে এই পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় চলে যেতে চান। তিনি তাঁর সন্তানদেরকেও ভবিষ্যতে এই পেশায় আনতে চান না।

কাসেম মিয়ামনে করেন, বর্তমান প্রেক্ষিতে তাঁতশিল্পের অনেক প্রয়োজনীয়তা থাকলেও তাঁতশিল্পের বর্তমান অবস্থা ভালো নয়। তাঁর মতে, এই শিল্পের উন্নয়নে এ শিল্পের প্রতি সরকারকে যত্নশীল হতে হবে, কাঁচামালের মূল্য সহনীয় মাত্রায় রাখতে হবে, শ্রমিকদের আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান করতে হবে।

১১.৫ কেস স্টাডি-৫

মোঃ শাহিনুর মিয়া
ধর্ম: ইসলাম, বয়স: ৩০ বছর
নলশোধা, দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল

টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার থানার নলশোধা গ্রামের ৩০ বছর বয়সী তাঁতি মোঃ শাহিনুর মিয়া। তিনি ইসলাম ধর্মাবলম্বী এবং একক পরিবারে বসবাস করেন। তাঁর পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৪ জন। তাঁর পরিবারের মাসিক আয় ৮,০০০ টাকা এবং পরিবারের আনুমানিক মাসিক ব্যয় সর্বসাকুল্যে ১০,০০০ টাকা। একজন নিম্নবিত্ত পরিবারের সদস্য হিসেবে নিজেকে দেখেন। তাঁর বাসস্থানের ধরণ কাঁচা এবং শৌচাগারের ধরণও কাঁচা। টেলিভিশন ছাড়াপরিবারে চিত্তবিনোদনের আর কোন ব্যবস্থা নেই। তিনি জানিয়েছেন, তাঁর পরিবারের সকল সদস্যরা ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান হতে চিকিৎসা সেবা পান।

শাহিনুর মিয়া প্রায় ২০ বছর যাবত এই পেশার সাথে জড়িত আছেন। তাঁর ধারণায় অন্য পেশায় যাওয়ার সুযোগ নেই বলেই তিনি এই পেশায় জড়িত হয়েছেন। তিনি মূলত শাড়ি তৈরি করেন। তিনি যে তাঁত ইউনিটে কাজ করেন, সেতাঁত ইউনিটের মালিক প্রবিল্প বসাক। তিনি একজন শ্রমিক হিসেবে এখানে কাজ করেন। তিনি সাপ্তাহিক ভিত্তিতে মজুরি পান। সানোয়ার হোসেন দিনে ৮ ঘন্টা কাজ করেন এবং তিনি তাঁর মজুরি যথা সময়ে পান বলে জানিয়েছেন। তিনি তাঁর বর্তমান মজুরি নিয়ে সন্তুষ্ট।

তাঁর মতে, সারা বছর কাজের চাপ একই রকম থাকে। তিনি তাঁর কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ নিয়ে সন্তুষ্ট এবং মালিকের সাথে তাঁর সম্পর্কও সন্তোষজনক বলে জানিয়েছেন। শাহিনুর মিয়ার নিজস্ব কোন লুম নেই, তিনি মালিকের বা মহাজনের তাঁতে পিট লুম ব্যবহার করে কাজ করেন। তাঁর মতে, তাঁর কর্মক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত বা ডিজাইনগত কোন সমস্যা নেই।

তাঁতশিল্প সংশ্লিষ্ট পরিবহন ব্যবস্থা পর্যাপ্ত বলে মনে করেন তিনি। তিনি কোন সংগঠনের সদস্য নন। এ শিল্প সংশ্লিষ্ট প্রচার প্রচারনা যথেষ্ট নয় বলে মনে করেন তিনি। সরাসরি বাজারজাতকরনে সমস্যা হয় কারণ পণ্যের বিক্রি কম। তিনি তাঁতশিল্পের উন্নয়নে সরকারি কার্যক্রম যথেষ্ট নয় বলে মনে করেন। সালোয়ার কামিজকে তিনি বাজারে তাঁদের উৎপাদিত পণ্যের প্রতিযোগী পণ্য হিসেবে মনে করেন।

কর্মক্ষেত্রে তিনি কোন নিরাপত্তাহীনতা বোধ করেন না।বাজারে তাঁদের উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা উত্তরোত্তর হ্রাস পাচ্ছে বলে জানান তিনি। হ্রাস পাওয়ার পেছনে কারণ হিসেবে তিনি অত্যধিক দাম এবং রুচিবোধের পরিবর্তনকে দায়ী করেন।তিনি অন্য তাঁতিদের কাছ থেকে পেশাগত প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। তিনি মনে করেন, এই শিল্পে মূলধণের যোগান পর্যাপ্ত, তবে ঋণের ব্যবস্থা নেই। তাঁর মতে ঠিকভাবে

কাজ চালানোর জন্য ঋণের প্রয়োজনীয়তা আছে। ঢাকার মহাজনের নিকট থেকে তিনি কাঁচামাল সংগ্রহ করেন। কাঁচামালের সরবরাহ পর্যাপ্ত থাকলেও কাঁচামালের মূল্য চড়া। তিনি উৎপাদিত পণ্য খুচরা বিক্রেতার কাছে বিক্রি করেন। পণ্যের বিক্রয় মূল্য তিনি নিজে নির্ধারণ করলেও নির্ধারিত বিক্রয় মূল্য পর্যাপ্ত নয় বলে মনে করেন তিনি। তাঁর মতে, এই পেশা মোটামুটি লাভজনক এবং এই পেশার ভবিষ্যৎ মোটামুটি সম্ভাবনাময়।

তাঁর পরিবারের শিশু এবং নারীরা এই পেশার সাথে বা এই পেশা সংশ্লিষ্ট কাজে জড়িত নয় এবং আয় কম বলে তিনি তাঁর সন্তানদেরকে ভবিষ্যতে এই পেশায় আনবেন না। তাঁর মতে, আগের তুলনায় এই পেশার বর্তমান অবস্থা খারাপ। খারাপ হওয়ার কারণ হিসেবে তিনি বলেন, বিক্রি কম এবং কাপড়ের উৎপাদন খরচ বেশি। তিনি বলেন, এই পেশায় পেশাগত ঝুঁকি রয়েছে এবং পাশাপাশি পেশা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকিও রয়েছে।আয় কম বলে শাহিনুর মিয়া এই পেশা পরিবর্তন করে অন্য পেশায় যেতে চান। তিনি জানান, অনেকেই এই পেশা পরিবর্তন করেছে এবং তাঁদের অনেকেই বর্তমানে বিদেশি শ্রমিক বা কাঁচামাল ব্যবসায়ী হিসেবে কর্মরত আছেন। সে/তারা বর্তমানে আগের চেয়ে ভাল অবস্থায় রয়েছে বলেও তিনি মনে করেন।

শাহিনুর মিয়া মনে করেন, বর্তমান প্রেক্ষিতে তাঁতশিল্পের অনেক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তবে সার্বিক বিবেচনায় তাঁতশিল্পের বর্তমান অবস্থা অসন্তোষজনক। তাঁর মতে, এই শিল্পের উন্নয়নে কাঁচামালের মূল্য কমানো এবংচাহিদা বৃদ্ধি করা জরুরী।

১১.৬ কেস স্টাডি-৬

মানিক বসাক
ধর্ম: ইসলাম, বয়স: ৫৪ বছর
পাথরাইল, দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল

টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার থানার পাথরাইল গ্রামের ৪০ বছর বয়সী তাঁতি মানিক বসাক। তিনি হিন্দু ধর্মাবলম্বী এবং একক পরিবারে বসবাস করেন। তাঁর পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৪ জন। তাঁর পরিবারের মাসিক আয় ১১,০০০ টাকা এবং পরিবারের আনুমানিক মাসিক ব্যয় সর্বসাকুল্যে ১০,০০০ টাকা। একজন নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্য হিসেবে নিজেকে দেখেন। তাঁর বাসস্থান এবং শৌচাগারের ধরণ আধাপাকা।পরিবারে চিত্তবিনোদনের জন্য কোন ব্যবস্থা নেই। তিনি জানিয়েছেন, তাঁর পরিবারের সকল সদস্যরা ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান হতে চিকিৎসা সেবা পান।

মানিক বসাক প্রায় ২৬ বছর যাবত এই পেশার সাথে জড়িত আছেন। বংশ পরম্পরায় চলে আসছে বলেই তিনি এই পেশায় জড়িত হয়েছেন। তিনি মূলত শাড়ি তৈরি করেন। তিনি যে তাঁত ইউনিটে কাজ করেন, সেতাঁত ইউনিটের মালিক কৃষ্ণ দাস। তিনি একজন শ্রমিক হিসেবে এখানে কাজ করেন। তিনি সাপ্তাহিক ভিত্তিতে মজুরি পান। সানোয়ার হোসেন দিনে ৮ ঘন্টা কাজ করেন এবং তিনি তাঁর মজুরি যথা সময়ে পান বলে জানিয়েছেন। তিনি তাঁর বর্তমান মজুরি নিয়ে সন্তুষ্ট। তাঁর মতে, সারা বছর কাজের চাপ একই রকম থাকে। তিনি তাঁর কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ নিয়ে সন্তুষ্ট এবং মালিকের সাথে তাঁর সম্পর্কও সন্তোষজনক বলে জানিয়েছেন। শাহিনুর মিয়ার নিজস্ব কোন লুম নেই, তিনি মালিকের বা মহাজনের তাঁতে পিট লুম ব্যবহার করে কাজ করেন। তাঁর মতে, তাঁর কর্মক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত বা ডিজাইনগত কোন সমস্যা নেই। তাঁর এলাকার তাঁতিরা ব্যাপকভাবে ভারতে অভিবাসিত হচ্ছে বলে জানান তিনি।

তাঁতশিল্প সংশ্লিষ্ট পরিবহন ব্যবস্থা পর্যাপ্ত বলে মনে করেন তিনি। তিনি তাঁত বোর্ডের সদস্য। এ শিল্প সংশ্লিষ্ট প্রচার প্রচারনা যথেষ্ট বলে মনে করেন তিনি এবং সরাসরি বাজারজাতকরনে কোন সমস্যা হয় না। তিনি তাঁতশিল্পের উন্নয়নে সরকারি কার্যক্রম যথেষ্ট নয় বলে মনে করেন। সালোয়ার কামিজকে তিনি বাজারে তাঁদের উৎপাদিত পণ্যের প্রতিযোগী পণ্য হিসেবে মনে করেন।

কর্মক্ষেত্রে তিনি কোন নিরাপত্তাহীনতা বোধ করেন না।কম চাহিদা এবং অধিক উৎপাদনের কারণে বাজারে তাঁদের উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা উত্তরোত্তর হ্রাস পাচ্ছে বলে জানান তিনি। তিনি অন্য তাঁতিদের কাছ থেকে পেশাগত প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। তিনি মনে করেন, এই শিল্পে মূলধণের যোগান পর্যাপ্ত, তবে

Dhaka University Institutional Repository

ঋণের ব্যবস্থা নেই। তাঁর মতে ঠিকভাবে কাজ চালানোর জন্য ঋণের প্রয়োজনীয়তা আছে। স্থানীয় বাজার থেকে তিনি কাঁচামাল সংগ্রহ করেন। কাঁচামালের সরবরাহ পর্যাপ্ত থাকলেও কাঁচামালের মূল্য চড়া। তিনি উৎপাদিত পণ্য মহাজনের কাছে বিক্রি করেন। পণ্যের বিক্রয় মূল্য মহাজন নির্ধারণ করে দেন এবং নির্ধারিত বিক্রয় মূল্য পর্যাপ্ত নয় বলে মনে করেন তিনি। তাঁর মতে, এই পেশা লাভজনক নয় এবং এই পেশার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাহীন। এই পেশায় তিনি আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হন।

তাঁর পরিবারের শিশু এবং নারীরা এই পেশার সাথে বা এই পেশা সংশ্লিষ্ট কাজে জড়িত নয় এবং ভবিষ্যৎ ভালো না হওয়াতে ও আয় কম বলে তিনি তাঁর সন্তানদেরকে ভবিষ্যতে এই পেশায় আনতে চান না। তাঁর মতে, বিক্রি কম বলে আগের তুলনায় এই পেশার বর্তমান অবস্থা খারাপ। মানিক বসাক এই পেশা পরিবর্তন করে অন্য পেশায় যেতে চান না। তবে তিনি জানান, অনেকেই এই পেশা পরিবর্তন করেছে এবং তাঁদের অনেকেই বর্তমানে বিদেশি শ্রমিক বা কাঁচামাল ব্যবসায়ী বা ভ্যান চালক হিসেবে কর্মরত আছেন। সে/তারা বর্তমানে আগের চেয়ে ভাল অবস্থায় রয়েছে বলেও তিনি মনে করেন।

মানিক বসাক মনে করেন, বর্তমান প্রেক্ষিতে তাঁতশিল্পের অনেক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তবে সার্বিক বিবেচনায় তাঁতশিল্পের বর্তমান অবস্থা অসন্তোষজনক। এই শিল্পের উন্নয়নে তিনি কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছেন।তাঁর মতে, এ শিল্পের প্রতি নজরদারী বাড়ানো, শ্রমিকদের আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান এবং সরকারিভাবে সহযোগিতা করা ছাড়া এই শিল্পের উন্নয়ন অসম্ভব।

১১.৭ কেস স্টাডি-৭

রতন বসাক
ধর্ম: হিন্দু, বয়স: ৫৪ বছর
নলশোধা, দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল

টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার থানার নলশোধা গ্রামের ৬৫ বছর বয়সী তাঁতি রতন বসাক। তিনি হিন্দু ধর্মাবলম্বী এবং একক পরিবারে বসবাস করেন। তাঁর পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৬ জন। তাঁর পরিবারের মাসিক আয় মাত্র ১২,০০০ টাকা এবং পরিবারের আনুমানিক মাসিক ব্যয়ও সর্বসাকুল্যে ১২,০০০ টাকা। তিনি নিজেকে একজন নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্য হিসেবে দেখেন। তাঁর বাসস্থান এবং শৌচাগারের ধরণ আধাপাকা।পরিবারে চিত্তবিনোদনের জন্য কোন ব্যবস্থা নেই। অন্যান্যদের মতো তিনিও জানিয়েছেন, তাঁর পরিবারের সকল সদস্যরা ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান হতে চিকিৎসা সেবা পান।

রতন বসাক প্রায় ৪৬ বছর যাবত এই পেশার সাথে জড়িত আছেন। অধিকাংশের মতো বংশ পরম্পরায় চলে আসছে বলেই তিনি এই পেশায় জড়িত হয়েছেন। তিনি মূলত শাড়ি তৈরি করেন। তিনি যে তাঁত ইউনিটে কাজ করেন, সেতাঁত ইউনিটের মালিক রূপণ বসাক। তিনি একজন শ্রমিক হিসেবে এখানে কাজ করেন। তিনি সাপ্তাহিক ভিত্তিতে মজুরি পান। সানোয়ার হোসেন দিনে প্রায় ১২ ঘন্টা কাজ করেন এবং তিনি তাঁর মজুরি যথা সময়ে পান বলে জানিয়েছেন। তবে তিনি তাঁর বর্তমান মজুরি নিয়ে সন্তুষ্ট নন। তাঁর মতে, সারা বছর কাজের চাপ অনেকটা একই রকম থাকলেও ঈদ, পুজা বা অন্যান্য উৎসবের সময়ে চাহিদা বৃদ্ধি পায়। তিনি তাঁর কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ নিয়ে সন্তুষ্ট এবং মালিকের সাথে তাঁর সম্পর্কও সন্তোষজনক বলে জানিয়েছেন। তাঁর নিজস্ব কোন লুম নেই, তিনি মালিকের বা মহাজনের তাঁতে পিট লুম ব্যবহার করে কাজ করেন। তাঁর মতে, তাঁর কর্মক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত বা ডিজাইনগত কোন সমস্যা নেই। তাঁর এলাকার তাঁতিরা ব্যাপকভাবে ভারতে অভিবাসিত হচ্ছে বলে জানান তিনি।

এ শিল্পে সংশ্লিষ্ট প্রচার প্রচারনা যথেষ্ট নয় বলে মনে করেন তিনি,তবে সরাসরি বাজারজাতকরনে কোন সমস্যা হয় না বলে জানান। তিনি মনে করেন তাঁতশিল্পের উন্নয়নে সরকারি কার্যক্রম যথেষ্ট নয়। তৈরি পোশাক এবং সালোয়ার কামিজকে তিনি বাজারে তাঁদের উৎপাদিত পণ্যের প্রতিযোগী পণ্য হিসেবে মনে করেন।সুতার ক্রমবর্ধমানদাম, সরকারি সহায়তা ও ঋণের অভাব, আধুনিক প্রযুক্তির প্রভাবের অভাবের কারণে বাজারে তাঁদের উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা উত্তরোত্তর হ্রাস পাচ্ছে বলে জানান তিনি। ভারতে ভাল সুবিধা, ভিন্ন পেশায় সাফল্য, অপর্যাপ্ত প্রযুক্তিএবং দক্ষতা ও নীতিমালার অভাবের কারণে এই পেশার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাহীন। ভবিষ্যৎ ভালো না হওয়াতে ও আয় কম বলে তিনি তাঁর সন্তানদেরকে ভবিষ্যতে এই পেশায় আনতে চান না।

রতন বসাক এই পেশা পরিবর্তন করে অন্য পেশায় যেতে চান না। তবে তিনি জানান, অনেকেই এই পেশা পরিবর্তন করেছে এবং তাঁদের অনেকেই বর্তমানে বিদেশি শ্রমিক বা কাঁচামাল ব্যবসায়ী বা ভ্যান চালক হিসেবে কর্মরত আছেন। সে/তারা বর্তমানে আগের চেয়ে ভাল অবস্থায় রয়েছে বলেও তিনি মনে করেন।

তাঁতশিল্পের বর্তমান অবস্থা অসন্তোষজনক। এই শিল্পের উন্নয়নে তিনি কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছেন।তাঁর মতে, এ শিল্পের সরকারের সার্বিক সহযোগিতা,কাঁচামালের মূল্যহ্রাস এবং ব্যাপক ঋণ কার্যক্রম ছাড়া এই শিল্পের উন্নয়ন অসম্ভব।

সংযুক্তি

সংযুক্তি ১: সম্মতিপত্রও সাক্ষাৎকারঅনুসূচী

সাক্ষাৎকার অনুসূচী

সমাজবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

("টাঙ্গাইলের তাঁতশিল্প শ্রমিকদের পেশাগত ঝুঁকি ও পেশা পরিবর্তনের সম্ভাবনাঃ একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা।" শীর্ষক সামাজিক গবেষণার জন্য আপনার মতামত ও মূল্যবান পরামর্শ একান্ত জরুরী। অনুগ্রহপূর্বক আপনি সম্পুর্ণ খোলা মনে আপনার মতামত দিন। উল্লেখ্য যে, আপনার কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্যাবলী কেবলমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং এর যথাযথ গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।)

অনুসূচী নং- ☐

১ গবেষণা এলাকা পরিচিতিঃ

১.১ গ্রামঃ.....

১.২ ইউনিয়নঃ.....

১.৩ থানাঃ.....

১.৪ জেলাঃ.....

২ ব্যক্তিগত তথ্যাবলীঃ

২.১ উত্তরদাতার নামঃ.....

২.২ পিতার নামঃ.....

২.৩ বয়সঃ.....

২.৪ লিঙ্গঃ.....

২.৫ ধর্মঃ.....

২.৬ পেশাঃ.....

২.৭ শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ.....

২.৮ বৈবাহিক অবস্থাঃ.....

৩ পারিবারিক তথ্যাবলীঃ

৩.১ আপনার পরিবারের ধরণ কি?

উত্তরঃ (ক)একক (খ)যৌথ

৩.২ আপনার পরিবারের সদস্য সংখ্যা কতজন?

উত্তরঃ পুরুষ.....জন। মহিলা.....জন।

৩.৩ আপনার সন্তান সংখ্যা কতজন?

উত্তরঃ ছেলে.....জন। মেয়ে.....জন।

৩.৪ আপনার পরিবারের তথ্য সম্বলিত ছকঃ

ক্রমিক নং	নাম	বয়স	লিঙ্গ	পেশা	বৈবাহিক অবস্থা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	উত্তরদাতার সাথে সম্পর্ক	আনুমানিক মাসিক আয়

৩.৫ পরিবারের আনুমানিক মাসিক আয়ঃ.....

৩.৬ পরিবারের আনুমানিক মাসিক ব্যয়ঃ.....

৩.৭ আপনার পরিবারের আর্থিক অবস্থা কেমন ?

উত্তরঃ (ক)নিম্নবিত্ত (খ)মধ্যবিত্ত (গ)নিম্ন মধ্যবিত্ত (ঘ)উচ্চবিত্ত

৩.৮ আপনার বাসস্থানের ধরণ কেমন ?

উত্তরঃ (ক) পাকা (খ) আধাপাকা (গ) সেমিপাকা (ঘ) কাঁচা

৩.৯ আপনার শৌচাগারের ধরণ কেমন ?

উত্তরঃ (ক) স্যানিটারি (খ) পাকা (গ) আধাপাকা (ঘ) কাঁচা (ঙ) উন্মুক্ত

৩.১০ আপনার পরিবারে চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা আছে কিনা ?

উত্তরঃ (ক) হ্যাঁ (খ)না

(উত্তর হ্যাঁ হলে)

৩.১১ কিসের মাধ্যমে চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা আছে?(একাধিক হতে পারে)

উত্তরঃ (ক) টিভি (খ) রেডিও (গ) সিনেমা (ঘ) ভিসিডি (ঙ) আড্ডা (চ) অন্যান্য.....

৩.১২ আপনার পরিবারের শিশুরা পাঠশালায় যায় কিনা ?

উত্তরঃ (ক)হ্যাঁ (খ)না

(উত্তর না হলে)

৩.১৩ আপনার পরিবারের শিশুরা পাঠশালায় কেন যায় না ?

উত্তরঃ (ক)আশেপাশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই বলে (খ)শিক্ষার ব্যয় বহন করতে পারেন না বলে

(গ)শিশুরা কাজে নিযুক্ত থাকে বলে (ঘ)অন্যান্য কারনে.....

৩.১৪ আপনার পরিবারের সদস্যরা চিকিৎসা সেবা পায় কিনা?

উত্তরঃ (ক)হ্যাঁ (খ)না

(উত্তর হ্যাঁ হলে ৩.১৫ অথবা না হলে ৩.১৬ তে যান)

৩.১৫ আপনার পরিবারের সদস্যরা চিকিৎসা সেবা কোথায় থেকে পায় ?

উত্তরঃ (ক)সরকারী উৎস হতে (খ)ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান হতে (গ)এনজিও বা অন্য কোন সংস্থা হতে

৩.১৬ আপনার পরিবারের সদস্যরা চিকিৎসা সেবা কি কারনে পায় না?

উত্তরঃ (ক)পর্যাপ্ত চিকিৎসা কেন্দ্র নেই বলে (খ)চিকিৎসা ব্যয়বহুল বলে (গ)অন্যান্য কারনে.....

৪ গবেষণা সমস্যা সম্পর্কিত তথ্যাবলীঃ

৪.১ আপনি কতদিন যাবত এই পেশায় জড়িত আছেন?

উত্তরঃ.....বছর

৪.২ আপনার এই পেশায় জড়িত হওয়ার কারন কি?

উত্তরঃ (ক)বংশ পরম্পরায় চলে আসছে বলে; (খ)অন্য কোন কাজ শেখেন নি বলে; (গ)অন্য কাজে জড়িত হওয়ার সুযোগ নেই বলে; (ঘ)এই কাজে আয় বেশি বলে; (ঙ)ব্যক্তিগতভাবে এই কাজ পছন্দ বলে; (চ)অন্যান্য কারনে (নির্দিষ্ট করুন).....

৪.৩ আপনি কি কি পণ্য তৈরি করেন? (একাধিক হতে পারে)

উত্তরঃ (ক)শাড়ী (খ)লুঙ্গি (গ)গেঞ্জি (ঘ)গামছা (ঙ)বিছানার চাদর (চ)ওড়না (ছ)অন্যান্য.....

৪.৪ এই তাঁত ইউনিটের মালিক কে?

উত্তরঃ (ক)আপনি নিজে (খ)মহাজন বা অন্য কেউ

(উত্তর খ হলে নিচের প্রশ্নগুলো করুন, তা না হলে সরাসরি ৪.১৫ তে চলে যান)

৪.৫ আপনি কিসের ভিত্তিতে মজুরি পান?

উত্তরঃ (ক)দৈনিক (খ)সাপ্তাহিক (গ)মাসিক (ঘ)সংখ্যা হিসেবে

৪.৬ দিনে কত ঘন্টা কাজ করেন?

উত্তরঃ.....ঘন্টা

৪.৭ মজুরি যথা সময়ে পান কিনা?

উত্তরঃ (ক)হ্যাঁ (খ)না (গ)অনিয়মিত (ঘ)অন্যান্য.....

৪.৮ বর্তমান মজুরি পর্যাপ্ত বলে মনে করেন কি?

উত্তরঃ (ক)হ্যাঁ (খ)না

(উত্তর না হলে)

৪.৯ মজুরি কেমন হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

উত্তরঃ.....

৪.১০ সারা বছর কাজের চাপ একই রকম থাকে কিনা?

উত্তরঃ (ক)হ্যাঁ (খ)না

(উত্তর না হলে ৪.১১ এবং ৪.১২)

৪.১১ কাজের চাপ কখন বেশি থাকে?

উত্তরঃ.....

৪.১২ কাজের চাপ কখন কম থাকে?

উত্তরঃ.....

৪.১৩ কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ কেমন বলে মনে করেন?

উত্তরঃ (ক)ভাল (খ)খারাপ (গ)মোটামুটি ভাল

৪.১৪ মালিকের সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন?

উত্তরঃ (ক)ভাল (খ)খারাপ (গ)মোটামুটি ভাল

৪.১৫ আপনার কয়টি লুম আছে?

উত্তরঃ (ক)একটিও নেই (খ)১-২টি (গ)৩-৪টি (ঘ)৫ বা তার অধিক

৪.১৬ আপনি কোন ধরণের লুম ব্যবহার করেন?

উত্তরঃ (ক) হ্যান্ডলুম (খ)চিত্তরঞ্জন লুম (গ)পাওয়ার লুম (ঘ)বৈদ্যুতিক লুম (ঙ)অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন).....

৪.১৭ প্রযুক্তিগত কোন সমস্যা আছে কিনা?

উত্তরঃ (ক)হ্যাঁ (খ)না

(উত্তর হ্যাঁ হলে)

৪.১৮ কোন ধরণের প্রযুক্তিগত সমস্যা আছে?

উত্তরঃ.....

৪.১৯ ডিজাইনগত সমস্যা আছে কিনা?

উত্তরঃ (ক)হ্যাঁ (খ)না

৪.২০ এখানকার তাঁতশিল্পীরা অন্য কোথাও অভিবাসিত হয় কিনা?

উত্তরঃ (ক)হ্যাঁ (খ)না

(উত্তর হ্যাঁ হলে ৪.২১ ও ৪.২২ প্রশ্নগুলো করুন)

৪.২১ কেন অভিবাসিত হয়?

উত্তরঃ (ক)এ পেশা লাভজনক নয় বলে; (খ)অধিক লাভের আশায়; (গ)নিরাপত্তার অভাবে; (ঘ)অন্যান্য কারনে (নির্দিষ্ট করুন).....

৪.২২ কোথায় অভিবাসিত হয়?

উত্তরঃ.....

৪.২৩ তাঁতশিল্প সংশ্লিষ্ট পরিবহন ব্যবস্থা কেমন?

উত্তরঃ (ক)পর্যাপ্ত (খ)অপর্যাপ্ত (গ)মোটামুটি (ঘ)(ঘ)অন্যান্য.....

৪.২৪ আপনি কোন তাঁতী সংগঠনের সদস্য কিনা?

উত্তরঃ (ক)হ্যাঁ (খ)না

(উত্তর হ্যাঁ হলে ৪.২৫ এবং না হলে ৪.২৬)

৪.২৫ কোন ধরণের সংগঠনের সদস্য?

উত্তরঃ.....

৪.২৬ কোন সংগঠনের সদস্য হওয়া দরকার মনে করেন কি?

উত্তরঃ (ক)হ্যাঁ (খ)না

৪.২৭ এ শিল্প সংশ্লিষ্ট প্রচার প্রচারনা যথেষ্ট বলে মনে করেন কি?

উত্তরঃ (ক)হ্যাঁ (খ)না

৪.২৮ সরাসরি বাজারজাতকরনে কোন ধরণের সমস্যা হয় কি?

উত্তরঃ (ক)হ্যাঁ (খ)না

(উত্তর হ্যাঁ হলে)

৪.২৯ কোন ধরণের সমস্যা হয়?

উত্তরঃ.....

৪.৩০ তাঁতশিল্পের উন্নয়নে সরকারি কার্যক্রম যথেষ্ট বলে মনে করেন কি?

উত্তরঃ (ক)হ্যাঁ (খ)না

Dhaka University Institutional Repository

৪.৩১ আপনাদের উৎপাদিত পণ্য দেশের বাইরে রপ্তানি হয় কিনা?

উত্তরঃ (ক)হ্যাঁ (খ)না

(উত্তর হ্যাঁ হলে ৪.৩২ এবং না হলে ৪.৩৩)

৪.৩২ দেশের বাইরে কোথায় রপ্তানি হয়?

উত্তরঃ.....

৪.৩৩ দেশের বাইরে রপ্তানির প্রয়োজন আছে কিনা?

উত্তরঃ (ক)হ্যাঁ (খ)না

৪.৩৪ বাজারে আপনাদের উৎপাদিত পণ্যের প্রতিযোগী পণ্য কোনগুলো?

উত্তরঃ.....

৪.৩৫ আপনি কোন প্রকার নিরাপত্তাহীনতাবোধ করেন কিন?

উত্তরঃ (ক)হ্যাঁ (খ)না

(উত্তর হ্যাঁ হলে ৪.৩৬ এবং ৪.৩৭)

৪.৩৬ কোন ধরণের নিরাপত্তাহীনতাবোধ করেন? নি

উত্তরঃ (ক)অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা; (খ)সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা; (গ)পারিবারিক নিরাপত্তাহীনতা; (ঘ)ব্যক্তিগত ও দৈহিক নিরাপত্তাহীনতা; (ঙ)অন্যান্য.....

৪.৩৭ নিরাপত্তাহীনতাবোধ করার কারন কি?

উত্তরঃ.....

৪.৩৮ বাজারে আপনাদের উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা কেমন রয়েছে?

উত্তরঃ (ক)বৃদ্ধি পাচ্ছে (খ)হ্রাস পাচ্ছে (গ) আগের মতই আছে

(উত্তর খ হলে)

৪.৩৯ কেন হ্রাস পাচ্ছে?

উত্তরঃ.....

৪.৪০ আপনি এই পেশাগত কোন প্রশিক্ষণ পেয়েছেন কিনা?

উত্তরঃ (ক)হ্যাঁ (খ)না

(উত্তর হ্যাঁ হলে ৪.৪১ এবং না হলে ৪.৪২)

৪.৪১ কারা এ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিল?

উত্তরঃ.....

Dhaka University Institutional Repository

৪.৪২ প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কিনা?

উত্তরঃ (ক)হ্যাঁ (খ)না

(উত্তর হ্যাঁ হলে)

৪.৪৩ কার কাছে প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা করেন?

উত্তরঃ (ক)সরকার (খ)এনজিও (গ)তাঁতী সমিতি (ঘ)অন্যান্য.....

৪.৪৪ এই শিল্পে পর্যাপ্ত মূলধণের যোগান রয়েছে কিনা?

উত্তরঃ (ক)হ্যাঁ (খ)না

৪.৪৫ কোন প্রকার ঋণের ব্যবস্থা আছে কিনা?

উত্তরঃ (ক)হ্যাঁ (খ)না

(উত্তর হ্যাঁ হলে ৪.৪৬ এবং না হলে ৪.৪৭)

৪.৪৬ কোথায় থেকে ঋণ পেয়ে থাকেন?

উত্তরঃ (ক)সরকারি ব্যাংক খ)বেসরকারি ব্যাংক (গ)এনজিও (ঘ)অন্যান্য.....

৪.৪৭ ঋণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে মনে করেন কি?

উত্তরঃ (ক)হ্যাঁ (খ)না

৪.৪৮ কাঁচামালের উৎস কোথায়?

উত্তরঃ.....

৪.৪৯ কাঁচামালের সরবরাহ পর্যাপ্ত রয়েছে কিনা?

উত্তরঃ (ক)পর্যাপ্ত (খ)অপর্যাপ্ত (গ)মোটামুটি

৪.৫০ কাঁচামালের মূল্য কেমন?

উত্তরঃ (ক)সুলভ মূল্য (খ)চড়া মূল্য (গ)মাঝে মাঝে কম আবার মাঝে মাঝে বেশি

৪.৫১ উৎপাদিত পণ্য কোথায় বিক্রি করেন?

উত্তরঃ (ক)মহাজনের কাছে (খ)পাইকারী বিক্রেতার কাছে (গ)খুচরা বিক্রেতার কাছে (ঘ)খুচরা ক্রেতার কাছে (ঙ)অন্যান্য.....

৪.৫২ পণ্যের বিক্রয় মূল্য কে নির্ধারণ করে?

উত্তরঃ (ক)আপনি নিজে (খ)মহাজন (গ) পাইকারী ক্রেতা

Dhaka University Institutional Repository

৪.৫৩ নির্ধারিত বিক্রয় মূল্য পর্যাপ্ত কিনা?

উত্তরঃ (ক)হ্যাঁ (খ)না

৪.৫৪ এই পেশা লাভজনক কিনা?

উত্তরঃ (ক)লাভজনক (খ)লাভজনক নয় (গ)মোটামুটি লাভজনক

৪.৫৫ এই পেশার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কেমন?

উত্তরঃ (ক)সম্ভাবনাময় (খ)সম্ভাবনাহীন (গ)মোটামুটি

৪.৫৬ এই পেশায় কোন প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হন কিনা?

উত্তরঃ (ক)হ্যাঁ (খ)না

(উত্তর হ্যাঁ হলে)

৪.৫৭ কোন ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হন?

উত্তরঃ.....

৪.৫৮ আপনার পরিবারের শিশুরা এই পেশার সাথে বা এই পেশা সংশ্লিষ্ট কাজে জড়িত কিনা?

উত্তরঃ (ক)হ্যাঁ (খ)না

৪.৫৯ আপনার পরিবারের নারীরা এই পেশার সাথে বা এই পেশা সংশ্লিষ্ট কাজে জড়িত কিনা?

উত্তরঃ (ক)হ্যাঁ (খ)না

৪.৬০ আপনার সন্তানদেরকে এই পেশায় এনেছেন বা আনবেন কিনা?

উত্তরঃ (ক)হ্যাঁ (খ)না

(উত্তর না হলে)

৪.৬১ কেন এই পেশায় আনেননি বা আনবেন না?

উত্তরঃ.....

৪.৬২ আগের তুলনায় এই পেশার বর্তমান অবস্থা কেমন?

উত্তরঃ (ক)ভালো (খ)খারাপ (গ)একই রকম

(উত্তর খ হলে)

৪.৬৩ খারাপ হওয়ার কারন কি?

উত্তরঃ.....

Dhaka University Institutional Repository

৪.৬৪ এই পেশায় কোন প্রকার ঝুঁকি রয়েছে বলে আপনি মনে করেন কি?

উত্তরঃ (ক)হ্যাঁ (খ)না

(উত্তর হ্যাঁ হলে)

৪.৬৫ কোন ধরণের ঝুঁকি রয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তরঃ.....

৪.৬৬ আপনার এই পেশা পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা রয়েছে কিনা?

উত্তরঃ (ক)হ্যাঁ (খ)না

(উত্তর হ্যাঁ হলে)

৪.৬৭ কেন পরিবর্তন করতে চান?

উত্তরঃ (ক)আয় কম বলে; (খ)সামাজিক মর্যাদার কারনে;

(গ)অন্যত্র ভাল সুযোগ রয়েছে বলে; (ঘ) অন্যান্য.....

৪.৬৮ আপনার জানামতে কেউ এই পেশার পরিবর্তন করেছে কিনা?

উত্তরঃ (ক)হ্যাঁ (খ)না

(উত্তর হ্যাঁ হলে ৪.৬৯ ও ৪.৭০ এবং না হলে ৪.৭১এ চলে যান)

৪.৬৯ সে/তারা বর্তমানে কোন পেশায় আছে?

উত্তরঃ.....

৪.৭০ সে/তারা বর্তমানে আগের চেয়ে ভাল অবস্থায় রয়েছে বলে আপনি মনে করেন কি?

উত্তরঃ (ক)হ্যাঁ (খ)না

৪.৭১ বর্তমান প্রেক্ষিতে তাঁতশিল্পের প্রয়োজনীয়তা কেমন?

উত্তরঃ (ক)প্রয়োজন রয়েছে (খ)প্রয়োজন নেই (গ)বিকল্প নেই (ঘ)অন্যান্য.....

৪.৭২ সার্বিক বিবেচনায় তাঁতশিল্পের বর্তমান অবস্থা কেমন প্রকৃতির বলে আপনি মনে করেন?

উত্তরঃ (ক)সন্তোষজনক (খ)অসন্তোষজনক (গ)মোটামুটি

৪.৭৩ এই শিল্পের উন্নয়নে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

উত্তরঃ.....

.....

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম স্বাক্ষর ও তারিখ

এতক্ষণ ধৈর্য ধরে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ

সংযুক্তি ২: গবেষণা এলাকার মানচিত্র

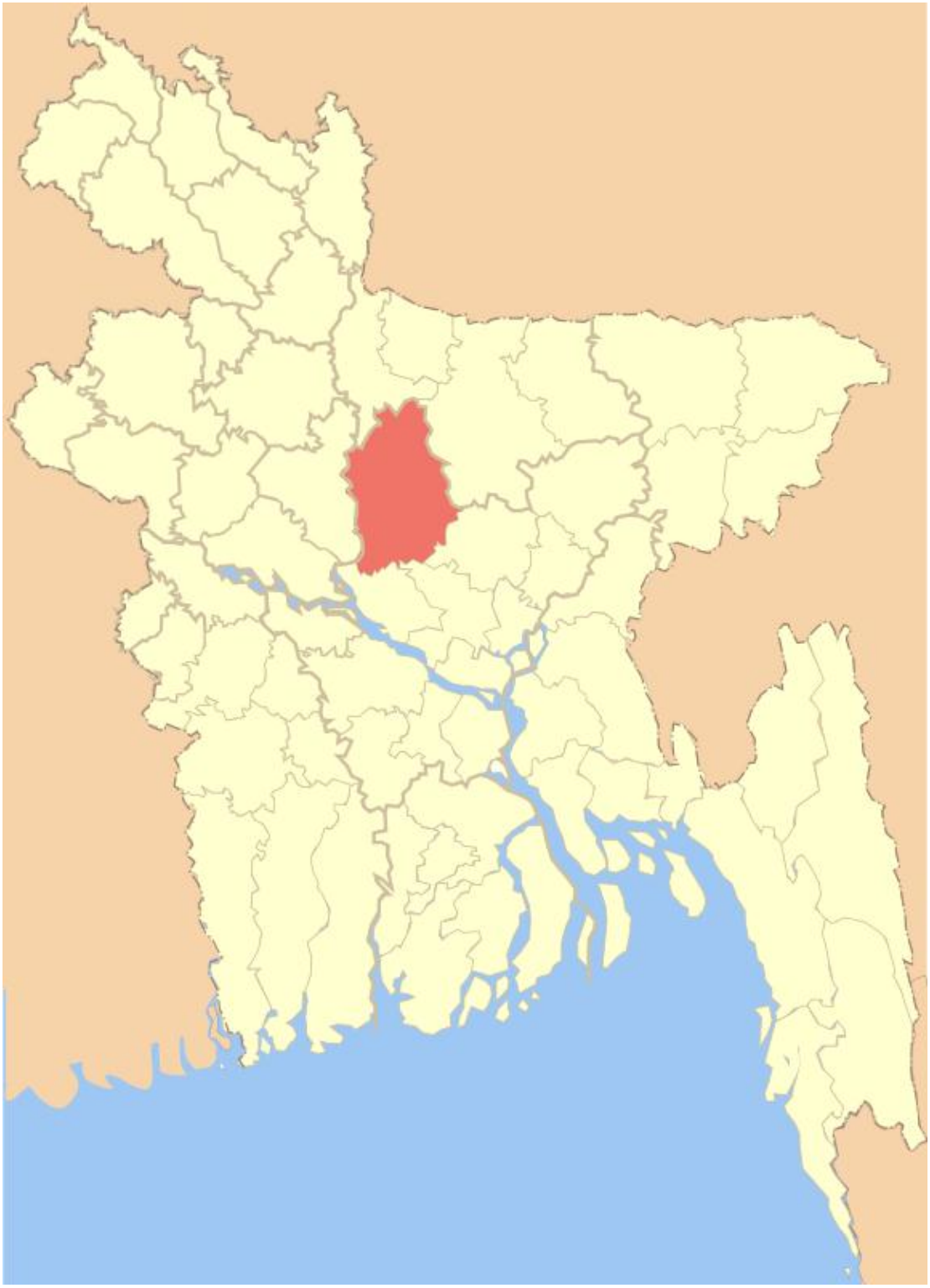

মানচিত্র ১: বাংলাদেশের মানচিত্র

মানচিত্র ২: টাঙ্গাইল জেলার মানচিত্র

মানচিত্র ৩: দেলদুয়ার উপজেলা মানচিত্র

সংযুক্তি ৩: গবেষণা সংশ্লিষ্ট ছবি

ছবি-১: তাঁতে কর্মরত একজন তাঁতশিল্পী

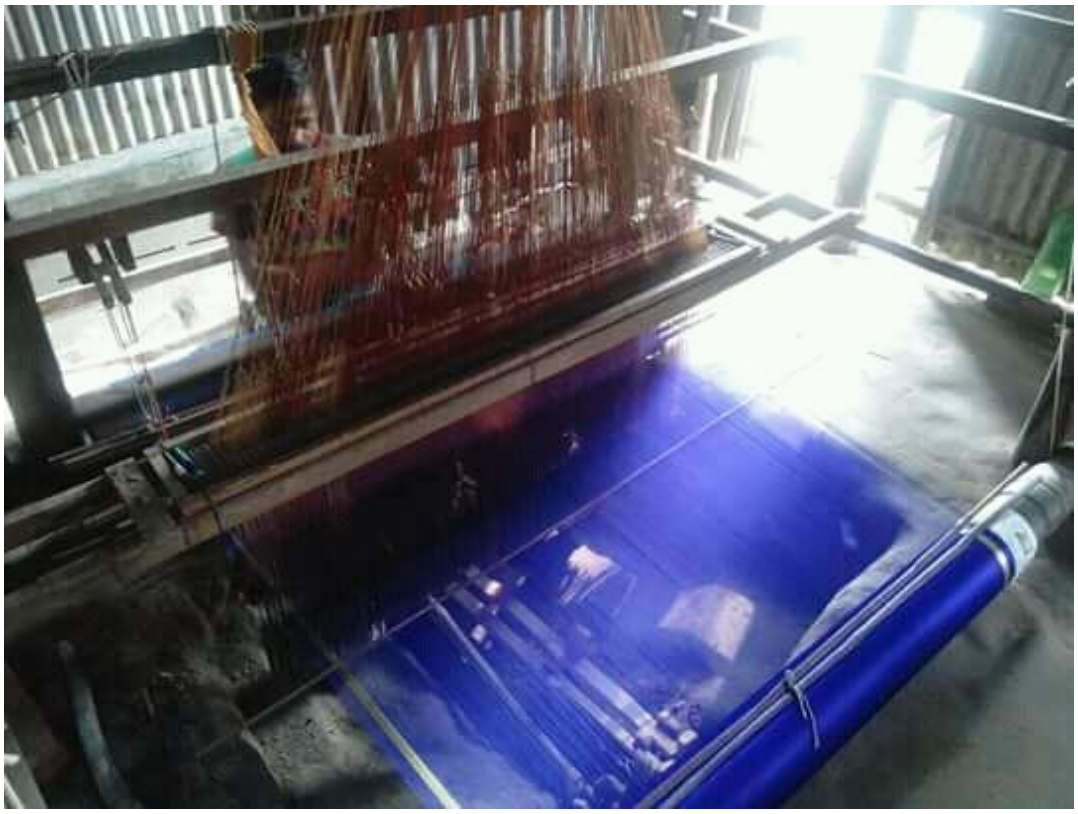

ছবি-২: টাঙ্গাইলের ঐতিহ্যবাহী হ্যান্ডলুম

Dhaka University Institutional Repository

ছবি-৩: সাক্ষাৎকাররত অবস্থায় গবেষক

ছবি-৪: সাক্ষাৎকাররত অবস্থায় উত্তরদাতার সাথে গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

ছবি-৫: হ্যান্ডলুম ব্যবহার করে শাড়ি বুনছেন এক তাঁতি

ফটো-৬: গবেষকের সাথে একজন উত্তরদাতা

Dhaka University Institutional Repository

ছবি-৭: এভাবেই দিনরাত হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটেন তাঁতশিল্পীরা

ছবি-৮: বুননরত অবস্থায় এক তাঁতি

Dhaka University Institutional Repository

ছবি-৯: শাড়ি বুনছেন এক তাঁতশিল্পী

ছবি-১০: শাড়ি বুননরত এক তাঁতশিল্পী

Dhaka University Institutional Repository

ছবি-১১: শাড়ি বুননরত অন্য এক তাঁতশিল্পী

ছবি-১২: তাঁতীদের উৎপাদিত শাড়ি

Dhaka University Institutional Repository

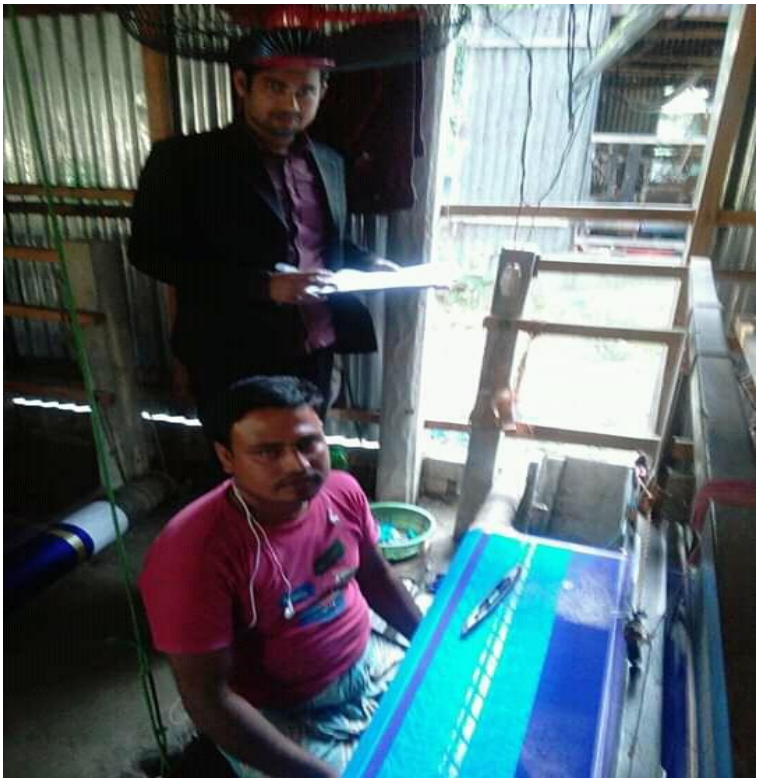

ছবি-১৩: শাড়ি বুননরত অন্য এক তাঁতশিল্পী

ছবি-১৪: শাড়ি বুননরত অন্য এক তাঁতশিল্পী

Dhaka University Institutional Repository

ছবি-১৫: শাড়ি বুননরত অন্য এক তাঁতশিল্পী

ছবি-১৬: শাড়ি বুননরত অন্য এক তাঁতশিল্পী

Dhaka University Institutional Repository

ছবি-১৭: নয়নাভিরাম রঙের টাঙ্গাইলের শাড়ি

ছবি-১৮: টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ি বুননের সুতা